CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 19 September, 2020 ■ আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং ■ ২ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্য সরকারের কাছে করোনা মোকাবিলা সংক্রান্ত আরও জবাব চাইল উচ্চ আদালত

আগরতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.)।। করোনা ইস্যুতে সুয়োমোটো মামলায় ত্রিপুরা হাইকোর্ট আরও কিছু বিষয়ে ত্রিপুরা সরকারের কাছে জবাব চেয়েছে। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে আদালত। অ্যাডভোকেট জেনারেল অরুণকান্তি ভৌমিক বলেন, ত্রিপুরা সরকার উচ্চ আদালতে করোনা মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাবে হলফনামা দিয়েছে। আজ নতুন করে আরও ১৪টি বিষয়ে আদালত জানতে চেয়েছে।

প্রসঙ্গত, করোনা নিয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্ট সুয়োমোটো মামলা নিয়েছিল। উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি অকিল কুরেশি এবং বিচারপতি সুভাশিস তলাপাত্রের ডিভিশন বেঞ্চ ত্রিপুরা সরকারকে নোটিশ জারি করেছিল। ত্রিপুরা সরকার ওই নোটিশের জবাব দিয়েছিল। কিন্তু আজ শুক্রবার হাইকোর্ট নতুন করে আরও কিছু বিষয়ে জানতে চেয়েছে।

অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন, জেলাভিত্তিক ল্যাব টেকনিশানের হিসাব, মাস্ক ব্যবহার না করায় কী পরিমাণ জরিমানা আদায় হয়েছে, কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ দলের রিপোর্ট, হোম আইসোলেশনের নীতি নির্দেশিকা, জিবি হাসপাতালে রোগী প্রতি আসন সংখ্যা, ভেন্টিলেটরের সংখ্যা, অক্সিজেন সিলিন্ডারের সংখ্যা, অক্সিজেন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সহ অ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যা, সহায়তা কেন্দ্রের টেলিফোন নম্বর এবং তার ব্যবহার, ২৪ ঘণ্টা বিশেষ অনুসন্ধান কেন্দ্র খোলার কোনও পরিকল্পনা, অভিযোগ গ্রহণের প্রক্রিয়া, প্রতিদিন নমুনা পরীক্ষার হিসাব, আক্রান্ত এবং সুস্থতার হার ও বেসরকারি হাসপাতালে কোভিড রোগীর চিকিৎসায় খরচ রাজ্য সরকারকে নির্ধারণ করার বিষয়ে জানাতে বলেছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট।

অ্যাডভোকেট জেনারেলের কথায়, এই অতিমারির সাথে দক্ষতার সাথে লড়াই করছে ত্রিপুরা সরকার। প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, হাইকোর্টের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেবে ত্রিপুরা সরকার।

২১ সেপ্টেম্বর থেকে স্কুলগুলি পুনরায় চালু করা বাধ্যতামূলক নয়

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.)।। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর থেকে স্কুলগুলি পুনরায় চালু করা বাধ্যতামূলক নয়। শুক্রবার এই বিষয়ে নিশ্চিত করল কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা। করোনা মহামারির আবহেই আগামী সোমবার থেকে নবম-দ্বাদশ শ্রেণিরা পড়ুয়াদের জন্য স্বেচ্ছায় আংশিক ভাবে স্কুল খোলার অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্র। তবে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে পুনরায় স্কুলগুলি চালু করা মোটেই বাধ্যতামূলক নয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত আনলক ৪.০ নির্দেশিকায় স্কুলগুলিকে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের জন্য আংশিক খোলা এবং নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছা উপস্থিতির জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে স্কুল খোলা রাখা এবং শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার নেবে বলে নির্দেশিকায় বলা হয়।

বেশিরভাগ রাজ্য সরকার অবশ্য বিদ্যালয় পুনরায় খোলার ব্যাপারে পিছু হঠেছে। হরিয়ানা ও দিল্লি সরকার নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ দূর করতে বা সহায়তার জন্য স্কুলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে।

তবে অনেক রাজ্যই এই পরিস্থিতিতে ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নয়। যে রাজ্যগুলি আগামী সপ্তাহ থেকে আবার স্কুল চালু করার পরিকল্পনা করেছে, তাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের জারি করা সমস্ত এসওপি গুলি অনুসরণ করতে হবে।

এ ছাড়া আনলক ৪.০ নির্দেশিকাতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে শিক্ষক এবং অ-শিক্ষণ কর্মীদের জন্য ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২০-এর পরে স্কুল খোলা যেতে পারে। তবে, ২০২০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্কুলে নিয়মিত ক্লাস শুরু হবে না।

করোনা আক্রান্ত আরও সাত জনের মৃত্যু রাজ্যে নিহতের সংখ্যা মোট ২৩৫

আগরতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) ।। ত্রিপুরায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের নিয়ে মৃতের সংখ্যা ২৩৫-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ শুক্রবার স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, ত্রিপুরায় ২০,৯৪৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে বর্তমানে ৬,৫৬৯ করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রয়েছেন এবং ১৪,১৪২ জন সুস্থ হয়েছেন। সময়ের সাথে ত্রিপুরায় মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে, মৃতের হার বেড়ে হয়েছে ১.১২ শতাংশ। আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে যাওয়ায় সুস্থতার হারেও প্রভাব ফেলেছে। ত্রিপুরায় বর্তমানে আক্রান্তের ৬.০২ শতাংশ এবং সুস্থতার হার ৬৭.৫০ শতাংশ।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৩,৪৯,৮০৪ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ৩,৪৮,৫৩৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ২০,৯৭২ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাদের মধ্যে ২৩ জন করোনা আক্রান্ত ত্রিপুরার বাইরে চলে গেছেন। ফলে, ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ২০,৯৪৯ জন।

এডি নগরে হত্যার লক্ষে এক ব্যক্তির শরীরে ছুরি চালাল দুস্কৃতিকারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর।। বিশ্বকর্মা পূজার রাতে আগরতলা থেকে বাড়ি ফেরার পথে আক্রান্ত হয়েছে এক ব্যক্তি। আক্রান্ত ব্যক্তির নাম বাবুল ঘোষ। ছুরি দিয়ে আঘাত করে তাকে রক্তাক্ত করা। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা যায় বাবুল ঘোষ নামে এক ব্যক্তি রাজধানী আগরতলা শহর থেকে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন।

ড্রপ গেট এলাকায় তাকে আটক করে ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। ছুরির আঘাত এবং মারধরের সে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। মূল অভিযুক্ত কে চিনতে পেরেছে বলে জানিয়েছে বাবলু ঘোষ। মূল অভিযুক্তের নাম অসীম দত্ত। তার হাতে পিস্তল ছিল বলেও পুলিশকে জানিয়েছে।

এ ব্যাপারে অরুন্ধতী নগর থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। বিশ্বকর্মা পূজার রাতে পিস্তল উঁচিয়ে ছুরিকাহত করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।ঘটনার আসল রহস্য উদটন করে অভিযুক্তকে গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে জোরালো দাবি উঠেছে।

মাস্ক ইনফোর্সমেন্ট ডে

কঠোর হল প্রশাসন, রাজ্যের সব মহকুমায় জরিমানা আদায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ শান্তিরবাজার/ উদয়পুর, ১৮ সেপ্টেম্বর।। দিন যত গড়াচ্ছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রকোপ তথ্যই ভয়াবহ আকার ধারণ করতে শুরু করেছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং মাস্ক পরিধান করার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে উদাসীনতা দিনের পর দিন বাড়ছে। করুণা ভাইরাস মোকাবেলার জন্য এখনো পর্যন্ত ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয়নি।

সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং মাস্ক ব্যবহার করায় করোনা ভাইরাস সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।রাজ্য সরকার এবং প্রশাসনের তরফ থেকে রাজ্যের সর্বস্তরের জনগণের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে প্রত্যেকে যেন সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং মাস্ক পরিধান করে চলাফেরা করেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতা তৈরির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে প্রশাসন। প্রশাসনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও একাংশের মানুষ প্রশাসনের এ নির্দেশ অমান্য করে চলেছে।জনবহুল এলাকায় এবং রাস্তাঘাট বাজার হাট অফিস-আদালতে মাক্স পড়ে যান করছে না ,সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখছে না।

উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রশাসন কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে বাধ্য করছে।রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকায় প্রশাসনের তরফ থেকে দুই দিনের বিশেষ অভিযান শুরু করা হয়েছে। যারা মাক্স ব্যবহার করছেন না এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখছেন না তাদের আর্থিক জরিমানা করা হচ্ছে।শুক্রবার রাজধানী আগরতলা শহরের বটতলা নাগেরজালা জোহর ব্রিজ জিবি বাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় এ ধরনের অভিযান চালানো হয়। অভিযান চালিয়ে বহু সংখ্যক মানুষের কাছ থেকে আর্থিক জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে। শুক্রবার ডিসিএম অনিমেষ ধরে নেতৃত্বে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ এবং বটতলা আউট প্রশ্নের পুলিশ এ ধরনের অভিযানের সামিল হয়। আগামী দিনগুলিতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহরের কৃষ্ণনগর কালিবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম সুনীল কৃষ্ণ শর্মা ।ওই ব্যক্তি ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন বলে পরিবারের কোন তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে।

তবে পুলিশ যাওয়ার আগেই মৃতদেহটি নামিয়ে দেওয়া হয় ।ঝুলন্ত মৃতদেহ নামিয়ে দেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে ।এটি আত্মহত্যা না পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড তা নিয়েও নানা প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। ঘটনার খবর পেয়ে পশ্চিম থানার পুলিশ ছুটে গিয়ে কৃষ্ণনগর এলাকার ওই বাড়ি থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ।তবে এর পেছনে অন্য কোনো কারণ আত্মগোপন করে রয়েছে কিনা তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর নিশ্চিতভবে জানা যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে ।রাজধানী আগরতলা শহরের কৃষ্ণনগরের কালীবাড়ি এলাকায় মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বনদোয়ারে পাওয়ার হাউসে আগুন, পুড়ে ছাই ট্রান্সফরমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৮ সেপ্টেম্বর।। উদয়পুরের বনদোয়ার বিদ্যুৎ দপ্তরের পাউয়ার হাউসে আজ দুপুরে আচমকা ট্রান্সফরমারে আগুন লাগে। আগুন দেখে সঙ্গে সঙ্গে পাউয়ার হাউসে থাকা কর্মীরা অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের খবর দিলে উদয়পুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা দুটি ইঞ্জিন নিয়ে ছুটে আছেন বন্দোয়ারে পাউয়ার হাউস।

অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে কর্মীরা আসার আগে গ্রামবাসীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন ।আগুন লাগার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ছুটে আসেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাঁশজাত সামগ্রী দেশ বিদেশে বাজারজাত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর।। বাঁশ রাজ্যের একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। আমাদের রাজ্যে বাঁশজাত শিল্পের একটা ঐতিহ্য রয়েছে। এখানে বাঁশের নানাবিধ শিল্প সামগ্রী উৎপাদিত হয়। বাঁশের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী দেশ বিদেশে বাজারজাতকরণের মাধ্যমে রাজ্যের যুবক-যুবতীদের আর্থিক উপার্জন বাড়ানোর উপর সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। আজ সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অফিসকক্ষে রাজ্যে প্রথমবারের মতো বাঁশ কুড়োলের তৈরি বিস্কুটের বাজারজাতকরণের এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বাঁশের কুড়োল রাজ্যের জনজাতিদের প্রধান খাদ্য হলেও বর্তমানে তা জাতি-জনজাতি উভয় সম্পদায়েরই প্রিয় খাদ্য হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। কারণ বাঁশ কুড়োলে পুষ্টিমুল্য অধিক পরিমাণে রয়েছে। বাঁশ কুড়োলে প্রোটিন, ভিটামিন সহ বড়মাত্রায় ফসফরাস, কপার, জিংক, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি খনিজ পদার্থ রয়েছে। বাঁশ কুড়োলে এছাড়াও অ্যান্টি ক্যান্সারাস, অ্যান্টি ভাইরাস এবং অ্যান্টিবায়োটিক এই তিনটি গুণ রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সময়ে মানুষের রোগে আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ হল ফ্যাট ও সুগার বেড়ে যাওয়া। এগুলি বেড়ে যাওয়ার ফলে দেহে অন্যান্য রোগের উপসর্গও চলে আসে। বাঁশ কুড়োলের মধ্যে ফ্যাট ও সুগারের মাত্রা খুব কম হওয়ার কারণে বাঁশ কুড়োল ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

এছাড়াও বাঁশ কুড়োলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বড়মাত্রায় রয়েছে। বাঁশ কুড়োল দিয়ে তৈরী বিস্কুটের অন্যতম কাঁচামাল মুলি বাঁশ রাজ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। রাজ্য সরকার বাঁশের তৈরী বোতলের মধ্যে বাঁশ কুড়োলের বিস্কুট বাজারজাতকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। সম্পূর্ণভাবে অর্গানিক মুলি বাঁশ কুড়োল দিয়ে তৈরি বিস্কুট সঠিকভাবে বাজারজাতকরণের মাধ্যমে রাজ্যের যুবক-যুবতীদের আর্থিক উপার্জন বৃদ্ধির পাশাপাশি সব অংশের মানুষ উপক'ত হবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকার বাঁশের তৈরি বোতলে রাজ্যের প্রাক'তিক শুদ্ধ মধু বাজারজাতকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরফলে বাঁশের তৈরি বোতল বিক্রির পাশাপাশি খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের মাধ্যমে ত্রিপুরার মধুও বাজারজাত করা যাবে। তাতে রাজ্যের উদ্যোগীদের জন্য নতুন একটি রোজগারের পথও খুলে যাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

আড়াই লক্ষ টাকার ড্রাগসসহ ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর।। আবারো গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উত্তর জেলার পুলিশ সুপার নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে বিপুল সাফল্য পেলেন। চুড়াইবাড়ি থানাধীন এস টি পাড়া সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৫ গ্রাম হেরোইন সহ এক যুবককে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ। উদ্ধারকৃত হেরোইনের বাজারমূল্য প্রায় আড়াই লক্ষাধিক টাকা এবং ধৃত যুবকের নাম বজরুল হক (৪০)।বর্তমানের চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ একটি এনডিপিএস মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী যেদিন থেকে উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপারের দায়িত্ব হাতে নিয়েছেন ।সেই দিন থেকেই দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন ।তেমনি আজ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উত্তর জেলার পুলিশ সুপার চুরাইবাড়ি থানার ওসি জয়ন্ত দাস সহ বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে চুরাইবাড়ি থানাধীন এস টি পাড়া এলাকায় নেশা বিরোধী অভিযান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিম ভুবন বন এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন পশ্চিম ভুবনবন এলাকায় গত দু'দিন ধরে বিদ্যুৎ নেই। বিদ্যুৎ না থাকায় প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস করছেন এলাকার মানুষজন ।স্থানীয় বিদ্যুৎ নিগমের অফিসে যোগাযোগ করে কোন ধরনের সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না বলে এলাকাবাসী গুরুতর অভিযোগ করেছেন।

এলাকার জনগণ বিদ্যুৎ অফিসে যোগাযোগ করলে তাদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করা হয় বলেও অভিযোগ। এ ধরনের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে পশ্চিম ভবন এলাকায়। এলাকার জনগণ শুক্রবার সকাল থেকে এলাকার পথ অবরোধ করে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হন ।বিদ্যুতে গমের কর্মীরা বিদ্যুতের লাইন সারাই করার জন্য এলাকায় গেলে ক্ষুব্ধ জনতা তাদেরকে দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখেন বলেও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ বিধানসভার একদিনের বাদল অধিবেশন, থাকছে না প্রশ্নোত্তর পর্ব, বিএসি বৈঠক ওয়াকউট করলেন বিরোধীরা

আগরতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। করোনা-র প্রকোপে ত্রিপুরা বিধানসভার বাদল অধিবেশন এক দিনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর সোমবার একদিনের জন্য বসবে অধিবেশন। তাতে থাকছে না প্রশ্নোত্তর পর্ব। শুধু স্মৃতিচারণ এবং ৯টি বিল এই অধিবেশনে উত্থাপিত হবে। এছাড়া, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব করোনা-র সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে ত্রিপুরা বিধানসভাকে অবগত করবেন। আজ শুক্রবার বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির (বিএসি) বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে বিরোধী দল সিপিএম এই সিদ্ধান্তে আপত্তি জানিয়ে আজ বিএসি-র বৈঠক মাঝপথেই বয়কট করে বেরিয়ে গেছে।

এ-বিষয়ে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, ত্রিপুরা বিধানসভার বাদল অধিবেশনকে নিয়ে আজ বিএসি-র বৈঠক

অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে, অধ্যক্ষ রেবতীমোহন দাস, উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ, সিপিএম বিধায়ক তপন চক্রবর্তী, বিধায়ক সুধন দাস এবং তিনি নিজেও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে অধ্যক্ষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, সারা ভারতের প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরাযও খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে বিধানসভার অধিবেশন হোক। কারণ, সারা দেশেই বিধানসভা অধিবেশন সংক্ষিপ্ত আকারেই হচ্ছে।

সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর কথায়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া অন্য কোনও কিছুই অধিবেশনে রাখা হচ্ছে না। এক্ষেত্রে অধিবেশন এক দিনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে, এমনটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাতে, স্মৃতিচারণ, করোনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি এবং ৯-টি বিল উত্থাপন করা হবে। অধিকাংশ বিল সংশোধনী আকারে উত্থাপিত হবে।

সেক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর পর্ব বাদ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য অধ্যক্ষ অনুমতি দিয়েছেন, এই অধিবেশনের প্রশ্নগুলি পরবর্তী অধিবেশনে নতুন করে জমা দিতে হবে না, জানিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী। তিনি জানান, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়, ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য সহ ইন্দো-চিন সীমান্তে ২০ জন জওয়ানের শহিদ হওয়া এবং করোনায় আক্রান্ত হয়ে ত্রিপুরায় মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে। এদিকে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩৩৪ ▫ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং ▫ ২ আশ্বিন ▫ শনিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ইতিহাসের অনুঘটক

কখন কী উপলক্ষে কোন ব্যক্তি ইতিহাসের অনুঘটক হইয়া উঠিবেন, বলা কঠিন। আদালত অবমাননার অভিযোগ এবং তাহা লইয়া টানাপড়েন স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে অপরিচিত নহে। কিন্তু আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণের কাহিনি ইতিমধ্যেই একটি ভিন্ন মাত্রা অর্জন করিয়াছে, মনে করিবার কারণ আছে যে, নটে গাছটি এখনও বাড়িবে। আদালত অবমাননার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিবার পরেও সুপ্রিম কোর্ট প্রশান্ত ভূষণকে ক্ষমা চাহিবার সুযোগ দিয়াছিল। কিন্তু তিনি সেই সুযোগ ফিরাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য: যে মন্তব্যের জন্য আদালত তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া রায় দিয়াছে, তিনি তাহাই বিশ্বাস করেন, সুতরাং মার্জনা ভিক্ষা করিলে তাহা আন্তরিক হইবে না, বিধেয়ও হইবে না। স্পষ্টতই, এই যুক্তি উড়াইয়া দেওয়া কঠিন। মহামান্য বিচারপতিরা এই প্রতিক্রিয়ায় ব্যথিত হইয়াও শাস্তি 'সংরক্ষিত' রাখিয়াছেন। অপরাধী সাব্যস্ত করিবার পরেও বলিয়াছেন, কাহাকেও আঘাত দিয়া থাকিলে ক্ষমা চাহিয়া লইতে অসুবিধা কোথায়? ঐতিহাসিক বইকি।আইনি তথা সাংবিধানিক বিচারের নিজস্ব পরিসরে সুপ্রিম কোর্টের রায় অবশ্যই শেষ কথা। কিন্তু একটি উদার গণতান্ত্রিক সমাজে তাহার পরেও আলোচনা এবং বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ থাকে। আদালতের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রাখিয়া এবং অবমাননার তিলমাত্র অভিসন্ধি পোষণ না করিয়াও কেহ নীতিগত ভাবে তাহার রায়ের বিরোধী মত জানাইতে পারেন। এই মামলাটিতে তাহার কিছু তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে আদালতের যুক্তি এবং বিচারের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিয়াছে। প্রবীণ এবং সম্মানিত আইনজীবীরা অনেকেই বাক্স্বাধীনতার সপক্ষে সওয়াল করিয়া আদালতকে সমালোচনার প্রতি সহিষ্ণু হইবার অনুরোধ জানাইয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেলের কণ্ঠেও শোনা গিয়াছে একই গোত্রের অভিমত। তাহা 'সরকারের মত' না হইলেও তাঁহার পদমর্যাদার কারণে এই অবস্থানটি তাৎপর্যপূর্ণ। এবং, প্রশান্ত ভূষণের বিরুদ্ধে অন্য একটি মামলার সূত্রে আদালত অবমাননা ও বাক্স্বাধীনতার সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব পর্যালোচনার ভার একটি উপযুক্ত বিচারকমণ্ডলীর হাতে তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছে সুপ্রিম কোর্ট। একটি বিশেষ অভিযোগের সূত্রে বৃহত্তর এবং সামগ্রিক এমন কিছু প্রশ্ন উঠিয়া আসিয়াছে, যাহা প্রকৃত গণতন্ত্রের মূল ধর্মের সহিত সম্পৃক্ত। বিরূপ সমালোচনার প্রতি সহিষ্ণুতা সেই ধর্মের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সমকালীন ভারতে সেই অঙ্গটি বিপন্ন। গত কয়েক বছরে এই দেশে সরকার তথা শাসক গোষ্ঠীর অসহিষ্ণুতার দাপট অতিমাত্রায় প্রকট। এই পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের নজরদারি এবং তিরস্কারই কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুঃশাসনকে নিরস্ত বা প্রতিহত করিয়াছে। গণতন্ত্রের রক্ষাকর্তা হিসাবে বিচারবিভাগের এই সদর্থক ভূমিকাতেই তাহার প্রকৃত সম্মান। কিন্তু সেই ভূমিকার দাবি সব ক্ষেত্রে পূর্ণ হইয়াছে কি? বিচারবিভাগের অনেক সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিলম্বিত লয় এমন প্রশ্ন তুলিয়াছে এবং সংশয় সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা গণতন্ত্রের পক্ষে স্বস্তিকর নহে। ভুলিলে চলিবে না, সুপ্রিম কোর্টের চার জন বিচারপতি সাংবাদিক সম্মেলন ডাকিয়া প্রধান বিচারপতি সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন এমন অভাবনীয় দৃশ্যেরও জন্ম হইয়াছে। এই প্রেক্ষাপটেই প্রশ্ন এবং সমালোচনার প্রতি সর্বোচ্চ আদালতের সহিষ্ণুতার বিশেষ প্রয়োজন। বস্তুত, আদালত অবমাননার ধারণাটি লইয়াই প্রশ্ন আছে। এই বিষয়ে আইনের আদৌ প্রয়োজন আছে কি না, তাহাও তর্কাতীত নহে। কিন্তু আইন থাকিলেও, একান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে তাহার প্রয়োগ না করাই বিধেয়। নতুবা শাস্তির ভয়ে নাগরিকরা আদালত সম্পর্কে মনের ক্ষোভ মনেই পুষিয়া রাখিলে, গণতন্ত্র লাঞ্ছিত হইবে। তাহাতেই আদালতের সর্বাধিক অপমান।

পুরুষ ফ্যাশনে ঝড় তুলেছিলেন শর্বরী দত্ত, ফ্যাশন ডিজাইনারের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ প্রসেনজিৎ থেকে দেব

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি স):ভারতীয় পুরুষের অঙ্গবাসে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রত্যাবর্তন ঘটান ফ্যাশন ডিজাইনার শর্বরী দত্ত। তাঁর ডিজাইন করা শেরওয়ানি, আংরাখা, পিরান, বন্ধগলা ও কুর্তা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ফ্যাশন দুনিয়ায় ঝড় তোলে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বিখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার শর্বরী দত্ত। শর্বরী দত্তর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় থেকে দেব। শর্বরী দত্তর মৃত্যুতে শুক্রবার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, শর্বরীদি বাংলার একজন কিংবদন্তী, যিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে সকলের কাছে বেঁচে থাকবেন। শর্বরী দত্ত নেই, তবে মানুষ তাঁকে তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে মনে রাখবেন। তাঁর আত্মার শান্তি করি"। অন্যদিকে শর্বরী দত্তর প্রয়াণে টুইট করে তারকা সাংসদ দেব লেখেন, " কয়েকমাস আগে আমাদের শেষবারের মতো দেখা হয়েছিল। যা ঘটেছে আমি তা বিশ্বাস করতে পারছিনা না। আমার ভালবাসা সবসময় আপনার সাথে থাকবে। আত্মার শান্তি কামনা করি"। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ব্রড স্ট্রিটের বাড়ির শৌচাগার থেকে উদ্ধার হয় মৃতদেহ। পুলিশ সূত্রে খবর, শর্বরী দত্তের দেহ উদ্ধারের পর দেখা যায় তার মুখে রক্তের দাগ, গোড়ালিতে রয়েছে আঘাতের চিহ্ন। অন্যদিকে ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট বলছে মাথায় রক্তক্ষরনের জন্যই মৃত্যু হয়েছে ফ্যাশন ডিজাইনারের।

মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির দালালি করছে, পাল্টা অভিযোগ অধীর চৌধুরীর

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.): সম্প্রতি তৃণমূলের পক্ষ থেকে দিল্লিতে অভিযোগ জানানো হয় ভারতবর্ষের আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে কংগ্রেসের সমঝোতা না হওয়ার কারণ কংগ্রেস-বিজেপির দালালি করছে। এই মন্তব্যের পাল্টা জবাব দেন সংসদীয় নেতা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তাঁর পাল্টা অভিযোগ, "কংগ্রেস নয় বরং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং বিজেপির দালালি করছে"। পাশাপাশি বিজেপির সঙ্গে চোখে চোখ রেখে একমাত্র কংগ্রেস লড়াই করছে বলেও এদিন দাবী করেন তিনি। কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির আঁতাত নিয়ে তৃণমূলের দাবিকে নস্যাৎ করে অধীর রঞ্জন চৌধুরী সাফ জানিয়ে দেন, "ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই মুহূর্তে বিজেপির সঙ্গে চোখে চোখ রেখে লড়াই করছে কংগ্রেস আর সুযোগ পেলেই নানা ইস্যুতে বিজেপিকে সাহায্য করছে তৃণমূল কংগ্রেস"। তিনি অভিযোগ করে আরও বলেন, "এ রাজ্যে বিজেপির হাত মজবুত করার পেছনেও তৃণমূলের হাত রয়েছে। একদিকে তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধিতা করছে অন্যদিকে গোপনে বিজেপির হাত ধরছে। কয়েকটি আঞ্চলিক দলকে নিয়ে জি এস টি বিরোধীতা করলেই তৃণমূল নেত্রীকে সর্বভারতীয় নেত্রী হিসেবে সবাই মেনে নেবে না"। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি র উত্থান নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে তৃণমূল নেত্রীকে সরাসরি বিতর্কে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, "যে তৃণমূল নেত্রী বিজেপি র সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দিল্লিতে মন্ত্রীত্ব করেছেন তার দলের নেতাদের এত বড় বড় কথা শোভা পায় না। ভারতবর্ষে বিজেপির সবচেয়ে বড় দালাল তৃণমূল"। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির আরও অভিযোগ, "যখন রাজ্যসভার ডেপুটি স্পিকার পদের জন্য বিজেপি মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলি প্রতিদ্বন্দিতা করেছিল, তখন তৃণমূল ভোটাভুটিতে অংশ নেয়নি, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের উপর ভোটাভুটির সময় তৃণমূলের অনেক সাংসদ উপস্থিতই ছিলেন না, এখন রাজ্যে বিজেপি তাদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে বলে এইসব বলছেন তারা"।

করোনা ডায়েরি ঃ লকডাউন থেকে আনলক পর্বের সাতকাহন

ড. সুজয় কুমার মণ্ডল ও রাজেশ খান

২৪ মার্চ থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বর মাসে পদার্পন। ২২০। প্রায় ছয় মাস অতিবাহিত হতে চলল। 'করোনা -জপ' যাচ্ছে চারিদিকেই। চলছে করোনার সঙ্গে লড়াই। লকডাউন এক -দুই -তিন-চার-পাঁচ করে আনলক পর্বে পদার্পণ এবং বেগতিক বুঝে আবারও জায়গা বিশেষ লকডাউনের কঠোর নির্দেশিকা জারি। হ্যাঁ, এই সময় পর্বে করোনার কানমলাকেই বা খেতে বাদ আছে। গত ছয় মাসে কত কী ঘটে গেল। একে একে সব কিছু কি দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। অভাবনীয় ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। আর যত দিন যাচ্ছে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার কঙ্কালসার রূপটা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। কেন যেন আমাদের মনে হচ্ছে বারবার একটা খুব প্রচলিত কথা 'কাজ কম কথা বেশি'। আথচ বাস্তবে হওয়া উচিত ছিল 'কথা কম কাজ বেশি'। যখনই গরিব হতদরিদ্র অসহায় মানুষ ও পরিযায়ী শ্রমিকের নিরাপদ নির্ভয়ের বাণী শোনার জন্য অধীর আগ্রহে টিভির পর্দার সামনে প্রহর গুণছেন আর তখনই ভাষণবাজি সর্বস্ব কথাবার্তার চরাচর যেন বেশি করে লক্ষ্য কার গেছে। মহামারি করোনা মোকাবিলা থেএক সদ্য চিন সীমান্তের উতেতজনা এবং সবশেষে সংযোজন রাম মন্দিরের ভূমিপূজা-এই ক্ষেত্রগুলিতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাবনার অপরাদর্শিতার বাস্তব চিত্রই যেন ফুটে উঠেছে। দেশের পরিস্থিতি যখন ক্রমশ অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে উঠেছে তখন প্রথমে সারা দেশ জুড়ে যেন সাড়ম্বর 'করোনা উৎসৎ' উদযাপিত হল, পরে দেশশুদ্ধ কিছু জনতার স্বঘোষিত সিদ্ধান্তে 'দেশভক্তির জিগির' উঠছে চিনা পণ্য ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা জানিয়ে। আর এদিকে অনেকাংশে ভারতের ওফর নির্ভরশীল ক্ষুদ্র দেশ নেপালও পাকিস্তানসুলভ আচরণ জাহির করছে ভারত অধ্যুষিত এলাকা নিজেদের দাবি করে মানচিত্র প্রকাশ করে। পিছিয়ে নেই পাকিস্তানও। তারাও ভারতীয় ভূখণ্ডকে নিজেদের দাবি করে মানচিত্র প্রকাশ করেছে। একদিকে দিনে দিনে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ বেড়েই চলেছে এবং দৈনিক সংক্রমণের হারে ভারত শীর্ষে। এক দিনে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। এই সংখ্যা যে উত্তরোত্তর বাড়বে তা অবশ্যই অনুমেয়। অন্যদিকে সীমান্ত সমস্যা ও সর্বোচ্চ পরিমাণ দেশের জিডিপির পতন। এরই মাঝে করোনার বিধিনিষেধ সেভাবে মান্যতা না দিয়ে 'মহামাহিম' রামমন্দিরের ভূমিপুজো সারছেন সাড়ম্বরে। যেন 'মহামারি মচ্ছর্বে মেতেছে দেশ। লকডাউন চলাকালীন এবং আনলক পর্বে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে প্রধানমন্ত্রী 'বোকাবাক্সে'র পর্দায় বেশ কয়েকবার উপস্থিত হয়েছেন। জনগণকে বোকা বানানোর এটাই কি শ্রেষ্ঠ সময় ও উপায়? জনগণের বিবেকের ঘন্টা হয়ত ইতিমধ্যে নড়েছে বা একদা নড়বে। সে কথা থাক। তবে এটা পরিষ্কার, মোদিজির ভাষণে মূল কথার চেয়ে অপ্রাসঙ্গিক কথাই দেশবাসী বেশি শুনতে পেল। কখনও 'ধর্মকথা' প্রচারের সূত্রে 'সাধুকথা', দেশরক্ষার তাগিদের ডস্কা বাজিয়ে 'ধর্মীয় মোড়কে' মেকিপণাসুলভ 'দেশভক্তির জিগির'। দেখালেন তাতেও যখন ভাঁটা পড়েছে, তখন ভারতীয় জাতীয় তথা বিশ্ব ইস্যু বাবরি-রামলালাকে একটু নাড়িয়ে দিয়ে রাম মন্দিরের ভূমিপুজোর আয়োজন করে ভাষণের নতুন ভিত্তিপট প্রস্তুত করলেন। আর এক একটা বক্তব্যতে এক একটা তত্ত্ব ও নির্দেশনামা নিয়ে উপস্থিত। পণ্ডিতপ্রবর শিক্ষকেরবত্রাধ্য পড়ুয়াদের একটা করে টাস্ক দিচ্ছেন, আর চলে যাচ্ছেন। আবার ফিরে এসে নতুন কিছু। আগের টাস্ক বুঝে নেবার সময় নেই পণ্ডিতপ্রবরের। মোদিজির টাস্কে দেশবাসীর দায়িত্বই বাড়ছে, ফল বা লাভ বা প্রাপ্তির কথা জনগণ বেমালুম ভুলে গেছে। উঁহু একটু ভুল বললাম, নিত্যনতুন গোলকধাঁধায় মোদিজির ভাষণবাজিতে গুলিতে দেওয়া হয়েছে কী চমৎকার সিক্যুয়েন্স। প্রথমে কী পেলাম? করোনা যোদ্ধাদের প্রতি দেশবাসী চরম আগ্রহে তা পালন করলেন। প্রধানমন্ত্রী কথা মোতাবেক নাগরিকদের একাংশ অতি উৎসাহ ডাক্তার-নার্সদের সম্মান জানাল এবং এর সঙ্গে সংযোজনছিল কাঁসর ঘণ্টা-থালা বাজিয়ে ও হাতাতালি দিয়ে সম্মান প্রদর্শড়। তবে হ্যাঁ, দেবার বাজি ফাটিয়ে লকডাউনের ও সামাজিক দূরত্বের বিধিনিষেধ বেমালুম ভুলে যেন করোনা আহ্বানের ষোলকলা পূর্ণ করল। তারপরে নমো'র মুখ থেকে পেলামনাগরিকদের প্রতি ঐক্যের বার্তা দেবার আহ্বান। আহা সে কী ঐক্যের বার্তা। ভারতবাসীর অখণ্ড ঐক্য প্রকাসের জন্য প্রধানমন্ত্রীজনতা জনার্দনের জন্য বেছে দিলেন এপ্রিল মাসের তারিখের রাত টার পর মিনিটে। বাড়ির সমস্ত আলো নিভিয়ে মোমবাতি, প্রদীপ বা টর্চ অথবা মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে, দেশজুড়ে গিমিক গড়ে তুলে মোদিজির 'নিদাননামা' অক্ষরে অক্ষরে পালিত হল। অথচ সে সময় চরমভাবে প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল করোনা মোকাবিলার আপংকালীন তৎপরতায় নাগরিকদের কাছে উন্নত পরিষবা সম্পন্ন চিকিৎসা পরিকাঠামো পৌঁছে দেবার। রাষ্ট্রের চাহিদা কী, আর জনগণ পেল কী? অদ্ভুত এক মেহে আবদ্ধ দেশ ও দেশের জনতা।

এরপরই উঠে এল আত্মনির্ভরতার তত্ত্ব। মহামারি কবলিত দেশকে জাগিয়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন ২০ লক্ষ কোটির 'আত্মনির্ভর ভারত' প্রজেক্ট। এটিও বেশ কিছুদিন সোশ্যাল মিডিয়া গরম করল। বিভিন্ন টক শো-তে 'ট্রিলিয়ানের' শূন্যের গল্প 'এন্ডলেস লেজুড়ে'র মতো মাত করল কিছুদিন। দেশবাসী কী আদৌ সুরাহা কিছু পেল? প্যাকেজের পর প্যাকেজ ঘোষণা হচ্ছে। জনগণ পাচ্ছে কী? বুঝে নেবারও বুঝবান 'চৌকিদারের' বড়ই অভাব।

আর 'নিদাননামা'র শেষের সংযোজন চিন ও নেপালের সীমান্তে সমস্যা নিয়ে জাতির উদ্দেশে ভাষণ। প্রতিবেশী শত্রুপক্ষের দেশের সেনার হাতে জলজ্যান্ত তরতাজা প্রায় চল্লিশ সৈন্য শহিত হল, আর প্রধানমন্ত্রী ভাষণ -দেশ সুরক্ষিত আছে। সেনাদের সম্মান প্রদর্শনে ও বীরত্বের কথা বলতে গিয়ে 'দেশ সুরক্ষিত আছে' এই ভাষণবাজির ব্যাকগ্রাউন্ড সুরে কোথায় খোদিত হয়ে আছে তরতাজা চল্লিশটি প্রাণের আত্মত্যাগের অনুরণিত ধ্বনি। ভারতের চল্লিশজন সেনা প্রাণ দিল আর প্রধানমন্ত্রী বলছেন দেশ সুরক্ষিত আছে। একি প্রকৃত অর্থেই শহিদ সেনানীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন নাকি এখানেও সেই সুকিয়ে ভোট নোটের ভাত্ততাবাজি? দেশ ও রাজ্যজুড়ে হাহাকার চিত্র। দেশের অর্থনৈতিক হালহকিকত দিন দিনি তলানিতে যাচ্ছে। করোনাকালীন মুহূর্তে চিকিৎসা পরিষেবা ও সুরক্ষা দিয়ে যাঁরা আমাদের সাহায্য করছেন, অর্থাৎ চিকিৎসা ও পুলিশ কর্মীদের সুরক্ষা কি আমরা সেভাবে দিকে পেরেছি? না পারিনি।এরই মাঝে করোনা রোগের প্রতিষেধক হিসেবে বিখ্যাত হয়েছে সাধুবাবার কোম্পানির 'করোনীল' বা মন্ত্রীজির 'বৌদির পাঁপড় ভাজা'।অন্যদিকে গরিব মেহনতী পরিযায়ী শ্রমিকদের করুণ দশা। এরমধ্যেই আবার রাজ্যের লড়াইকে আরও কঠিন করে তুলছে আমফানের মহা তাণ্ডব। হাজার হাজার মানুষ এই তাণ্ডব গৃহহীন। অন্যদিকে লকডাউনের গৃহবন্দি হাসফাঁস জীবন। একই সঙ্গে যুগপৎ বাইনারি অপজিশন বা বিরুদ্ধময় জীবন উপহার দিয়েছে প্রকৃতি। বিশেষ করে বলতে হয় দৈনিক মেহনতী মানুষগুলোর অবস্থা খুবই করুণ। এরই মাঝে রাম মন্দিরের ভূমিপুজো উপলক্ষে অনেক জায়গায় চলল লকডাউনের ও সামাজিক দূরত্বের বিধি না মানার প্রতিযোগিতা। ইতিহাসের বিষয় হয়ে থাকবে, যখন দেশের জনগণ দৈনিক করোনা আক্রান্তে পৃথিবীর শীর্ষে, তখন আমাদের মহামহিম নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি হাসপাতাল উদ্বোধন করেননি, তখন তিনি রামমন্দিরের ভূমিপূজোয় ব্যস্ত। আর সেখান থেকেই বার্তা দিচ্ছেন, রামমন্দির দেশের অর্থনীতিই পাল্টে দেবে। স্থানীয় পর্যটন ও বিপণনের সূত্রে স্থানিক উন্নয়ন হয়ত হবে, তাতে সারা দেশের অর্থনীতিতে কী প্রভাব পড়বে তা কিছুতেই মেলাতে পারছি না। দেশের অর্থনীতির ভোল পাল্টানোর এ তত্ত্ব কোনো অর্থনীতিবিদের নিশ্চয় নয়, তা স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রীর হতে পারে। আর তাই এই অর্থতত্ত্বের যথার্থ ব্যাখ্যাটিও হয়ত তাঁরই জানা। এরই মাঝে অনেক বিষয় হারিয়ে যাচ্ছে। যেমন ধরুন, ভারতীয় মুদ্রায় অতি দ্রুত দরপতন হয়েছে। তারপরে করোনা ভাইরাসোত্তর ভারতীয় অর্থনীতির করুণ দশার রূপ ধরা পড়েছে ভারতীয় জিডিপির ক্রমহ্রাসমান পরিসংখ্যানে। চলতি বছরে প্রথম আর্থিক কোয়ার্টার অর্থাৎ এপ্রিল মাস থেকে জুন মাসে ভারতের জিডিপির সংকোচন হয়েছে প্রায় ২৪ শতাংশ। আর্থিক প্রবৃদ্ধির হার না বাড়ায় এর আগেই মুডিজের পক্ষ থেকে ভারতের রেটিংকে 'স্থিতিশীল' অবস্থা থেকে 'নেতিবাচক' ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতের জিডিপি যে কমবে তার পূর্বাভাস আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার আগেই আশঙ্কা করেছিল। জিডিপি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রকাশ করতে গিয়ে ভারতের জাতীয় অর্থভাণ্ডারের আশঙ্কাকেই বকলমে মান্যতা দিয়েছে।

এবার এখটু ফ্ল্যাশব্যাকে যাই। আশঙ্কা যা করেছিলাম, বাস্তবে তাই ঘটে গেল। কয়েক মাস আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্কল্পবার্তার ডাকে সাড়া দিয়ে সারা দেশ জুড়ে ধুমধাম করে সাড়ম্বরে যেন করোনা উৎসবই পালিত হল। ভারতীয় নাগরিকেরা সংহতি দেখাল, দেদার শব্দবাজি ফাটিয়ে প্রখাস করল ঐক্য। বোঝানো হল আমরা একসাথে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়ছি, কেউ বলে উঠলেন,'সত্যি সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ। একদিকে মৃত্যুমিছিল, আর অন্যদিকে অতি উৎসাহী নাগরিকদের প্রদীপ মোমবাতি টর্চ ও মোবাইল ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে এবং তুবড়ি, রকেট, রংমশাল ইত্যাদি আতশবাজির সমারোহে 'অকাল দীপাবলি' উদ্যাপন। সত্যি সত্যি আলোর উৎসবে শামিল হল গোটা ভারত। চারিদিকে বেজে উঠল কাঁসর ঘণ্টা, শঙ্খধ্বনি, মহিলাদের উলুধ্বনি। লকডাউনের নিয়ম ভেঙে রাস্তায় নামল মশাল ও মোমবাতি নিয়ে অতি দেশপ্রেমিকদের মিছিল সঙ্গে স্লোগান 'ভারতমতাকি জয়', 'করোনা নানি কা মুর্দাবাদ', 'গো করোনা গো'। ডাক ঢোলও বাজানো হল। মন্দিরে মন্দিরে গায়ত্রী মন্ত্রের ধ্বনি ও শোনা গেল। কোনো কোনো গ্রামে বেরলো খোল করতাল নিয়ে নামসংকীর্তনের দল। নিমেশে শিকেয় উঠল সামাজিকদূরত্বের সতর্কতা। আবারও সমবেতভাবে লকডাউনের নিয়মনীতি ভেঙে চুরমার করা হল। সুরক্ষার দফাদফা করে ৯ মিনিটের কর্মসূচি চললপ্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে। পরিবেশের দূষণ বাড়িয়ে প্রার্থনাকে ছাপিয়ে গেল করোনাআরাধনার মেগা সেলিরেশন।এই উল্লাস নিয়ে শুরু হয়েছে তুমুল রাজনৈতিক তরজাও। সরকার বিরোধী মতের রাজনৈতিক নেতারা নিন্দার ঝড় বইয়ে দিলেন। কেউ বললেন, 'করো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ, 'প্রধানমন্ত্রী শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রসিকতা করেছেন তাঁর আর্জির মাধ্যমে। আবার কেউ বললেন, যাঁরাপটকা, বাহারি প্রদীপ এবং ফানুস দিতে কোভিড-১৯ এর মতো বিশ্ব মহামারি উদ্‌যাপন করলেন, তাতে চিন্তা এটাই, এই কর্মসূচির মাধ্যমে কতজন লকডাউন ভাঙালেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রচার করা হল, নিজেকে বিচ্ছিন্ন কর, নিজেকে ধ্বংস কর। আর এসব কথার পাল্টা হিসাবে রাজ্যের কেন্দ্রীয় সরকার পক্ষের নেতা বললেন, মানুষ যদি বাজি ফাটিয়ে থাকে কী অন্যায় করেছে। এতদিন মানুষ মুহূর্যু ছিল। যদি একটু আনন্দ করে তাহলে বিরোধীদের কষ্ট হচ্ছে কেন। মানুষের মধ্যে যে হতাশা ছিল তা কেটে গিয়েছে। কারোর মুখে শোনা গেল মহাসমারোহে চলছে করোনা মোচ্ছব'। এরকম রাজনৈতিক তরজা তো যে কোনো বিষয় নিয়েই হয়ে থাকে। এসবের বাইরে গিয়ে বলতে পারি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্কল্পবার্তাকে অধিকাংশ নাগরিকেরা মান্যতা দিয়েছেন। আবার অনেকেই ঘরের আলো না নিভিয়ে এবং প্রদীপ, মোমবাতি টর্চ ও মোবাইল ফ্ল্যাশলাইট না জ্বালিয়ে এই কর্মসূচির বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানিয়েছেন।কিন্তু একটা কথা বলতেই হয়, মোদিজির ভাবনায় জল ঢেলে দিয়েছেন কিছু কাণ্ডজ্ঞানহীন অতি উৎসাহী সহনাগরিকেরা। যেখানে শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ফলে সেখানে বাজি ফাটিয়ে আনন্দ উল্লাস চলল, এ ঘটনা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। চিকিৎসকদের বাহবা দিতে হেলিকপ্টার থেকে ফুল ছড়িয়ে আর্থিক অপচয় করে সমসাময়িক ঘটনাকেই যেন অপমান করেছে রাষ্ট্র। যেখানে চিকিৎসকদের কাছে এখনো কিট অপ্রতুল, সেখানে এই ধন্যবাদ জ্ঞাপন যেন ব্যাঙ্গাত্মক। যথার্থভাবেই দেশ জুড়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছে। বুদ্ধিজীবী থেকে সাধারণ মানুষ তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেছেন। আর সামাজিক মাধ্যমে তাণ্ডবের ভিডিও যেমন ভাইরাল হয়েছে তেমনি তা সমলোচনার বহরে তোলপাড় হয়েছে।

মাস খানেক আগে ঘটে যাওয়া নানাল হুল্লোড়ের মধ্যে দুটো ঘটনা অত্যন্ত পীড়াদায়কয প্রথম ঘটনাটি হল নেত্রী অতি উৎসাহে নিজের রিভরবার থেকে শূন্যে গুলি ছুড়েছেন। এই ধরনের আস্ফালন তো আমার তালিবানদের মধ্যে দেখি। ভারতীয় সংস্কৃতিতে একেবারেই মানানসই নয়। একজন দায়িত্বশীল নাগরিকের কাছে এই ধরনের আচরণ কাঙ্ক্ষিত নয়। তাহলে তো সাধারণ মানুষকে আর কিছু বলারই থাকে না। আশার কথা, উত্তরপ্রদেশের পুলিশ প্রশাসন ওই নেত্রীর বিরুদ্ধে বাবস্থা নিয়েছে। ব্যবস্থা নিয়েও মূল প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে, দেশের ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও একজন সহনাগরিক এই ধরনের ঔদ্ধতাপূর্ণ আচরণ করলে কী করে? এটা ভেবেই হাড় হিম হয়ে যাচ্ছে। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি হল আমাদের রাজ্যের জঙ্গলমহলের বেলাপাহাড়িতে। এখানকার গ্রামীণ হাসপাতালের ডাক্তার নার্সরাই আলো নিভিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সংহতি বার্তা বহনের কর্মসূচি পালন করলেন। স্বাস্থ্যকর্মীরা হাসপাতলের ভিতরে জ্বালালেন প্রদীপ ও মোমবাতি। জরুরি পরিষবার স্থানে আলো নিভিয়ে এই কর্মকাণ্ড করা হল যা ভাবনার অতীত। আর করল কারা? ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা মিলে, যাদের এই দুঃসহ সময়ে দায়িত্ব সাধারণ নাগরিকের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বিরত থেকে আলোর রোশনাইতে তাঁরা মেতে উঠলেন। এই লজ্জা ঢাকার আবরণ নেই আমাদের। এরকম হয়ত আরও ঘটনা ঘটেছে যা অনভিপ্রেত।

এত কিছু করেও করোনাকে আটকানো গেল নাবা যাচ্ছে না। করোনা দেবীর পূজো পর্যন্ত হল, তাতেও করোনাকে তাড়ানো গেল না। পরিস্থিতি ক্রমশ অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে উঠছে। দিনে দিনে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। বিপজ্জনক রূপ ধারণ করার পথে আমরা এগোচ্ছি।অনেক সংক্রমিত ব্যক্তি মৃত্যুর দুয়ারে অপেক্ষায় রয়েছে। এখন আমাদের আতিশয্যে ভরপুর আনন্দ উল্লাস হুল্লোড় করার সময় নয়। বরং সংকল্প নিতে হবে চোয়াল চেপে যথার্থ কাজের মাধ্যমে করোনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই। কিন্তু বারবারই লড়াইয়ে কাঁটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে রোগমুক্তির সম্পর্ক নেই এমন অযৌক্তিক কাণ্ডজ্ঞানহীন কার্যকলাপের প্রতি সহ নাগরিকদের প্রবণতা আধিকার। এছাড়াও আর একটি দিকও অনেকেই ভাবাচ্ছে। যতদিন যাচ্ছে তত আমাদের দেশের চিকিৎসা পরিকাঠামোর দুর্বলতার দিকগুলি বেরিয়ে আসছে। পিপিই সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের বিপুল ঘাটতি রয়েছে। দ্রুত এই ঘাটতি মেটাতে হবে। সরকারকে এদিকেই বেশি করে নজর দিতে হবে। পাশাপাশি পরিযায়ী শ্রমিকরা সহ সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষগুলোর দিনগুজরানোর জন্য রসদ জোগাতে হবে। নাহলে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছাড়াও অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটবে।

অপরিকল্পিত লকডাউন ও আনলক, পরিযায়ীদের স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বিকল্প চিন্তভাবানা না করে সরকার ঘটমান পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে। অপরিকল্পিত জিএসটি প্রয়োগ ও নোটবন্দির মতোই ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। অপরিকল্পিত লকডাউন ও আলক। সমাজমনস্তত্ত্বে এও শোনা যাচ্ছে, এনআরসি ও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের ফলে উদ্ভূত সমস্যা থেকে মুখ ফেরাতেই প্রথম পর্বে করোনা মোকাবিলায় সরকারের অনীহা দেখা গেছে এবং পরবর্তীতে করোনা মোকাবিলায় ব্যর্থতার মুখ ঢাকতেই সীমান্তে এখন উত্তেজনা। আর সেখানেও মুখ পোড়ায় আবরও সেই অস্ত্র ধর্মীয় ভাববেগকে ব্যবহার। রামমন্দিরের ভূমিপূজোর আয়োজন। সমাজমনস্তত্ত্বে একটা বিষয় ইতিমধ্যে স্থিতিস্থাপকতা পেয়ে গেছে সীমান্তে যুদ্ধের ডঙ্কা, জানবেন সরকারের কাছে জনগণ কিছু চাইছে। সীমান্তে উত্তেজনা অনুমান করে নিনদেশবাসী খাদ্য চাইছে। দেশনেতা ও তাঁদের অনুগামীরা মেকি দেশপ্রেমিক বুলি আওড়াচ্ছেন, জানবেন সরকার বিপদে আছে। এই বাঁধধরা কাঠামোতেই বাদা রয়েছে নমো সরকার। সীমান্তে সৈন্য মরছে এ আর বলার অপেক্ষা রাখে না নিশ্চয়ই কোথাও ভোটের ডঙ্কা বেজেছে। এমনটাই আভাস উঠে আসে জনমতের প্রতিফলনে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিএসি-এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। ছবি- নিজস্ব।

আবারও কমল আইএসসিই ও আইএসসি'র সিলেবাস

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.): আরও একবার সিলেবাস ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটল আইএসসিই। একইভাবে দ্বিতীয়বারের জন্য কমছে আইএসসি'র সিলেবাসও। শুক্রবার কাউন্সিলের সিইও জেরি অ্যারাথুন জানিয়েছেন, ২০২১ সালের আইএসসিই ও আইএসসি পরীক্ষার সিলেবাস আরও কিছুটা কমানো হচ্ছে। করোনা পরিস্থিতিতে এর আগে ৩ জুলাই প্রথমবার আইসিএসই ও আইএসসি পরীক্ষার সিলেবাস কমানোর কথা ঘোষণা হয়েছিল। এবারও কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে বিস্তারিতভাবে নতুন সিলেবাসের কথা জানানো হয়েছে। কাউন্সিলের সিইও তথা সচিব জানিয়েছেন, বিভিন্ন শ্রেণির সিলেবাসের মধ্যে ধারাবাহিকতা রাখা হবে। আগামী বছরের আইসিএসই পরীক্ষায় ইংরাজি, দ্বিতীয় ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, অর্থনীতি, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনস ও ইকনমিক অ্যাপ্লিকেশনস-সহ ১৩ বিষয়ের সিলেবাস দ্বিতীয়বার কমানো হচ্ছে। একইভাবে দ্বিতীয়বারের জন্য কমছে আইএসসি'র সিলেবাসও। ২০২১এ দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার জন্য কাটছাঁট করা হচ্ছে ইংরাজি, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, গণিত, হিসাবশাস্ত্র, রসায়ন, জীববিদ্যা ও বায়োটেকনোলজি-সহ ১০টি বিষয়ের সিলেবাসে। পরপর দু'বার এভাবে সিলেবাস কমানোয় কিছুটা বিভ্রান্ত পড়ুয়ারা। আবার কেউ কেউ বেশ খুশি। মনে করা হচ্ছে, কম পাঠ্যসূচিতে পড়ুয়াদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা সহজ হবে। স্কুলে গিয়ে ক্লাস করতে না পারায় পরীক্ষা নিয়ে মানসিক চাপও কমবে তাদের। পস্নগত, করোনা পরিস্থিতিতে পড়াশোনা চলছে অনলাইনে। আনলক — ৪ পর্বে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে স্কুল খোলার দিকে কেন্দ্র জোর দিলেও, পরিস্থিতি সাপেক্ষে দেশের সর্বত্র তা সম্ভব হবে না। শিক্ষাবিদদের মতে, স্কুলে গিয়ে হাতে-কলমে শেখা এবং অনলাইন পদ্ধতি, দুটো পদ্ধতি এক নয়। অনলাইন পড়াশোনায় জোর দিতে হচ্ছে এই পরিস্থিতিতে। তাই ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে ফের সিলেবাসে কাটছাঁট করল 'কাউন্সিল ফর দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট একজামিনেশনস'।

৩০ নভেম্বরের মধ্যে প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার নির্দেশ অসমে

গুয়াহাটি, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : এবার স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা বাধ্যতামূলক করেছে অসম সরকার। আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার নির্দেশ জারি করেছে শিক্ষা বিভাগ। অসমের প্রত্যেক ক্যাটাগরির স্কুল অর্থাৎ সরকারি, প্রাদেশিকৃত, মডেল স্কুল, কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়, রেসিডেন্সিয়েল বয়েজ স্কুল (আরএসবি), রেসিডেনশিয়াল স্পেশাল ট্রেটিং সেন্টার (আরএসটিসি) বেসরকারি, চা বাগান কর্তৃক পরিচালিত স্কুল, ট্রাস্ট পরিচালিত স্কুল, ভেঞ্চার স্কুল, সেন্ট্রাল স্কুল প্রভৃতিতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের ব্যাঙ্কে জিরো ব্যালান্সের অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। দশ বছরের নীচের বয়সি ছাত্রছাত্রী তথা মাইনোর পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্ট সংশ্লিষ্ট অভিভাবক ও পড়ুয়ার যৌথ পরিচালনায় অ্যাকাউন্ট খোলার কথা বলা রয়েছে।

নির্দেশে বলা হয়েছে, ক্লাস ওয়ান থেকে এইচএস সেকেন্ড ইয়ার পর্যন্ত সর্বশ্রেণির পড়ুয়াদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছে অসম সরকার। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কয়েক দফায় বৈঠক সম্পন্ন করেছে রাজ্যের শিক্ষা দফতর। যে কোনও পরিস্থিতিতে আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রাজ্যের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে বলে নির্দেশিকায় বলা হয়েছে।

এ ব্যাপারে অসমের সমগ্র শিক্ষা অভাযানের মিশন ডিরেক্টর বি কল্যাণ চক্রবর্তী (আইএএস) রাজ্যের প্রত্যেক জেলাশাসক, সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা আধিকারিক, স্কুলসমূহের পরিদর্শক তথা স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে ১৪ সেপ্টেম্বর জরুরি নির্দেশ পাঠিয়েছেন। এছাড়া এই উদ্যোগ সফল করতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য স্টেট ব্যাঙ্কের গুয়াহাটি এজিএম, বরোদা ব্যাঙ্কের গুয়াহাটি রিজিওনাল ম্যানেজার, অসম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয় কর্তৃপক্ষ, এক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গুয়াহাটি সার্কলের প্রধান, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের গুয়াহাটি রিজিওনের ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের রিজিওনাল ম্যানেজার, এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের এরিয়া মানেজারদের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে একাধিক সভা সম্পন্ন করেছে অসম সমগ্র শিক্ষা অভিযান।

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার পাশাপাশি প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর অ্যাকাউন্ট নম্বর এসডিএমআইএস পদ্ধতিতে সংযোগ করা হবে। কোনও ছাত্রছাত্রীর পোস্ট অফিসে অ্যাকাউন্ট থাকলেও পুনরায় ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। কাজের অগ্রগতি জেলাভিত্তিক সাপ্তাহিক পর্যালোচনা করে পনেরো দিন পর পর অগ্রগতির খতিয়ান স্টেট মিশন কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে প্রত্যেক জেলা কর্তৃপক্ষকে।

কেননা, এখন থেকে ছাত্রছাত্রীদের যাবতীয় বৃত্তিমূলক আর্থিক অনুদানের টাকা সরাসরি সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রদান করার জন্য এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সরকার। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাজ্যের প্রত্যেক পড়ুয়ার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ড় সুমি বড়ঠাকুরকে কো-অর্ডিনেটর করে আট সদস্যবিশিষ্ট স্টেট লেভেল মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে।

একদিনে ৩১৯২ বেড়ে পশ্চিমবঙ্গে মোট করোনা আক্রান্ত ২১৮,৭৭২ জন

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা গত কয়েকদিন থেকে ঘোরা ফেরা করছে তিনহাজারের উপরেই। এদিকে সুস্থতাও রয়েছে দুই হাজার নয়শর ঘরে। ফলে এইভাবে পুনরায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ায় উদ্বিগ্ন রাজ্য প্রশাশন। গত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩১৯২ জন। গত এক দিনে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২৯৬০জন। এদিন সুস্থতার হার ৮৬.৮৬ শতাংশ। ২৪ ঘন্টায় মারা গেছেন ৫৯জন। রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৪, ৫০৯জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২লাখ ১৮হাজার ৭৭২জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ১লাখ ৯০হাজার ২১জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৪২৪২জনের। শুক্রবার রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী জানানো হয়েছে এমনটাই।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা ৪৯৩ টি নতুন কেস পাওয়া যাওয়ায় শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৯হাজার ৭০টি। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৬৩জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৪৩,২৬৫জন। এদিকে করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৫৫১জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪২৫৪জন। রাজ্যে গত ২৪ ঘণ্টার সংক্রমনের নিরিখে কলকাতা থেকেও এগিয়ে রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। ওই জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৫০২জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৫২৯জন। এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪৫হাজার ২২৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২৬লাখ ৯৯হাজার ২৯৯টি। এখন রাজ্যে ৭৭টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

মুখ ফসকে সত্যি কথাটা বেরিয়ে গেছে, অভিষেককে কটাক্ষ বাবুলের

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি স): করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহর। আর তারই মাঝে রাজ্য রাজনীতি তুঙ্গে। এবার তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক মন্তব্যকে নিয়ে সরব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়।" মুখ ফসকে সত্যি কথাটা বেরিয়ে গেছে অমানবিক মুখ্যমন্ত্রী " শুক্রবার টুইট করে অভিষেককে খোঁচা বাবুলের।

মহালয়ার দিনের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ভিডিও-বার্তার একটি বিশেষ অংশ টুইট করে বাবুল সুপ্রিয় লেখেন " মুখ ফসকে সত্যি কথাটা বেরিয়ে গেছে - অমানবিক মুখ্যমন্ত্রী ফেই উইথ টিয়ার অফ জয়। আমি একটুও আশ্চর্য নই যে এটা পোস্ট করা ভিডিওতে রয়ে গেছে।কারণ যারা এটা শুট করেছে তারাও অমানবিক মুখ্যমন্ত্রী দিদির অমানবিক তৃণমূলী দুষ্কর্মে এতটাই লিপ্ত যে ভুল করে বেরিয়ে যাওয়া এই সত্যটি ওরা ধরতেই পারেনি"।

আগামী ২১ সেপ্টেম্বর থেকে নির্দিষ্ট নিয়মে অসমে খুলবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

গুয়াহাটি, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অতিমারি করোনা সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে গত মার্চ মাস থেকে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ। ফলে ছাত্রছাত্রীদের কথা বিবেচনা করে আগামী ২১ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যের সব স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা দফতর। এ প্রসঙ্গে রাজ্য সরকার একটি নির্দেশিকাও জারি করেছে। নির্দেশিকায় ছাত্রছাত্রী এবং স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের কোভিড-১৯-এর সমস্ত নিয়মনীতি মেনে চলতে বলা হয়েছে। তবে যে সব ছাত্রছাত্রীদের কিডনির সমস্যা রয়েছে, টাইপ-টু ডায়বেটিস, হৃদযন্ত্রের অস্ত্রপচার হয়েছে, ক্যানসারে আক্রান্ত, সেই সব ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে গিয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে না, এ ক্ষেত্রে তাদের রেহাই দেওয়া হয়েছে।

আগামী ১৫ দিনের জন্য সরকারের বেঁধে দেওয়া নির্দেশিকা লাগু থাকবে। তার পর পরিস্থিত বিবেচনা করে নির্দেশিকায় যা যা সংস্কারের প্রয়োজন হবে সমস্ত করা হবে। নবম এবং দশম শ্রেণির জন্য সোম, বুধ এবং শুক্রবার পাঠদান হবে। দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির পাঠদান হবে মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনিবার। প্রত্যেকটি শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের আলাদা করে দুটো ভাগে ভাগ করে পাঠদান করা হবে। তবে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২০ জনের কম হলে তাদের বিভক্ত করা হবে না। প্রথম দলের ছাত্রছাত্রীদের সকাল ৯-টা থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত ক্লাস চলবে। দ্বিতীয় দলে চলবে বেলা ১-টা থেকে বিকেল ৪-টে অবধি। তবে স্কুলে ছাত্রছাত্রীদেরকে অভিভাবকদের কাছ থেকে আপত্তিবিহীন প্রমাণপত্র সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। স্কুলে পাঠদান প্রক্রিয়া ৫০ শতাংশ শিক্ষক শিক্ষিকাকে দিয়ে করতে হবে।

এছাড়া সকলের মুখে মাস্ক ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ঘন ঘন হাত স্যানিটাইজ অথবা সাবান দিয়ে ধুতে হবে। যেখানে সেখানে থুতু ফেলায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সম্ভব হলে 'আরোগ্য সেতু' অ্যাপ ডাউনলোড করে নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে নির্দেশিকায়।

কঠিন সময়ের সুযোগ নিয়ে খাস কলকাতায় অতিরিক্ত টাকা হাকাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি স):করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহর। এরই মাঝে ঝোপ বুঝে কোপ মারছে অ্যাম্বুলেন্স। খাস কলকাতায় কঠিন সময়ের সুযোগ নিয়ে অতিরিক্ত টাকা হাঁকানোর অভিযোগ শহরের একাধিক অ্যাম্বুলেন্স-এর বিরুদ্ধে।

বর্তমানের কঠিন পরিস্থিতিতে নানান সময় নানান ধরনের অমানবিকতার অভিযোগ উঠেছে। কখনও অ্যাম্বুলেন্স-এর বিরুদ্ধে উঠেছে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগ। আবার কখনও উঠছে রোগী ফেলে রাখার অভিযোগ তার জন্য। এই কঠিন পরিস্থিতিতে অ্যাম্বুলেন্স মালিকরা মুনাফা লাভের খেলায় মেতেছেন। করোনা রোগী তো ছেড়েই দিলাম সাধারণ রোগীকেও এমার্জেন্সী হাসপাতাল নিয়ে যেতে হলেও গলা কাটা দাম চাইছে অ্যাম্বুলেন্স। অন্যদিকে করোনা আক্রান্ত রোগীকে গড়িয়া থেকে আলিপুর যেতেও আকাশছোঁয়া ভাড়া চাইছে অ্যাম্বুলেন্স। বেসরকারী অ্যাম্বুলেন্সের ভাড়া কেউ হাঁকছে আড়াই হাজার, কেউ ৬ হাজার কেউ সাড়ে ছয় হাজার।অ্যাম্বুলেন্সের এরকম অমানবিক ব্যবহারে ক্ষুব্ধ শহরবাসী।

বিশ্বকর্মা পুজোর রাতে পাথারকান্দিতে দুষ্কৃতী হামলায় জড়িত তিন অভিযুক্ত ধৃত

পাথারকান্দি (অসম), ১৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানাধীন লক্ষ্মীপুরে গতকাল বিশ্বকর্মা পুজোর রাতে জনৈক গৃহস্থের ওপর হামলার অভিযোগে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের হেফাজত থেকে পাথারকান্দি পুলিশ বেশ কিছু ধারালো অস্ত্র, লোহার রড, লাঠিসোঁটা বাজেয়াপ্ত করেছে।

পাথারকান্দি থানা সূত্রে জানা গেছে, হামলার শিকার জনৈক ভানু দেবের দায়েরকৃত এফআইআরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে চন্দন মালাকার, হবিবুল বাহার খন্দকার এবং গৌতম দাস নামের তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। চন্দন এবং গৌতমের বাড়ি ঘটনাস্থল লক্ষ্মীপুরে এবং হবিবুলের বাড়ি পুরান চান্দপুর গ্রামে।

লক্ষ্মীপুরের বাসিন্দা ভুক্তভোগী ভানু দেব পাথারকান্দি থানায় যে এফআইআর দাখিল করেছেন তার উদ্ধৃতি দিয়ে সূত্রটি জানিয়েছে, গতকাল তাঁর বাড়িতে ছিল বিশ্বকর্মা পুজোর অনুষ্ঠান ছিল। সারা দিনের ব্যিস্ততার পর রাতে পরিবারের সবাই শুয়ে পড়েন। আচমকা পুজোর প্যা ন্ডালে হামলা চালায় দুষ্কৃতীর দল। এক সময় দুষ্কৃতীরা ভানু দেবকে ঘুম থেকে ডেকে ঘর থেকে বাইরে আসতে হুকুম দেয়। তিনি বাইরে আসার পর তাঁর ওপর হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। তাঁকে মারধর করে ঘরে ঢুকে পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গেও তারা অশালীন আচরণের পাশাপাশি অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। তারা ভানু দেবের ঘর থেকে বেশ কিছু সোনার গয়না, মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে তারা পালিয়ে যায়। ঘটনার সময় চিৎকার চেচামেচি করতে বারণ করে পুলিশে খবর দিলে পরিণাম ভয়ঙ্কর হবে বলেও তারা গৃহকর্তা ভানু দেবকে শাঁসিয়ে যায়। আজ সকালের দিকে গতরাতের ঘটনার বর্ণনা করে এর সঙ্গে জড়িতদের নামে থানায় এফআইআর দাখিল করেন ভানু দেব। ওই এফআইআরের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে অভিযানে নেমে তিন দুষ্কৃতীকে পুলিশ পাকড়াও করে। আজই তাদের করিমগঞ্জেক আদালতে পেশ করা হয়। আদালত তাদের তিনজনকেই জেল হাজতে পাঠিয়েছে।

শর্ত মেনে গুগল প্লে স্টোরে ফিরল পেটিএম

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.): শর্ত মেনে গুগল প্লে স্টোরে ফিরল পেটিএম। গুগলের গ্যাম্বলিং সংক্রান্ত নীতি ভঙ্গ করায় প্লে স্টোর থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্য বিতাড়িত হয়েছিল পেটিএম. এর জেরে ছড়ায় আতঙ্ক। যদিও পেটিএম জানায় তারা খুব শিগ্রই ফিরবে প্লে স্টোরে। নিজেদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে সন্ধ্যা সাতটার একটু পরেই পেটিএম টুইট করে জানায় যে আবার প্লে স্টোরে ফিরে এসেছে অ্যাপটি।

এদিন গুগল সকালবেলা একটি ব্লগে জানায় যে কোনও ভাবেই তারা জুয়াখেলা মেনে নেবে না প্ল্যাটফর্মে। এমনকী কোনও অ্যাপ যদি বাইরের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দেয় যেখানে গিয়ে খেলা যায় ও সেখান থেকে অর্থ উপার্জন করা যায়, সেটাও মেনে নেওয়া হবে না বলে জানায় গুগল।

অন্যদিকে পেটিএম জানায় তাদের 'পেটিএম ক্রিকেট লিগ' এ ক্যাশব্যাক দিচ্ছিল তারা। সেটা নিয়ে আপত্তির জেরেই গুগল আনলিস্ট করে দিয়েছে অ্যাপটিকে। ক্যাশব্যাক দেওয়া আইনি হলেও গুগলের শর্ত মেনে আপাতত সেই বিষয়টি অ্যাপ থেকে সরিয়ে নিয়েছে পেটিএম। এর কয়েক ঘণ্টা পরেই প্লে স্টোরে ফেরে পেটিএম।

পেটিএম-এর কর্ণধার বিজয় শেখর টুইটারে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রশ্ন করেন যে ভারত ঠিক করুক, ক্যাশব্যাক দেওয়া মানে কি জুয়া খেলা।

প্রসঙ্গত বিভিন্ন ফ্যান্টাসি গেমের থেকে অভিযোগ পেয়েই পেটিএমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিল গুগল। ক্যাশব্যাকের বিষয়টি সরিয়ে দিয়ে এখনকার জন্য প্লে স্টোরে ফিরল পেটিএম।

নিউটাউনে বন্ধ ঘর থেকে মোবাইল-ল্যাপটপ চুরির অভিযোগ

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি স): করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহর। এরই মাঝে ক্রমাগত বাড়ছে চোরদের চুরি করার প্রবণতা। এবার বন্ধ ঘর থেকে খোয়া গেল মোবাইল ল্যাপটপ। চুরির ঘটনায় শুক্রবার রাতে তোলা হলো আদালতে। অভিযোগ উঠেছে নিটাউনের রামকৃষ্ণ পল্লীর একটি বাড়ির জানলা ভেঙে চুরি যায় দুটি মোবাইল ফোন সহ বেশ কিছু মূল্যবান সামগ্রী। এরপরে ঘটনা তদন্তে নামে নিউটাউন থানার পুলিশ। বৃহস্পতির গভীর রাতে নিউটাউন থানার তরফে গোপন সূত্রে নিউটাউনের যাত্রাগাছি খালপাড় থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করে। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে চুরির কথা স্বীকার করে ধৃত। ধৃতের নাম সুব্রত মণ্ডল ওরফে খুচে। বাড়ি নিউটাউনের যাত্রাগাছি আর আর সাইটে। উদ্ধার হয়েছে ৪ টি মোবাইল ফোন এবং একটি ল্যাপটপ। আজ শুক্রবার ধৃতকে বারাসত আদালতে তোলা হয়।

ত্রির্ভুল করোনা শনাক্তের নয়া যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজের গবেষকরা

লন্ডন, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে এবার 'নির্ভুল' করোনা শনাক্তে এক নয়া যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজের গবেষকরা। ওই যন্ত্রের মাধ্যমে মাত্র ৯০ মিনিটেই জানা যাবে কেউ করোনা আক্রান্ত কিনা। ইতিমধ্যেই ব্রিটেনের জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা পরিচালিত আটটি হাসপাতালে ওই যন্ত্র ব্যবহার শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ওই যন্ত্রে যাদের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে, তাদের সবার রিপোর্টই নির্ভুল এসেছে বলে জানা গিয়েছে ইম্পেরিয়াল কলেজের গবেষকরা করোনা শনাক্তের জন্য যে নয়া যন্ত্র এনেছে, সেই যন্ত্র কার্যত মিনি ল্যাবরেটরির কাজ করবে। নাক কিংবা গলা থেকে লালারস সংগ্রহ করে ওই 'নাজবক্স' নামক ওই যন্ত্রের মধ্যে থাকা নীল রংয়ের একটা কার্টিজের মধ্যে রাখতে হবে। যন্ত্রই নমুনা বিশ্লেষণ করে ফলাফল জানিয়ে দেবে। তবে নমুনা পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত কার্টিজ একবারই ব্যবহার করা যাবে। 'নাজবক্স' যন্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে জড়িত ইম্পেরিয়াল কলেজের গবেষক গ্রাহাম কুক দাবি করেছেন, 'এই যন্ত্রে যাদের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল তেমন ৩৮৬ জনের নমুনা আলাদাভাবে ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। দুই জায়গার ফলাফল একই এসেছে।' তাঁর কথায়, 'অনেক জায়গাতেই পরীক্ষার গতি ও নির্ভুলতার মধ্যে পার্থক্য থাকে। নাজবক্সের ক্ষেত্রে তা ঘটবে না।'

ইটাহারে ব্যবসায়ীর গলার নলি কেটে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

রায়গঞ্জ, ১৮ সপ্টেম্বর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার থানার শিবরামপুর গ্রামে লুটপাটে বাধা দেওয়ায় এক ব্যবসায়ীর গলার নলি কেটে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর জখম ওই ব্যবসায়ীকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জখম ওই ব্যবসায়ীর নাম জ্যোতিষ দেবশর্মা (৫০)। অবিবাহিত ওই ব্যক্তি বাড়িতে একাই থাকতেন। পৈতৃক বাড়ি ইটাহার থানার গুসিয়াখণ্ড থেকে এক কিলোমিটার দূরে বাড়ি করেছেন ওই ব্যবসায়ী। টাকা লুট করার জন্য ওই ব্যবসায়ীকে গলার নলি কেটে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিশের। জানা গিয়েছে, প্রায় ১২ জনের দুষ্কৃতী দলটি লুটপাটের উদ্দেশ্যে জ্যোতিষবাবুর বাড়িতে জড়ো হয়েছিল। লুটপাটে বাধা দেওয়ায় জ্যোতিষবাবুর গলার নলি কেটে খুনের চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। সেই সময় তাঁর চিৎকারে আশপাশের লোকজন সেখানে জড়ো হয়ে এক দুষ্কৃতীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। তবে বাকিরা সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ওই দুষ্কৃতীকে ধরে গণপিটুনি দেন স্থানীয়রা। এরপর ইটাহার থানার পুলিশ গিয়ে ওই দুষ্কৃতীকে ধরে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কয়েদি রুমে ভর্তি করে। গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান ইটাহার থানার ওসি অভিজিৎ দত্ত। পুলিশ সুপার সুমিত কুমার বলেন, 'ইটাহারে একটি ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।' হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

শুক্রবার বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় মহিলা কলেজের ছাত্রীরা। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

ওজন কমাতে মাশরুম খান

মাশরুম একটি ভেষজ গুণ সম্পন্ন ও সামান্য ক্যালরিযুক্ত খাবার। এই খাবারটি কিন্তু অতিরিক্ত ওজন কমাতেও সাহায্য করে। এক গবেষণায় জানা গেছে, পোর্টোবোলো প্রজাতির মাশরুম খাদকের রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ও ওজন কমায়। স্কুল পালবিক হেলথের পুষ্টিবিদরা জানিয়েছেন, চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মাশরুম কার্যকরী ভু মিকা রাখতে পারে। চিনি বা শর্করা নিয়ন্ত্রণে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই যারা ওজন কমাতে চান তারা লাভবান হতে পারেন। পিটার জানিয়েছেন, আমদের শরীরের প্রত্যেকটি কোষে শর্করা প্রয়োজন। রক্তে শর্করা শরীরের কোষগুলি গ্রহণ করতে পারেননা। ফলে অতিরিক্ত শর্করা শরীরে মেদ হিসেবে জমা হয়। আর মাশরুম রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখে। গবেষণার মাধ্যমে জানানো হয়েছে, গবেষণার অংশ হিসেবে মিষ্টি পানীয়ের প্রতিক্রিয়ায় শর্করার মাত্রা কেমন থাকে তা দেখার জন্য ১৯ থেকে ২৯ বছর বয়সী আটজন পুরুষ ও ১০ জন মহিলা দুই সপ্তাহ ধরে ওরাল গ্লুকোজ টলারেন্স টেটস্ট পরীক্ষা করা হয়। এদের প্রত্যেককে সমান মিষ্টি তিন ধরনের পানীয় খাওয়ানো হয়। এই প ানীয়ের মাধ্যমে ছিল ৭৫ গ্লুকোজ ড্রিংক, ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ ড্রিংকের সঙ্গে .৫ গ্রাম পোর্টোবোলো পাউটার. ৯.৫ গ্রাম পোর্টোবোলো পাউডারের সঙ্গে সুগন্ধী জল।

পরীক্ষার ফল হিসেবে দেখা যায়, গ্লুকোজ ড্রিংকের সঙ্গে পোর্টোবোলো পাউডার খাওয়ার ফলে রক্তে ইনসুলিনের মাত্রা কমে গেছে। এ গবেষণার প্রতিবেদন জানানো হয়েছে, এই পরীক্ষায় এটা স্পষ্ট হয় যে মাশরুম রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গ্রাহকের ওজনে ভারসাম্য রাখে। তবে এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ফল পায় মহিলারা।

শিশুদের উচ্চ রক্তচাপকে অবহেলা না করে গুরুত্ব দিন

উচ্চ রক্তচাপ শুধু বয়স্কদের অসুখ নয়, শিশু-কিশোরদেরও হয়ে থাকে। তাই শিশুদের উচ্চ রক্তচাপকে অবহেলা না করে গুরুত্ব দেয়া উচিত। কারণ তা না হলে তার ফল হতে পারে মারাত্মক। শিশু ও উচ্চ রক্তচাপ? শিশু ও উচ্চ রক্তচাপ এ দুটো শব্দ যেন একসাথে মানায় না। উচ্চ রক্তচাপ যেন শুধু বয়স্কদের অসুখ--- এমনটা মনে করেন অনেকেই। তবে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বলেন গ্যোটিংসেন শহরের শিশু বিশেষজ্ঞ। তাদের কথায় শিশু কিশোরদের মধ্যে চার থেকে পাঁচ ভাগেরই উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে, তবে তা বেশিরবাগ ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে অনেক দেরিতে। গুরুত্ব দেয়া হয় এক গবেষণায়। শিশুদের উচ্চ রক্তচাপকে মোটেই গুরুত্ব দেয়া হয় না। যদিও এর ফলে শিশুদের হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক পর্যন্ত হতে পারে। অসুখের দিক দিয়ে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক — এই দুটোই সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। স্কুলের স্ট্রেট আগে শোনা যেত স্ট্রেস শুদু বড়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু আজকের দিনে সেটা আর ঠিক নয়। কারণ বাচ্চাদের স্কুল থেকেই শুরু হয়ে যায় প্রতিযোগিতার যুদ্ধ, যার পলে ওদেরও থাকেপ্রচন্ড মানসিক চাপ। আর উচ্চ রক্তচাপের প্রধান কারণই যে হলো মানসিক চাপ। খেলাধূলার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রয়োজন পড়াশুনা বা স্কুলেড অন্যান্য চাপের পাশাপাশি খেলাধূলা, গান ব াজনা বা কোনো হবি থাকা। যাতে শিশু, কিশোর কিশোরীরা তাদের রাগ, দুঃখ, কষ্ট ভুলে গিয়ে মাথাটাকে পুরোপুরি অন্যদিকে ঘোরাতে পারে। খাওয়া দাওয়া— শিশু কিশোররা খেতে পছন্দ করেন পিজা, তেলে ভাজা ফ্রেঞ্চফ্রাই বা এধরনের নানা খাবার। এসব খাবারে থাকে প্রচুর তেল এবং লবণ। তাছাড়া কফিন সহ এনার্জি ড্রিংক বা মিষ্টি পানীয়ও অল্প বয়সীদের বেজায় পছন্দ। উচ্চ রক্তচাপ সহজে বোঝা যায় না শিসু কিশোরদের ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ সেভাবে বোঝা যায় না। তবে অনেকের ক্ষেত্রে হঠাৎ করে নাক য়িে রক্ত পড়া, মাথাব্যথা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি হতে দেখা দেয়। নিজের সন্তানের এ ধরনের পরিবর্তন দেখলে মা বাবার সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। অতিরিক্ত ওজন— অনেক সময় বংশগত ধারাকে উপেক্ষা করার উপায় থাকে না--- তা উচ্চ রক্তচাপই হোক বা অতিরিক্ত ওজনের সমস্যাই হোক। তাই যাদের মা বাবার অতিরিক্ত ওজন এবং উচ্চ রক্তচাপে রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ছোটবেলা থেকে খাদ্যাভ্যাসের দিকে নজর রাখা ও ব্যায়াম করা প্রয়োজন। ধমনির কাঠিন্য কার্ডিওলজিস্টরা বলেন, উচ্চ রক্তচাপের চেয়েও ধমনির কাঠিন্য বা সমস্যা থেকে হৃদরোগ হতে পারে। এক্ষেত্রে ধমনি আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসে। তাছালা উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় ধূমপান, ডায়াবেটিস সহ অন্যান্য অসুখও।

কিডনি নষ্ট হয়ে যাবার ভয় —উচ্চ রক্তচাপের ফলে অনেকের কিডনি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ রকমটা হলে সারা জীবনের জন্য ডায়ালিসিসের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। অথবা নিতে হয় কিডনি প্রতিস্থাপনের মতো ঝুঁকিও। ওষুধ প্রতিনিয়ত নানা ধরনের ওষুধ সেবনও উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে হাইপার অ্যাকটিভ, অর্থাৎ অত্যন্ত চঞ্চঞ্ছল বা অশান্ত ছটফটে বাচ্চাদের কথা। বহুক্ষেত্রে তাদের যে সমস্ত ওষুধ দেয়া হতে থাকে, তা উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ায়। রক্তচাপ মাপা প্রয়োজন যেসব বাচ্চার কিডনি, ইউরিনারি নালী এবং আয়োডিনের সমস্যা রয়েছে অথবা যারা হার্টে খুঁত নিয়ে জন্মেছে, তাদের ক্ষেত্রে নিয়মিত রক্ত চাপ মাপা প্রয়োজন। এই পরামর্শ দিয়েছেন জার্মানির বিশেষজ্ঞ। কিছু নিয়ম— নিয়মিত শরীরচর্চা অনেক রোগ ব্যাধিকে দূরে রাখে। তাই শৈশবেই শরীর চর্চা ও সুষম খাওয়া দাওয়ার প্রয়োজন। বিশেষ করে যথেষ্ট কলা, বিভিন্ন বাদাম, আলু ইত্যাদি। অন্যদিকে, লবণ জাতীয় খাবারকে না বলা দরকার। স্ট্রেস এড়িয়ে যোগ ব্যায়াম ও বিনোদনমূলক কোনো ব্যায়াম করাও যেতে পারে। তার সঙ্গে অবশ্যই নিজেকে ধূমপান এবং ধূমপায়ীদের কাছ থেকে দূরে রাখতে হবে।

মূত্রনালির কিছু সমস্যা ও সমাধান

শরীর থেকে বর্জ্য নিঃসরণ কিডনি ও মূত্রতন্ত্রের মূল কাজ। শরীরে জল ও লবণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণেও কিডনি মূত্রতন্ত্র রাখে বিশেষ অবদান। বর্জ্য নিঃসরণ মূত্রতন্ত্রের অপর্যাপ্ত ক্ষমতা বা অক্ষমতায় এসব বর্জ্য শরীরে জমা হয়ে আমাদের শরীরের সুস্থ আবহকে বিঘ্নিত করে।

স্বাভাবিক প্রস্রাবের অভ্যাস কেমন?

--- একজন মানুষ ২৪ ঘন্টায় সাধারণত ২ দশমিক ৫ থেকে তিন লিটার জল বা জল পান করে থাকে। কিডনির কাজ করার ক্ষমতা স্বাভাবিক থাকলে, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার খুব বড় তারতম্য না হলে প্রতি ২৪ ঘন্টায় এক হাজার ৫০০ সিসি প্রস্রাব ডিনি তৈরি করে থাকে। আমাদের শরীর থেকে কিছু জল ঘাম আকারে, কিছু জল শ্বাস প্রশ্বাসের স ঙ্গে কিছু জল মলের সঙ্গে বের হয়ে যায়। যেহেতু আমাদের প্রস্রাবের থলির স্বাভাবিক ধারণক্ষমতা ৩০০ সিসি বা তাই স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষ ২৪ ঘন্টায় পাঁচবার প্রস্রাব করে থাকে। সাধারণত দিনে চারবার বা রাতে একবার।কিছু জল শ্বাস প্রশ্বাসের স ঙ্গে কিছু জল মলের সঙ্গে বের হয়ে যায়। যেহেতু আমাদের প্রস্রাবের থলির স্বাভাবিক ধারণক্ষমতা ৩০০ সিসি বা তাই স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষ ২৪ ঘন্টায় পাঁচবার প্রস্রাব করে থাকে। সাধারণত দিনে চারবার বা রাতে একবার। তবে নানাবিধ স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক কারণে বারবার প্রস্রাবের প্রবণতা দেখা দিতে পারে, আবার কমেও যেতে পারে। যদি আমরা অতিরিক্ত জল বা তরলজাতীয় খাবার খাই, তবে প্রস্রাবের পরিমাণ বেশি হুয়, বারবার প্রস্রাব হয়।

বারবার প্রস্রাব হয় ডায়াবেটিসেও। অন্যদিকে পুরুষের ক্ষেত্রে বয়োবৃদ্ধির দ্বসঙ্গে ব য়সজনিত স্বাভাবিক পরিবর্তন হিসেবেই বৃদ্ধি ঘটে প্রোস্টেট গ্রন্থির। প্রোস্টেট গ্রন্থি প্রস্রাব প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে প্রস্রাবের থলি সব সময় সম্পূর্ণ খালি হয় না। আর বৃদ্ধি পাওয়া প্রোস্টেট সৃষ্টি করে প্রস্রাবের থলির মুখে এক ধরনের অস্বস্তি। বয়োবৃদ্ধির কারণে নারী প ুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রস্রাবের থলিরই ধারণক্ষমতা কমে যায়। বারবার প্রস্রাব করার প্রবণতা বেড়ে যায়। প্রস্বাব করা বা না করার এই নিয়ন্ত্রণ কি সব সময় রক্ষা করা সম্ভব? না। তবে অবশ্যই তা স্বাভাবিক নয়। নানা ধরনের স্নায়ুবিক অসুস্থতা, প্রস্রাবের থলির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে যেসব স্নায়ু তার বৈকল্য বা সমন্বয়হীনতা, প্রস্রাব প্রদাহে, হরমোনের বারসাম্যহীনতা বৃদ্ধি ও প্রস্রাবের থলির নানাবিধ অসুস্থতায় এ নিয়ন্ত্রণ সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বিঘ্নিত হতে পারে। ব্যক্তি যখন এ নিয়ন্ত্রণ হারায়, তখন সে আর পারে না নিজ ইচ্ছানুসারে প্রস্রাব করতে। কখনো কখনো কারো কারো ক্ষেত্রে ঘ টে অনভিপ্রেত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের অজান্তে প্রস্বা ঝরে যাওয়ার মতো বিব্রতর ঘটনা, যা কেবল অসুস্থতাই নয়, সামাজিকভাবে বিব্রতকরও বটে। তবে এসবই নিয়ন্ত্রণযোগ্য ও নিরাময়যোগ্য।

প্রয়োজন শুধু সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।প্রয়োজন শুধু সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

স্বাভাবিক প্রস্রাব কেমন?

স্বাভাবিক প্রস্রাব পরিষ্কার, রংহীন বা হলুদভাব। প্রস্রাব পরিত্যাগের প্রক্রিয়া বাধাহীন, ব্যথাশূন্য সম্পূর্ণই স্বস্তিকর। প্রক্রিয়াটি শুরু করা যায় নিজ ইচ্ছায়, প্রয়োজন হয় না কোনো চাপ দেওয়ার। গতি থাকে একটানা, শেষ হয় ২০ সেকেন্ডে। প্রক্রিয়াটি শেষ করে অনুভব করা যায় এক স্বাভাবিক পরিতৃপ্ত। যদি প্রস্রাব হয় ঘোলা, অতিরিক্ত ফেনাযুক্ত বা অস্বাভার্িবিক দুর্গন্ধযুক্ত। প্রক্রিয়াটি যদি হয় ব্যথা, জ্বালা, যন্ত্রণাপূর্ব তাহলে এটি স্বাভাবিক নয়। এমনটা হতে পারে প্রস্রাবের প্রদাহ সহ নানাবিধ অসুস্থতায়। এক্ষেত্রে প্রয়োজন সঠিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ. প্রস্রাবের রং যদি লাল হয় বা থাকে, তাতে রক্তের অস্তিত্বেরবিষয়টি গুরুত্ব স হকারে বিবেচনায় নেয়া জরুরি। ব্যথাশূন্য প্রস্রাব পরিত্যাগ প্রক্রিয়ায় যদি প্রস্রাবে রক্ত থাকে, তবে তা নিতে হবে অতীব জরুরি ও ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্যসমস্যা হিসেবে। সামান্য কালক্ষেপণও এক্ষেত্রে হতে পারে অসামান্য ক্ষতির কারণ. অথচ সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ, রোগনির্ণয় ও উপযুক্ত চিকিৎসায় এ ধরনের জীবনঘাতী অসুস্থতা নিয়ন্ত্রণ নয়, শুধু অনেক ক্ষেত্রেই নিরাময় সম্ভব।

পরিষ্কার ও ঝলমলে চোখ পেতে যা করবেন

আমাদের দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল চোখ। তাই চোখের প্রতি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। চোখ আছে বলেই আমরা সুন্দর এই পৃথিবী দেখতে পাই। তাছাড়া দেহের সুস্থতার জন্য চোখেরসুস্থতারও প্রয়োজন আছে. আপনি হয়ত খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন যে চোখে কোনো সমস্যা হলে আমরা খুব দুশ্চিন্তায় ভুগি। চোখে জ্বালা পোড়া, হলে, চুলকালে, এলার্জি হলে বেশ কিছু সময়ের জন্যভয় হয় মনে। ে চোখে বিভিন্ন সময় সমস্যা খো য়োর কারণগুলো হল অসুখ বা অন্য দৈহিক সমস্যা ক্লান্তি, কম ঘুম হওয়া, দীর্ঘ সময় কাজ করা, দীর্ঘক্ষণ ধরে টিভি ল্যাপটপ কম্পিউটার হল দেখা, দেহে পুষ্টির অভাব, জলশূন্যতা, অত্যধিক মদ্যপান, ধূমপান করা এবং দুর্বল লিভার পরিষ্কার ও পরিষ্কার ঝলমলে চোখ ও দৃষ্টি পেতে নিজের লাইফস্টাইল কিছু পরিবর্তন আনুন এবং ঘরেই নিজের চোখের যত্ন নিন। চোখ ম্যাসেজ --- চোখের ম্যাসেজ সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার অন্যতম উপায় হল চোখ ম্যাসাজা করা। ম্যাসাজের মাধ্যমে চোখে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পা?. হাতে সামান্য অলিভ অয়েল ও নারকেল তেল নিয়ে নিন। তারপর হাতের আঙুলের সাহায্যে চোখের চারপাশে ধীরে ধীরে ম্যাসোজ করুন। প্রতিদিন এক বার চোখে এভাবে ম্যাসেজ করুন।

গোলাপ জল — ক্লান্ত চোখকে মুহূর্তে সচল করে তুলতে গোলাপ জল খুবই ুপকরক্ষারী। গোলাপ জবল চোখ ঠান্ডা রাখে, চোখের চারপাশের কালো দাগ রোধ করে এবং চোখের ফোলা বাব কমই দেয়। টুকরো কটন বল গোলাপ জলে ভিজিয়ে নিন। শুয়ে পরুন এবং গোলাপ জলে ভজানো তুলোর টুকরো চোক বন্ধ করে ওপরে য়িে রাখুন। ১০ মিনিট রেখে চোখ ধুয়ে ফেলুন। যখনই চোখ ক্লান্ত লাগবে তখন এই সহজ কাজটি করতে পারেন।

শসা— ক্লান্ত ও অনুজ্জ্বল চোখের জন্য শশা খুব ভালো। শসার পানীয় উপাদান ক্লান্ত চোখের উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে দিতে সহায়তা করে থাকে, চোখের ডার্ক সার্কেল সমস্যা রোধ ককরে এবং চোখের নিচেরে ফালাভাব কমিয়ে দেয়। শশা স্লাইস করে কেটে নিন, তারপর ১০-১৫ মিনিট প্রিজে রেখে দিন। শুয়ে পরুন, ঠান্ডা শসা চোখের ওপরে দিয়ে রাখুন ১০ মিনিট। তারপর জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলুন। চোখের প্রয়োজন মাঝে মাঝেই এই কাজটি করতে পারেন। আপনি চাইলেই একই উপায়ে আলু দিয়ে চোখের যত্ন নিতে পারেন।

মুখে ও নাকের ব্ল্যাকহেড দূর করুন ২০ মিনিটে

ব্ল্যাকহেড বিষয়টির সাথে আমরা সবাই পরিচিত। বিশেষ করে নাকের পাশের অংশে এটি বেশি হয়ে থাকে এবং জায়গাটিকে বেশ কালচে করে তুলে। মূলত বিভিন্ন ধরনের ময়লা, তেল আর মেদ থেকে ক্ষরিত র সের সমন্বয়ে এক ধরনের কালো দাগ গড়ে তোলে নাকের পাশে, ঠোঁটের নিচে, থুতনিতে এবং কপালে। আর এটি শক্ত হয়ে ত্বকের ছিদ্রপথ বন্ধ করে ফেলে। এগুলোই ব্ল্যাকহেড নামে বিশেষ পরিচিত। প্রতিদিনের মুখ ধোয়া সত্ত্বেও এগুলো মুখে উঠে থাকে। এই ব্ল্যাকহেড থেকে ত্বককে বাচাতে যে পদ্ধতিগুলো আপনি বাড়ি বসেই সেরে নিতে পারেন। ব্ল্যাকহেড --- প্রথমত আপনার ত্বকের বিভিন্ন মরা চামড়া যেগুলো ত্বকের ছিদ্রপথ বন্ধ করেফেলে নির্মূল করুন। এর জন্য ভালা কেটি ডিপ ফেস ক্লিনার ব্যবহার করুন।

এরপরে পরিষ্কার করা মুখে গরম জলে ভাব দিয়ে ১০ মিনিট স্টিম করেন। এতে ত্বকের ব্ল্যাকহেডগুলো নরম হয়ে যাবে। ফলে এগুলো নির্মূল করা বেশ সহজ হয়ে যাবে। এক কাপ জলে ৪ টেবিল চামচ বেকিং সোডা পেস্ট করে মুখে লাগান। পেস্টটি মুখে ১০ মিনিট র াখার পরে হালকাভাবে ধুয়ে নিন। বেকিং সোডা ত্বকের থাকা বিভিন্ন ময়লা এবং ব্যাকটেরিয়া দূর করে ফেলে। তবে মুখটি ধোয়ার জন্য হালকা কসুম গরম জলে ব্যবহার করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। এভাবে মাত্র ২০ মিনিটের ব্যবধানে দূর করে ফেলতে পারেন মুখের যত সব নোংরা ব্ল্যাকহেডস।

নতুন মায়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবশ্য করণীয় ৫টি কাজ

মা হওয়া মহিলাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার। প্রতিটি মহিলাই এই স্বপ্ন দেখে থাকেন। তাই গর্ভধারণের ব্যাপারটি তাদের কাছে অনেক বেশিমূল্যবান একটি সময়। গর্ভধারণের সময়টা শুধুমাত্র মহিলাদের জন্যই নয় তার আশপাশের সকলের জন্য আসলেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময়। সঠিক পুষ্টি ও সঠিক নিয়মে কাজ কর্ম হচ্ছে কিনা তা সকলের জানা এবং সব সময় খেয়ালা রাখার দায় দায়িত্ব সকলের। কিন্তু সন্তান জন্মের পরের সময় অনেকেই প্রসূতি মাকে অবহেলা করতে দেকা যায়। নতুন মা হয়ে মহিলারাও সন্তানের খেয়াল রাখতে গিয়ে লক্ষ্য রাখতে পারেন না নিজের প্রতি। কিন্তু এই সময়টাই মহিলাদের স্বাস্থ্যের জন্য বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। এই সময়েও স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে সকলের রাখতে হবে বাড়তি একুট খেয়াল। যত্ন নিতে হবে নতুন মায়ের নিজেরও। এতে করে মা ও শিশু দুজনেই সুস্থ থাকবেন। পুষ্টিকর খাবার খাওয়া ছেড়ে দেবেন না। গর্ভকালীন সময়ে মাকে যেবাবে যে ধরনের পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার পরামর্শ ডাক্তাররা দিয়ে থাকেন ঠিক তেমনই গর্ভকালীন পরবর্তী সময়ে একই পুষ্টিকর খাবার খাওয়া পরামর্শ দেন তারা। কারণ বাচচাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য একজন মাকে বাড়তি ২০০ থেকে ২২০ ক্যালরি খাবার খেতে হয়। তাই প্রোটিন, ভিটামিন, ফাইবার জাতীয় খাবার অবশ্যই এই প্তসময় খাবেন। ফলমূল ও শাকসবজি খাওয়ার পরিমাণ বালান। গর্ভকালীন পরবর্তী সময়ে খাদ্য তালিকায় অবশ্যই ফলমূল এবং শাকসবজির পরিমাণ বাড়িয়ে দেবেন। কারণ বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে মায়ের দেহ রাখে সুস্থ, এতে শিশুও সুস্থ থাকে। দেহের ওপর চাপ দিয়ে কাজ করবে না--- মহিলাদের সংসারের অনেক ধরনের কাজ রতে হয়। গর্ভকালীন পরবর্তী সময়ে অনেকেই নিজের আগেররুটিনে ফিরে যেতে শরীরে ওপর চাপ ফেলেও কাজ করে থাকেন যা একেবারেই উচিত নয়। কাজ করুন, তবে বুঝে শুনে। মনে রাখবে মায়ের অসুস্থতার প্রভাব বাচ্চার ওপর পরে। ঘন্টা তিনেক ধরে রান্না করারকাজ না করে সহজ ধরনের রান্না করুন, ঘরের কাজের জন্য মায়েদের ওজন বেড়ে যায়। অনেক স্বাস্থ্য সচেতন মায়েরা চেষ্টা করেন সে ওজনটুকু কমিয়ে আগের মতো হয়ে যেতে চান। কিন্তু কাজটি বেশ সাবধানে করতে হবে। একবারে করতে পারবেন না, এতে শরীরের ওপর খারাপ প্রভাব পড়বে। ডায়টিং করতে যাবেন না, খাদ্যতালিকায় সুষম খাবার রাখুন, হালকা পাতলা ব্যায়াম করে নিন। জল ও জল জাতীয় খাবারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিন— প্রতিবার বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানার পরে এক গ্লাস জল অবশ্যই পান করে নেবেন। দিনে অন্তত ৮ গ্লাস জল পান করবেন। সে সাথে ফলের রস, ডাবের জল, গ্লুকোজ ইত্যাদি ধরনের জল জাতীয়খাবার রাখবেন। এতে ডিহাইড্রেসনের সমস্যায় পড়বেন না।

স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশান বাঙালি মহিলা সমাজ নেতৃবৃন্দরা। শুক্রবার। ছবি ঃ নিজস্ব

কোভিড-১৯ : এবারের দুর্গোৎসব ঘরোয়া পরিবেশে পালন করতে রাজ্য সরকার জারি করেছে বেশ কিছু বিধিনিষেধ

করিমগঞ্জ (অসম), ১৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কোভিড-১৯ অতিমারির দরুন এবারের দুর্গোৎসব ঘরোয়া পরিবেশেই পালন করতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন বিধি নিষেধ আরোপ করেছে। শারদীয় উৎসবের মেলামেশায় যাতে করোনার সংক্রমণ বিস্তার লাভ না করতে পারে, সেজন্য রাজ্যস সরকারের তরফ থেকে সতর্কতামূলক ব্যনবস্থা হিসেবে এক নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। রাজ্যে র মুখ্য সচিব গত ১৬ সেপ্টেম্বর এএসডিএমএ ২৪ / ২০২০/ পার্ট-১/১/১১৯ নম্বরের চিঠিতে এ সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করেছেন। এর প্রতিলিপি জেলাশাসক, ডিডিসি সহ অন্যান্যের আধিকারিকদের কাছেও পাঠানো হয়েছে। এতে দুর্গোৎসব পালনের স্পষ্ট নীতি নির্দেশনা রয়েছে।

অসমে বর্তমানে করোনা সংহারি রূপ নিয়েছে। দেড় লক্ষাধিক মানুষ আক্রান্ত। মৃতের সংখ্যা ৫০০-এর কাছাকাছি। এমন পরিস্থিতিতে বেপরোয়াভাবে সবাই দুর্গোৎসবে মেতে উঠলে অবস্থা আরও ভয়ানক হতে পারে। করোনার ভয়াবহতা নজরে রেখে এবারের বহাগ বিহু এবং দুটি ঈদের অনুষ্ঠানও খুব সংক্ষেপে সাড়া হয়েছে। বতর্মানে করোনা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। যার দরুন মুখ্যিসচিব আসন্ন দুর্গা পুজোর জন্যেকিছু নির্দিষ্ট নির্দেশ জারি করেছেন।

ওই নির্দেশিকার মূল উদ্দেশ্য হল করোনার সংক্রমণ ঠেকানো। মুখ্য সচিব পরিষ্কার জানিয়েছেন, পুজো প্যা ন্ডালের ধারে কাছে কোনও ধরনের মেলা, সমাবেশ বা ভিড় করতে দেওয়া যাবে না। রাস্তার পাশে প্যামন্ডাল তৈরি করা চলবে না। একটি পুজো প্যান্ডালে আয়োজক ও পুরোহিত সহ মোট ৩০ জন মানুষ থাকতে পারবেন। অবশ্য ই কোভিড প্রটোকল মেনে চলতে হবে সকলকে।

২০ জনের অধিক দর্শনার্থীকে জমায়েত করতে দেওয়া যাবে না। শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার পাশাপাশি মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রতিটি প্যা ন্ডালে হ্যা ন্ড স্যা নিটাইজারের ব্য বস্থা রাখতে হবে। মাস্ক বা ফেস কভার ছাড়া কাউকেই প্যাযন্ডালে ঢুকতে দেওয়া হবে না। এছাড়া প্রত্যেক দর্শনার্থীকে থার্মাল স্ক্যা নিং করার পাশাপাশি কারও জ্বর বা অন্য উপসর্গ থাকলে প্যা ন্ডালে প্রবেশ করতে না দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। উপসর্গ আছে এমন বক্তিবর্গকে এলাকার স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিমা নিরঞ্জনের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মিছিল করে বিসর্জন ঘাটে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া যাবে না। প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য মাত্র পাঁচজন সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পুজোর তিন দিন, বিশেষ করে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে অতিরিক্ত ভিড় যাতে না হয় সেজন্য ব্যহবস্থা নেবে জেলা প্রশাসন।

কাছাড় ও নগাঁও কাগজকল চালুর দাবিতে শিলচর-করিমগঞ্জে বিক্ষোভ কর্মসূচি এসইউসিআই (সি)-র

শিলচর (অসম), ১৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমের কাছাড় কাগজকল এবং নগাঁও কগজকল পুনরায় চালুর দাবিতে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর অসম রাজ্য কমিটির ডাকে প্রত্যেক জেলায় আজ শুক্রবার বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচির অংশ হিসেবে শিলচর ও করিমগঞ্জ জেলা কমিটির উদ্যোগে শিলচরে ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে এবং করিমগঞ্জে এলআইসি অফিসের সামনে পৃথক পৃথক বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত হয়।

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর অসম রাজ্য কমিটির আহ্বানে আজ কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, গুয়াহাটি, দরং, ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, লখিমপুর, শোণিতপুর, নলবাড়ি, যোরহাট, ডিব্রুগড়, দক্ষিণ শালমারা, মানকাচড় জেলা সহ বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছ। দলের নেতা কর্মীরা জড়ো হয়ে কোভিড বিধি মেনে মুহুর্মুহু স্লোগানের মাধ্যমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত আন্দোলনকারীদের দাবি, অবিলম্বে পাঁচগ্রাম ও জাগিরোডে অবস্থিত দুটি কগজকল পুনরায় চালু করা, কাগজকলের শ্রমিকদের ৪৫ মাসের বকেয়া অতি শিগগির প্রদান করা, কাগজকলের মৃত্যুবরণকারী শ্রমিকদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া, রাষ্ট্রায়ত্ত দুটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে পুঁজিপতির হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত বন্ধ করা, কাগজকল দুটোকে দেউলিয়া ঘোষণা করার আগে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রভৃতি।

করিমগঞ্জের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য পেশ করেন জেলা কমিটির সম্পাদক অরুণাংশু ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, কাগজকলের মতো দুটো রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ে সরকার যথেষ্ট টালবাহানা করছে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর কগজকল দুটি দেউলিয়া ঘোষণা করার জন্য "ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল"-এর অন্তিম শুনানি ছিল। কিন্ত জনগণের প্রবল চাপে তা ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতি উৎকৃষ্ট মানের কাগজ উৎপাদনে সক্ষম এই দুই শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরকার ব্যক্তিগত খণ্ডে তুলে দিতে চাইছে, অর্থাৎ পুঁজিপতির কাছে বিক্রি করে দিতে চাইছে। কাগজকলের হাজার হাজার মানুষের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে না। শুধু পুঁজিপতিদেরই লাভ দেখছে সরকার। দুটি কাগজকলের শ্রমিক কর্মচারীরা ৪৫ মাসের বকেয়া না পাওয়ায় ইতিমধ্যে ৭১ জনের মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকজন আত্মহত্যাও করেছেন। যে সব শ্রমিক কর্মচারী এখনও বেঁচে আছেন তাঁদের অবস্থা প্রায় পথের ভিখারিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। অরুণাংশু ভট্টাচার্য বলেন, অসম সরকার শিল্পায়ন, বেকার সমস্যার সমাধান ও বন্ধ কাগজকল পুনরায় চালু করার যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা জনগণের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাই এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) কাগজকল দুটোর লিকুইডেশন বন্ধ করে উভয় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অবিলম্বে চালু করতে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারকে প্রস্তাব গ্রহণের দাবি জানানোর পাশাপাশি কাগজকলগুলো অবিলম্বে চালু করার স্বার্থে দলমত নির্বিশেষে তীব্র গণ-আন্দোলন গড়ে তুলে উভয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানাচ্ছে।

করিমগঞ্জের বিক্ষোভ প্রদর্শনে ছিলেন করিমগঞ্জ জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য পরিমল চক্রবর্তী, বিষ্ণুপদ দত্ত পুরকায়স্ত, পিকলু দাস, নন্দন কুমার নাথ সহ অন্যান্যরা। এদিকে একই দাবিতে শিলচরে সংগঠিত বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ছিলেন হিল্লোল ভট্টাচার্য, বিজিৎ কুমার সিংহ প্রমুখ।

মাথাভাঙ্গায় ১০ ফুট লম্বা অজগর উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রায় ১০ ফুট লম্বা অজগর উদ্ধার হল কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা ২ ব্লকের সুতারপাড়া এলাকায়। শুক্রবার মাথাভাঙ্গা রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে অজগরটিকে উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে পুনরায় পাতলাখাওয়া জঙ্গলে ছেড়ে দেন। স্থানীয় ও বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, মাথাভাঙ্গা ২ ব্লকের সুতারপাড়া এলাকার অজয় সরকার হাঁসের চাষ করেন। এদিন হাঁসগুলোকে নিজের পুকুরে ছাড়তে যান। গিয়ে দেখেন পুকুরের চারপাশে দেওয়া জালে আটকে রয়েছে একটি অজগর। স্থানীয়রা জানান, প্রায় ১০ ফুট লম্বা অজগরটি পুকুর পাড়ের জালে আটকে গিয়েছিল। এরপর তাঁরাই খবর দেন বন দফতরে। মাথাভাঙ্গা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সজল পাল জানান, অজগরটিকে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পুনরায় পাতলাখাওয়ার গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় রেলকে নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নতুন ভারতের আকাঙ্ক্ষা এবং আত্মনির্ভর ভারতের প্রত্যাশা অনুযায়ী ভারতীয় রেলকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আধুনিকীকরণ এবং স্বনির্ভরতার প্রতীক হল বন্দেভারত-ভারতে তৈরি ট্রেন এখন রেল নেটওয়ার্কের অংশ হয়ে উঠছে। শুক্রবার একটি অনুষ্ঠানে এমনই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কোসি রেল সেতু জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়াও বিহারে নতুন রেললাইন এবং বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। কোসি নদীর উপরে নির্মিত ১.৯ কিলোমিটার লম্বা কোসি মেগা রেল সেতু তৈরি করতে খরচ হয়েছে ৫১৬ কোটি টাকা। এই সেতু বিহারকে রাজ্যের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করবে। ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ৮৬ বছর পর এই সেতু মিথিলা এবং কোসি অঞ্চলকে সংযুক্ত করবে।..নির্মালী ও সরাইগড়ের দূরত্ব ২৯৮ কিলোমিটার থেকে কমে হল ২২ কিলোমিটার।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন বলেন, ৩০০০ কোটি টাকার এই সমস্ত প্রকল্প শুধুমাত্র বিহারের রেল নেটওয়ার্ককে মজবুত করবে না, পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব ভারতের রেল যোগাযোগ ব্যাবস্থাকেও শক্তিশালী করবে। আমি সকলকে অভিনন্দন জানাতে চাই। প্রধানমন্ত্রী কথায়, বিগত ৬ বছরে, নতুন ভারতের আকাঙ্ক্ষা এবং আত্মনির্ভর ভারতের প্রত্যাশা অনুযায়ী ভারতীয় রেলকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আধুনিকীকরণ এবং স্বনির্ভরতার প্রতীক বন্দে ভারত-ভারতের তৈরি ট্রেন রেল নেটওয়ার্কের অংশ হয়ে উঠছে।

কৃষি বিল নিয়ে এই মুহূর্তে উত্তাল দেশ। এই কৃষি বল সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, নূন্যতম সহায়ক মূল্যের মাধ্যমে কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আমাদের সরকার। আগের মতোই ক্রয় চালিয়ে যাবে সরকার। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, কয়েক দশক ধরে যাঁরা দেশ শাসন করেছে তাঁরাই কৃষকদের বিভ্রান্ত করছে। কৃষকদের মিথ্যা কথা বলছে তাঁরা।... কৃষকদের এই নতুন প্রাপ্তি অনেকেই অপছন্দ করছেন, কৃষকরা তাঁদের দেখছেন।

মিমিকে কটুক্তি ট্যাক্সিচালকের, আদালতে গোপন জবাববন্দি অভিনেত্রীর

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি স): কিছুদিন আগেই খাস কলকাতায় তারকা সাংসদ মিমি চক্রবর্তীকে কটূক্তির অভিযোগ ওঠে এক ট্যাক্সিচালকের বিরুদ্ধে। এরপর হেনস্থাকারি ট্যাক্সিচালককে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয় আদালত। শুক্রবার আলিপুর আদালতে গিয়ে গোপন জবানবন্দি দেন মিমি চক্রবর্তী।

ঘটনার সূত্রপাত গত সোমবার বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে নিজের গাড়িতেই ছিলেন তারকা সাংসদ মিমি চক্রবর্তী। কিন্তু তার গাড়ির কাঁচ নামানো ছিল। সেই সময় উল্টো দিকে থাকা একটি ট্যাক্সি চালক থেকে তাঁকে কটূক্তি করে বলে অভিযোগ। এমনকি অশ্লীল ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ তারকা সাংসদের। এমনকি মিমি চক্রবর্তীকে কটূক্তি করেন ওই ট্যাক্সি চালক অভিযোগ অভিনেত্রীর। এরপর পুরো বিষয়টি পুলিশকে জানান সাংসদ। এমনকি লিখিতভাবে অভিযোগও দায়ের করেন তিনি। এরপরেই ওই অভিযুক্ত ট্যাক্সি চালককে গ্রেফতার করেছে গড়িয়াহাট থানার পুলিশ। আটক করা হয় অভিযুক্ত ট্যাক্সিচালকের ট্যাক্সিটিও। মঙ্গলবার অভিযুক্ত ট্যাক্সিচালককে আদালতে পেশ করা হয়। ওই ট্যাক্সিচালককে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয় আদালত। ঘটনার জেরে সংবিধানের ৩৫৪, ৩৫৪এ, ৩৫৪ডি এবং ৫০৯ ধারায় অভিযোগ দায়ের হয় ওই ট্যাক্সি চালকের বিরুদ্ধে।

এইসবের মাঝেই শুক্রবার আলিপুর আদালতে গিয়ে গোপন জবানবন্দি দেন তারকা সাংসদ মিমি চক্রবর্তী। এদিন বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গোপন জবানবন্দি দিয়ে তারকা সাংসদ সাফ জানান, "আমার কলকাতা প্রশাসন কিংবা রাজ্যের বদনাম হোক চাই না। আজ দোষী ছাড়া পেয়ে গেলে আমার শহর আর নিরাপদ থাকবে না। ভবিষ্যতে এরকম আরও অপ্রীতিকর পরিস্থিকির সম্মুখীন হতে পারেন মহিলারা। তাই আজ নিজে এসে জবানবন্দি করে গেলাম"।

১০ আগস্টের পর সর্বোচ্চ ! চিনে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত ৩২ জন

বেজিং, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস চিনের পিছুই ছাড়ছে না। চিনে শেষ ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারা দিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩২ জন। গত ১০ আগস্টের পর এই সংখ্যাই সর্বোচ্চ। একদিন আগেই বুধবার চিনে করোনা-আক্রান্ত হয়েছিলেন ৯ জন, বৃহস্পতিবার সেই সংখ্যা এক ধাক্কায় ৩২-এ পৌঁছে গেল। শুক্রবার চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছেন, শেষ ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারা দিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩২ জন। আক্রান্ত ৩২ জনের মধ্যে ১৩ জন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় শানক্সি প্রদেশে এবং ১২ জন সাংহাই প্রদেশে। চিনে নতুন করে করোনা প্রকোপ বাড়তে থাকায় ফের বাড়ছে উদ্বেগ!

কৃষক স্বার্থে নয় কৃষি বিল : হরসিমরত কউর বাদল

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কৃষক স্বার্থে নয় কৃষি বিল। কৃষকরা এই বিলের বিরোধিতায় বহু দিন ধরেই রাস্তায়, রেলপথে বসে আছেন। এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করা অকালি দলের নেত্রী তথা সাংসদ হরসিমরত কউর বাদল। কৃষি-সংস্কারে তীব্র আপত্তি ও তিনটি কৃষক-বিরোধী অধ্যাদেশের বিরোধিতা করে বৃহস্পতিবারই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন হরসিমরত। শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ওই ইস্তফা গৃহত হয়েছে।

কৃষি বিল সম্পর্কে শুক্রবার হরসিমরত কউর বাদল জানান, আমি সরকারকে বলেছিলাম স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে কথা বলার পর বিল আনতে, এতে রাজনীতির কী আছে? শুধুমাত্র পঞ্জাব নয়, হরিয়ানা, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র সর্বত্রই কৃষকরা আন্দোলন করছেন। দক্ষিণ ভারতেও বিরোধিতা হয়েছে।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ২০১ জনের, মেক্সিকোতে করোনায় মৃত বেড়ে ৭২,১৭৯

মেক্সিকো সিটি, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মেক্সিকোতে আরও ২০১ জনের প্রাণ কেড়ে নিল প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। একইসঙ্গে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩,১৮২ জনের শরীরে থাবা বসিয়েছে কোভিড-১৯। আরও ২০১ জনের মৃত্যুর পর মেক্সিকোতে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ৭২,১৭৯-তে পৌঁছে গিয়েছে। মেক্সিকোতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬,৮৪, ১১৩ জন। মেক্সিকো সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় মেক্সিকোতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ২০১ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে মেক্সিকোতে মৃত্যুর সংখ্যা ৭২,১৭৯-এ পৌঁছে গিয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,১৮২ জন, সবমিলিয়ে মেক্সিকোতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৬, ৮৪,১১৩-তে পৌঁছেছে।

মহারাষ্ট্রে করোনায় মৃত্যু ২১২ জন পুলিশ কর্মীর, সুস্থতার সংখ্যা ২০,৮০১

মুম্বই, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রে আরও ৪ জন পুলিশ কর্মীর প্রাণ কেড়ে নিল করোনাভাইরাস। বিগত ২৪ ঘন্টায় আরও ৪ জন পুলিশ কর্মীর মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২১২ জন পুলিশ কর্মীর। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে মোট ২০,৮০১ জন পুলিশ কর্মী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৬,৭০৬ জন পুলিশ কর্মী সুস্থ হয়েছেন এবং সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩,৮৮৩ জন।

মহারাষ্ট্র পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে মোট ৪৩৪ জন পুলিশ কর্মীর প্রাণ কেড়েছে কোভিড-১৯। স্বস্তির বিষয় হল-মহারাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৬,৭০৬ জন পুলিশ কর্মী এবং সক্রিয় রোগী ৩, ৮৮৩ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪৩৪ জন পুলিশ কর্মী এবং মৃত্যু হয়েছে ৪ জন পুলিশ কর্মীর।

বিজেপির মিছিল ঘিরে উত্তেজনা

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শিলিগুড়িতে বিজেপির মিছিল ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। মূলত মহিলাদের নিরাপত্তার দাবিতেই শুক্রবার শিলিগুড়িতে মিছিলের ডাক দেয় বিজেপি মহিলা মোর্চা। এদিন দুপুর ১২টা নাগাদ মিছিল শুরু হয়। ছিলেন বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, সৌমিত্র খাঁ এবং সায়ন্তন বসু। মিছিল এগোতেই পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পরপর দু"টি ব্যারিকেড ভেঙে এগোতে শুরু করেন বিজেপি-র কর্মী-সমর্থকরা। এরপরই পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। এতে জখম হন বেশ কয়েকজন বিজেপি-র মহিলা সমর্থক। একজন বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

শ্রমজীবী বাজার চালু করল সিপিএম

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.): গরিবদের জন্য এবার শ্রমজীবী বাজার চালু করল সিপিএম। বাঘাযতীন বাজার থেকে শুরু হল শ্রমজীবী বাজারের। ন্যায্য মূল্যে এখান থেকে সবজি কিনতে পারছেন দরিদ্ররা। কলকাতা দিয়ে শুরু হলেও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই বাজার খোলার চিন্তাভাবনা রয়েছে দলের।এই প্রসঙ্গে স্থানীয় বিধায়ক তথা বাম পরিষদের নেতা সুজন চক্রবর্তী জানান, "বাজারের কোনও সবজি ছোঁয়া যাচ্ছে না। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য আকাশ ছোঁয়া। শাসক দলের নেতা -মন্ত্রীরা হিমঘরে বেআইনিভাবে আলু মজুত করেছেন। সাধারণ মানুষের উপর মূল্যবৃদ্ধির প্রবল চাপ পড়েছে। গরিব মানুষকে কিছুটা সাহায্য করতেই শ্রমজীবী বাজার চালু করা হল"। স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্ব ৩২০ জনকে ইতিমধ্যেই স্বল্পমূল্যে সবজি দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই সিপিএমের শ্রমজীবী ক্যান্টিন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন জায়গায় কুড়ি টাকায় শ্রমজীবী ক্যান্টিন থেকে মিলছে খাবার।

টানা বৃষ্টিতে ভাসল শিল্পশহর, অন্ডালে মৃত ১

দুর্গাপুর, ১৮ সেপ্টম্বর (হি. স.) : এ যেন মেঘ ভাঙা বৃষ্টি। তার সঙ্গে বজ্রপাত। টানা ৬ ঘন্টার ভারি বর্ষণ। আর তাতেই ভাসল শিল্পশহর পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর। ফুলে উঠল তামলা নালা। জলে ডুবল বহু বাড়ি। শহরজুড়ে মুখ থবড়ে পড়া নিকাশী নিয়ে ক্ষোভ। তামলা নালায় জবর দখল নিয়ে আবার অভিযোগ উঠল। অন্ডালে দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল কিশোরী। পরিস্থিতি সামাল দিতে জোর তৎপরতা পুলিশ ও প্রশাসনের। জানা গেছে, গত কয়েকদিনের ভ্যাপসা গরমের পর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকেই বজ্রবিদ্যুতসহ বৃষ্টি শুরু হয়। চড়াম চড়াম বিদ্যুতের আওয়াজে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে শিল্পশহরে। রাত গড়াতেই বৃষ্টি জোরালো শুরু হয়। জানা গেছে, এদিন থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত ১০২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয় দুর্গাপুরে। যা মরশুমের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত বলে দাবি সেচ দফতরের। আর ওই সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতে ভাসল শিল্পশহর। দুর্গাপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকা, রায়ডাঙ্গা, ডেয়ারী বস্তি, মেনগেট, কাদারোড, ৫৪ফুট, স্টিল টাউনশিপের বেশকিছু এলাকা সহ আরতি গ্রাম জলমগ্ন হয়ে পড়ে। লাউদোহার আরতি গ্রামে প্রায় ১৬ টি মাটির বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দুর্গাপুর শহরের বুক চিরে যাওয়া তামলা নালার জল ফুলে ওঠে। প্লাবত হয় ১৩ ও ৩৪ নং ওয়ার্ড মেনগেট ও কাদারোডের বেশ কিছু এলাকায়। ওই দুই এলাকায় প্রায় ২০০ টি বাড়ি জলমগ্ন হয়ে পড়ে তামলা নালার জলে। গৃহবন্দি হয়ে পড়ে একাধিক পরিবার। রাত থেকে এলাকার যুবকরা উদ্ধার কাজ শুরু করে। খবর পেয়ে পৌঁছায় পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলার দল। দুর্গতদের উদ্ধার করে কয়েকটি স্কুল ও ক্লাব ঘরে ত্রান শিবিরে রাখা হয়। খবর পেয়ে সকাল থেকে ঘটনাস্থলে যায় মহকুমাশাসক ও স্থানীয় কাউন্সিলারা। বিপর্যয় মেকাবিলাকারী দুটি দল এসে জলে গৃহবন্দী পরিবারগুলিকে উদ্ধারের কাজ শুরু করেন। উদ্ধারকাজে নামানো হয় দুটি বোট। এদিন হৃদরোগে মৃত এক বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে তার বাড়ী থেকে। পুলিস প্রশাসন ও সেচ্ছাসেবীরা এলাকাবাসীকে ত্রাণ বিলি করেন। অন্যদিকে দুর্গাপুর ২৮ ও ২৯ নং ওয়ার্ডে বেহাল নিকাশী ব্যাবস্থায় জলমগ্ন হয়ে পড়ে প্রায় ৬০ টি বাড়ি। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী স্থানীয় কাউন্সিলারকে কাছে পেয়ে ক্ষোভ উগরে দেন। নিউ তাঁতিপাড়া এলাকায় বেশ কিছুক্ষন রাস্তা অবরোধ করে রাখে দুর্গতরা। দুর্গাপুর সেচদপ্তরের এসডিও গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,' অল্প সময়ে বেশী বৃষ্টিপাতে প্লাবিত হয়েছে। লকগেট খোলা হয়েছে। কিছু সময়ের মধ্যেই দ্রুত জল নেমে যাবে। নালা সংস্কার হওয়ায় জল দ্রুত নামছে।' অন্যদিকে অন্ডালের খান্দারা এলাকায় প্রবল বৃষ্টিতে দেওয়াল চাপা পড়ে একটি পরিবারে। মা-বাবা ও আহত তাদের কিশোরী সন্তানকে গুরুতর জখম অবস্থায় খান্দরা ব্লক হাসপাতালে নিয়ে গেলে আহত সৌমি মজুমদার নামে ওই কিশোরীকে মৃত বলে ঘোষনা করে। কাঁকসার কুনুর নদী ফুলে ওঠায় পানাগড়-মোরগ্রাম রাজ্য সড়কে ভারী যান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়। দুর্গাপুর মহকুমাশাসক অনির্বাণ কোলে জানান, 'আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধার কাজ চলছে। দু"শর বেশী মানুষকে উদ্ধার করে ত্রান শিবিরে রাখা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ীর তালিকা তৈরী হচ্ছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে দুর্গতদের ত্রান শিবিরে রাখা হয়েছে। এবং তাদের খাবারের ব্যাবস্থা করা হয়েছে। গোটা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হয়েছে।'

বিএসএফ বাধ্য হয়েই গুলি চালায়, প্রকৃত সত্য প্রকাশ্যের দাবি জনপ্রতিনিধিদের

ঢাকা, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র গুলিতে বাংলাদেশি নাগরিকদের মৃত্যুর ঘটনা বেড়ে চলায় চলতি বছরের ৭ জুলাই ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনকে লিখিতভাবে জানিয়ে উদ্বেগ ও প্রতিবাদ জানিয়েছিল বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক। বিএসএফ-এর গুলিতে সীমান্তে বাংলাদেশিরা ঠিক কী কারণে মারা যাচ্ছেন, তার সঠিক তথ্য জানতে পারছেন না সাধারণ মানুষ। প্রকৃত সত্য প্রকাশ্যে আনছে না বাংলাদেশের গণমাধ্যমও। ফলে বাংলাদেশের মানুষ ভারত ও বিএসএফ-এর বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছেন। বাংলাদেশি জনপ্রতিনিধিরা মনে করছেন, এই সুযোগই নিচ্ছে বিএনপি-জামাত-সহ পাকিস্তানপন্থীরা। যদিও, বাংলাদেশের সীমান্ত শহর বেনাপোল পৌর মেয়র জনপ্রনিধি আশরাফুল আলম লিটন জানালেন, বাংলাদেশি চোরাকারবারীরা ভারতে গিয়ে চোরাই পণ্য নিয়ে আসে। বিএসএফ বাধা দিলেই অনেক সময় তাদের উপর হামলা করে চোরাকারবারীরা। ফলে বাধ্য হয়েই বিএসএফ গুলি চালায়। অথচ বাংলাদেশের গণমাধ্যমে চোরাকারবারীদের "ব্যবসায়ী" ও "ভুল করে সীমান্ত অতিক্রম করায়" বিএসএফ গুলি চালিয়েছে বলে প্রচার করে। প্রকৃত সত্য সকলের জানা দরকার। কিন্তু, সত্যিটা গণমাধ্যমে না আসায় বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ভারত-বিদ্বেষ বাড়ছে।

বাংলাদেশের কূটনৈতিক সূত্রের খবর, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত সীমান্তে বিএসএফ ও ভারতীয় নাগরিকদের হাতে ২৫ জন বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সেই সংখ্যা ছিল ১৮। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা-র বিজিবি সদর দফতরের সম্মেলন কক্ষে চলছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এবং ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র মধ্যে মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন। বিজিবি সূত্রের খবর, এই সম্মেলনে ইতিমধ্যেই বিএসএফ-এর সঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিকদের গুলি করা, মাদক দ্রব্যের চোরাচালান, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলা-বারুদ পাচার-সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ইচ্ছা করে নয়, বিএসএফ ঠিক কী কারণে গুলি চালায় এ প্রসঙ্গে বেনাপোল পৌর মেয়র আশরাফুল আলম লিটন জানান, আর আমরা যেহেতু জনপ্রতিনিধি তাই এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারি না। তবে ভারতে বাংলাদেশি নাগরিকদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হলে, বিজিবি-কে নিয়মিত টহল বাড়াতে হবে। তিনি দাবি করে বলেন, বিজিবি-র সঙ্গে চোরাকারবারীদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে বলেই বাংলাদেশ থেকে অবাধে তারা ভারতে যেতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে ভারত থেকে যেমন চিনি, পেঁয়াজ, রসুন, আদা-সহ নিত্য ছয়ের পাতায়

দুর্গাপুজোয় তিনদিন সরকারি ছুটির দাবিতে শুক্রবার বাংলাদেশ জুড়ে পথে নেমেছে হিন্দু সম্প্রদায়

ঢাকা, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : হিন্দুদের সবচেয়ে বড় উৎপসব দুর্গাপুজোয় তিনদিন সরকারি ছুটির দাবিতে শুক্রবার বাংলাদেশ জুড়ে পথে নেমেছে হিন্দু সম্প্রদায়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট এদিন দেশজুড়ে মানববন্ধনের ডাক দিয়েছে। হিন্দু মহাজোটের ডাকা কর্মসূচি ঘিরে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

দুর্গাপুজো শুরু হবে আগামী ২২ অক্টোবর। হিন্দুদের প্রধান উৎজসবে বর্তমানে বাংলাদেশে একদিন সরকারি ছুটি দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরেই দেশের একাধিক হিন্দু সংগঠন অষ্টমী থেকে শুরু করে দশমী পর্যন্ত টানা তিনদিন সরকারি ছুটি ঘোষণার দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু সেই দাবিতে প্রশাসন নজর না দেওয়ায় এদিন সারাদেশে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট।হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

প্রদীপ প্রজ্বলনের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ করোনা-যোদ্ধাদের সুরক্ষা : রাহুল

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নরেন্দ্র মোদী সরকারকে ফের তীব্র আক্রমণ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। এবার রাহুলের খোঁচা, করোনা-যোদ্ধাদের কোনও তথ্য নেই সরকারের কাছে। তাঁর মতে, থালা বাজানো ও প্রদীপ প্রজ্বলনের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ করোনা-যোদ্ধাদের সুরক্ষা ও সম্মান। মোদী সরকারের কাছে রাহুল প্রশ্ন করেছেন, মোদী সরকার করোনা-যোদ্ধাদের প্রতি এত অপমান কেন?

শুক্রবার সকালে একটি মিডিয়া রিপোর্ট নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে আপলোড করে রাহুল লিখেছেন, ”প্রতিকুল তথ্য-মুক্ত মোদী সরকার! থালা বাজানো, প্রদীপ প্রজ্বলনের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ করোনা-যোদ্ধাদের সুরক্ষা ও সম্মান। মোদী সরকার, করোনা-যোদ্ধাদের প্রতি কেন এত অপমান?” প্রসঙ্গত, করোনাভাইরাসে সংক্রমিত ও মৃত স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের কোনও তথ্যই নেই মোদী সরকারের কাছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী অশ্বিনী কুমার চৌবে জানিয়েছেন, জন স্বাস্থ্য এবং হাসপাতাল রাজ্যের অধীনে আসে। এজন্য সরকারের কাছে বীমা ক্ষতিপূরণের তথ্য নেই।

ভারতে ৬.১৫ কোটির ঊর্ধ্বে করোনা-পরীক্ষা, ২৪ ঘন্টায় ১০.০৬ লক্ষ

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ৬.১৫ কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। একইসঙ্গে ভারতে ফের অনেকটাই নিম্নমুখী দৈনিক করোনা-পরীক্ষা। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১০,০৬, ৬১৫টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৭ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত দেশে ৬,১৫,৭২,৩৪৩টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) ভারতে ১০,০৬,৬১৫টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতে ৬,১৫,৭২,৩৪৩টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। এর আগে বুধবার সারাদিনে ভারতে ১১,৩৬,৬১৩টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছিল।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

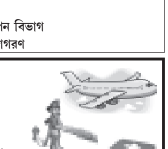

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এনডিএ সরকার কৃষক ও গরিব-বিরোধী : তেজস্বী যাদব

পাটনা, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কেন্দ্রের এনডিএ সরকারকে কৃষক, শ্রমিক ও গরিব-বিরোধী সরকার আখ্যা দিলেন রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর নেতা তেজস্বী যাদব। শুক্রবার এনডিএ সরকারকে আক্রমণ করে তেজস্বী যাদব বলেছেন, আমি শুরু থেকেই বলে আসছি, এনডিএ সরকার কৃষক, শ্রমিক ও গরিব-বিরোধী সরকার। এঁরা বিরোধী আইন জোরপূর্বক চাপিয়ে দিতে চাইছে। লকডাউনের মধ্যেই গত জুন মাসে কৃষি ক্ষেত্রে তিনটি অধ্যাদেশ জারির সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র। প্রথমত-অত্যাবশ্যক পণ্য আইনে সংশোধন করে চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, গম, ভোজ্যতেল, তৈলবীজ যত ইচ্ছে মজুত করার ছাড়পত্র দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত-কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ী, রফতানিকারী ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংস্থাগুলি যাতে চুক্তির ভিত্তিতে চাষ করিয়ে সরাসরি চাষিদের থেকে ফসল কিনতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হয়। তৃতীয়ত-বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে ব্যবসায় ফসলের দাম নিশ্চিত করতে ও চাষিদের স্বার্থরক্ষায় অধ্যাদেশ জারি হয়। সংসদের বাদল অধিবেশনে এই অধ্যাদেশগুলিকেই আইনের চেহারা দিতে বিল এনেছে সরকার। এ প্রসঙ্গে তেজস্বী যাদব বলেছেন, এই আইন পুরোপুরি কৃষক-বিরোধী। এর ফলে কৃষকদের লাগাতার লোকসানের মধ্যে পড়তে হবে এবং প্রভাব পড়বে আমাদের দেশে

একাধিক দাবিতে আন্দোলন শুরু পাহাড়ের বিভিন্ন চা বাগানে কর্মীদের

মেটেলি, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : একাধিক দাবিতে লাগাতার আন্দোলন শুরু করেছে চা বাগানের স্টাফ ও সাব স্টাফরা। নূন্যতম মজুরি না হওয়া পর্যন্ত পুরোনো মুজুরি চুক্তি ফিরিয়ে আনা সহ কর্মীদের অবসরের বয়স ৬০ বছর করা, শূন্যপদে নিয়োগ ইত্যাদি দাবিতে শুক্রবার বাগানের স্টাফ ও সাব স্টাফরা তিন ঘন্টা কর্মবিরতি পালন করলেন।

তরাই, ডুয়ার্স ও পাহাড়ের বিভিন্ন চা বাগানে ‘স্টাফ অ্যান্ড সাব স্টাফ জয়েন্ট কমিটি’র তরফে লাগাতার গেট মিটিং করা হয়েছে। শনি, রবি ও আগামী সোমবার কালো ব্যাজ পরে দাবি জানানো হবে। এরপরও যদি মালিক পক্ষ কোনও সদুত্তর ভূমিকা না নেয় তাহলে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর তিন দিন তিন ঘন্টা কর্মবিরতি পালন করা হবে। এদিন মেটেলি ব্লকের সনগাছি চা বাগান, বাতাবাড়ি, মেটেলি, বড়োদিঘি, আইভিল সহ বিভিন্ন চা বাগানে এই কর্মবিরতি পালন করা হয়।

১৪ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত ইলিশ সহ সব ধরনের মাছ ধরার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি বাংলদেশে

ঢাকা, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আগামী ১৪ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত ২২ দিন ইলিশ সহ সব ধরনের মাছ ধরার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশের মৎস্যি ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

শুক্রবার বৈঠক শেষে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ আধিকারিক ইফতেখার হোসেন জানিয়েছেন, চলতি বছরে ইলিশের প্রধান প্রজনন মরসুমের কারণে ১৪ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত গোটা দেশেই ইলিশ ধরা, বেচা-কেনা ও মজুত নিষিদ্ধ থাকবে।’ ফলে পুজোর মুখে ওপার বাংলা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি ইলিশ রফতানি বন্ধ থাকবে। এদিন টাস্কফোর্সের বৈঠকে মৎওস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেন, ‘সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির কারণে সাম্প্রতিক সময়ে ইলিশের যে সাফল্য এসেছে তা অতীতের সকল রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। জাটকা সংরক্ষণ, মা ইলিশ সংরক্ষণ, অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা, জাটকা নিধন বন্ধে কঠোর অবস্থানের ফলেই সাফল্য মিলেছে। সফলতার প্রতীক হয়ে উঠেছে ইলিশ। এখন ইলিশ বিদেশ নীতিতেও বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

দক্ষিণ মুম্বইয়ে বিস্ফোরণে ভাঙল বিল্ডিংয়ের একাংশ, প্রাণে বাঁচলেন মহিলা

মুম্বই, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দক্ষিণ মুম্বইয়ের ওরলি-তে বিস্ফোরণের জেরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি বিল্ডিংয়ের একাংশ। এই ঘটনায় সামান্য আহত হয়েছেন একজন মহিলা। শুক্রবার সকাল ন’টা নাগাদ ওরলি-তে পুরানো পাসপোর্ট অফিসের কাছে একটি ল্যাবে লিকুইড নাইট্রোজেন বিস্ফোরণের জেরে ভেঙে পড়ে বিল্ডিংয়ের একাংশ। খবর পাওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল ও পুলিশ।

বিল্ডিংয়ের একাংশ ভেঙে সামান্য আহত হয়েছেন একজন মহিলা। ওই মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, সিলিন্ডার বিস্ফোরণের শব্দও শোনা যায়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে।

৯ বেড়ে পাকিস্তানে মৃত্যু ৬,৪০৮ জনের, সংক্রমিত ৩০৪,৩৮৬

ইসলামাবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পাকিস্তানে নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৫২ জন। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩ লক্ষ ০৪ হাজার ৩৮৬-তে পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ৯৮,১৪২ জন, সিন্ধু প্রদেশে ১৩৩,১২৫ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৩৭, ২৪২, ইসলামাবাদে আক্রান্তের সংখ্যা ১৬,০৩৩, বালোচিস্তানে ১৩, ৯৯১, গিলগিট-বালতিস্তানে ৩,৩৮১ এবং আজাদ কাশ্মীরে ২,৪৭২। পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড কন্টোল সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৭৫২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৬,৪০৮ জনের।

রায়গঞ্জে ভিন রাজ্য ফেরত শ্রমিকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

রায়গঞ্জ, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপরের রায়গঞ্জ থানার বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের ছিট মহাদেবপুর গ্রামে ভিন রাজ্য ফেরত এক শ্রমিকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল শুক্রবার সকালে বাড়ি থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়। এদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ।পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অবসাদে আত্মহত্যা করেছে ওই ভিন রাজ্য ফেরত নির্মাণ শ্রমিক। মৃতের নাম মজারুল শেখ (২৮)। তিনি মহারাষ্ট্রে নির্মাণ শ্রমিকের কাজে কর্মরত ছিলেন। লকডাউন শুরুর পর বাড়িতে ফিরে আসেন তিনি। দীর্ঘ চারমাস বাড়িতে থাকায় আর্থিক অনটনের মধ্যে ছিল ওই যুবক। ছমাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ শাহানুরা বেগম লহুজ গ্রামে বাবার বাড়িতে ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে বাবা-মায়ের সঙ্গে ভাত খাওয়ার পর ঘুমাতে যান তিনি। এদিন সকাল হলেও দরজা না খোলায় পরিবারের লোকেদের সন্দেহ হয়। দরজা ভাঙতেই দেখা যায়, ফ্যানের রেলিংয়ে ঝুলছে ওই নির্মাণ শ্রমিকের দেহ। মজারুলের বাবা হাসান আলি বলেন, কারও সঙ্গে আমার ছেলের ঝামেলা ছিল না। দাম্পত্য কলহ ছিল বলেও মনে হচ্ছে না। তবে কেন এই কাজ করল বুঝতে পারছি না। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

৮ বেড়ে রাজস্থানে মৃত্যু ১,৩০১ জনের করোনা-সংক্রমিত ১,১০,২৮৩

জয়পুর, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজস্থানে দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। মরুরাজ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৮১০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। নতুন করে ৮১০ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,১০,২৮৩। শুক্রবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ৮১০ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। আক্রান্ত ৮১০ জনের মধ্যে আজমের-এ ৫৩ জন, আলওয়ারে ৪৩ জন, বন্সওয়ারে ১১ জন, বরণে ১৫ জন, বারমের-এ ১২ জন, ভরতপুরে ৪ জন, ভিলওয়ারে ৩৮ জন, বিকানের-এ ২৩ জন, বুন্দিতে ১৪ জন, চিত্তরগড়ে ১১ জন, চুরুতে ১৩ জন, দৌসায় ২৬ জন, ঢোলপুরে ১৪ জন, দুঙ্গারপুরে ১৩ জন, গঙ্গানগরে ২০ জন, হনুমানগড়ে ৫ জন, জয়পুরে ১২১ জন, জয়সলমের-এ ৩২ জন, জালোরে ১৬ জন, ঝালাওয়ারে ২১ জন, ঝুনঝুনুতে ৮ জন, যোধপুরে ১০০ জন, কারাউলিতে ৫ জন, কোটায় ৫৪ জন, নাগাউরে ১৬ জন, পালিতে ২১ জন, প্রতাপগড়ে ২ জন, রাজসমন্দে ১২ জন, সওয়াই মাধপুরে ৭ জন, সিরোহিতে ১৪ জন, টোঙ্কতে ১৭ জন এবং উদয়পুরে ৪৯ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে সমগ্র রাজ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৮১০ জন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১,১০,২৮৩-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৯০,৭০০ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১৮,২৮২ এবং নতুন করে ৮ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১,৩০১ জনের।

দাবি জনপ্রতিনিধিদের

পাচের পাতার পর

প্রয়োজনীয় সামগ্রী আসে, তেমনই চোরাপথে অস্ত্র, ফেনসিডিল-সহ বিভিন্ন মাদক দ্রব্য আসে। আর এই মাদক যুব সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

আবার চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রাক্তন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু বলেন, সীমান্তে বিএসএফ-এর গুলিতে বাংলাদেশি নাগরিকদের মৃত্যু বন্ধ করতে হলে ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি সীমান্তের মানুষের মধ্যে বৈধভাবে জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বেশি সংখ্যক বর্ডার হাট বাড়াতে হবে। মাহফুজুর রহমান আরও জানান, বিজিবি অনেক চোরাচালানীকে বহুবার আটক করেছে। কিন্তু জামিনে মুক্ত হয়ে ফের সেই চোরাকারবারির কাজে যুক্ত হয়েছে। তাঁর কথায়, ভারতীয় নাগরিকরা বাংলাদেশে না আসলেও, বিএসএফ কোথায় আছে তা জানিয়ে জানিয়ে দেয়।

বনদোয়ারে

● **প্রথম পাতার পর**

গোমতী জেলার পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী। একটি ট্রান্সফর্মার পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই আগুন লেগে ক্ষতি হয়েছে প্রায় ২ থেকে ৩ লক্ষ টাকা বলে জানান সভাধিপতি। এই আগুন লাগায় কিছু ক্ষণের জন্যআতঙ্কে বিরাজ করছে বন্দোয়ার এলাকায়। পরবর্তীতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসায় জনমনে আতঙ্ক দূর হয়।

করলেন বিরোধীরা

● **প্রথম পাতার পর**

বিএসি-র বৈঠকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিরোধী সিপিএম-এর বিধায়করা আপত্তি জানান এবং মাঝপথেই ওয়াকউট করে বেরিয়ে যান। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর কথায়, বিধানসভা অধিবেশন এক দিনের জন্য হওয়ায় তাতে বিরোধীরা আপত্তি জানিয়েছিলেন। তখন তাঁদের সারা দেশের তথ্য দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, ত্রিপুরা ছাড়াও অন্য রাজ্যেও করোনা-র প্রকোপে এক দিনের বিধানসভা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, পাঞ্জাব, বিহার, কেরালা, পুদুচেরি, গোয়া এবং পশ্চিমবঙ্গে এক দিনের জন্য বিধানসভা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে ছিল না প্রশ্নোত্তর পর্ব। এছাড়া, অসম, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, দিল্লিতে খুবই সংক্ষিপ্ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমস্ত বিষয়ে অবগত হয়েও বিএসি-র বৈঠক বিরোধীদের ওয়াকউটকে নাটকীয় বলে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী রতনলাল নাথ। অধ্যক্ষ রেবতীমোহন দাসও বিরোধীদের এই আচরণে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তিনিও বলেন, করোনা-র প্রকোপে বিভিন্ন রাজ্যে বিধানসভা অধিবেশন সংক্ষিপ্ত আকারে করেছে। তাই, ত্রিপুরায় সংক্ষিপ্ত আকারে বিধানসভা অধিবেশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাতে, বিরোধীরা ওয়াকউট কেন করলেন বুঝতে পারছেন না। এমন-কি, বিধানসভা অধিবেশনে তাঁদের উপস্থিতি নিয়েই অধ্যক্ষ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এ-বিষয়ে বিরোধী সদস্য তপন চক্রবর্তী বলেন, আজ বিএসি-র বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে একমত হতে পারিনি। মৌলিক কিছু পার্থক্যের জন্যই ওয়াকউট করতে বাধ্য হয়েছি।

রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল গোবিন্দ বল্লভ পন্থ হাসপাতাল। কিন্তু এ হাসপাতালের কোভিড ট্রিটমেন্ট সেন্টারের চিকিৎসা পরিষেবা থেকে শুরু করে বিভিন্ন পরিষেবা নিয়ে প্রতিনিয়ত সংবাদ মাধ্যমে শিরোনাম দখল করে আছে।

অবশেষে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা তোলা অভিযোগ সরজমিনে খতিয়ে দেখতে জিবি হাসপাতালের কোভিড ট্রিটমেন্ট সেন্টারের যান বৃহস্পতিবার রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক। তিনি এদিন কোভিড ট্রিটমেন্ট সেন্টার ঘুরে দেখেন এবং রোগীদের খোঁজ খবর নেন। রোগীদের সাথে কথা বলে তাদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন। সঙ্কটজনক রোগীদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছ থেকে। রোগীদের সঠিক পরিষেবা মিলছে বলে জানান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। এবং রোগীদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। এদিন সাংসদের পাশে ছিলেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক শৈলেশ কুমার যাদব।

কঠোর

● **প্রথম পাতার পর**

ডিসিএম অনিমেষ ধর জানিয়েছেন।

এদিকে,করোনা ভাইরাসের মহামারিথেকে সকলকে রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার সকলকে মাক্স পড়া বাধ্যতামূলক বলে ঘোষনা করেছেন। কিন্তুদেখাযায় অধিকাংশ লোকজন সরকারি নির্দেশিকাকে বুঙ্গু আঙ্গুল দেখিয়ে মাক্স পরিধান ছারা চলাফেরা করছে। এরইমধ্যে রাজ্য সরকার ১৮ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর মাক্স এনফোর্সমেন্ট ডে উৎযাপন করার সিদান্ত নিয়েছেন। রাজ্যসরকারের সিদান্ত অনুযায়ী শান্তির বাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী ও বাইখোড়া থানার ওসি রাজীব সাহার নেতৃত্বে শান্তির বাজারে, বাইখোড়া ও জোলাইবাড়ী বাজারে মাক্স বিরোধী অভিযান চালানো হয়। এতে করে যে সকল লোকজন মাক্স পরিধানছারা বাজারে চলাফেরা করছে তাদেরকে ফাইন করাহচ্ছে। আগামীকালও এই অভিযান জারী থাকবে।

অন্যদিকে, অসচেতন নাগরিকদের সচেতন করতে শুক্রবার উদয়পুর ও কাকরাবন থানাধীন বিভিন্ন বাজারে অভিযান চালালো কাকরাবন ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বি ডি ও) অভিজিত দাস এবং কাকরাবন থানার পুলিশ। বহুবার বলার পরও যারা মাস্ক পড়েনি এই সকল অসচেতন নাগরিকদের বিরুদ্ধে শুক্রবার জরিমানা করেন সাধারন প্রশাসন এবং আরক্ষা প্রশাসনের কর্মীরা। এদিন এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন কাকরাবন ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অভিজিত দাস এবং কাকরাবন থানার সাব ইন্সপেক্টর খোকন সাহা। উদয়পুর শহরের রাজপথে অভিযানে নেতৃত্ব দেন মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়, ডি এম গোমতি টি- টি কে দেবনাথ, এস পি গোমতি- লাকি চৌহান , ও সি - আর কে পুর- দেবাশীষ সাহা, এস ডি পি ও- ধ্রুব নাথ সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

ফ্যাশন ডিজাইনার শর্বরী দত্তের অস্বাভাবিক মৃত্যু, শৌচাগারে মিলল দেহ

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অস্বাভাবিক মৃত্যু হল বিখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার শর্বরী দত্তের। বৃহস্পতিবার রাতে কলকাতার ব্রড স্ট্রিটের বাড়ির শৌচাগার থেকে ফ্যাশন ডিজাইনার শর্বরী দত্তের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ওই বাড়িতে তিনি একই থাকতেন, বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ফোনে পাওয়া যাচ্ছিল না শর্বরীকে। রাত ১১.৩০ মিনিট নাগাদ শৌচাগার থেকে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। পরে পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পরিবার সূত্রের খবর, ব্রড স্ট্রিটের বাড়িতে একই থাকতেন শর্বরী। তাঁর শরীরে তেমন কোনও জটিল অসুস্থতা ছিল না। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শৌচাগারে হৃদরোগে আক্রান্ত হন শর্বরী। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

বেশ কয়েক দশক ধরে ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শর্বরী দত্ত। বাংলা চলচ্চিত্র জগতেও তিনি ছিলেন অতি সুপরিচিত নাম। তাঁর হাত ধরেই রঙিন ধুতির চল। এক কথায় ফ্যাশনের জগতে অন্যতম ট্রেন্ড সেটার হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমেছে বিভিন্ন মহলে। কবি অজিত দত্তের মেয়ে শর্বরী কলেজে পড়াশোনার পরই ফ্যাশন ডিজাইনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন।

অবরোধ

● **প্রথম পাতার পর**

জানা গেছে। বিদ্যুৎ বেগমের স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে এলাকার ট্রান্সফরমারটি বিকল হয়ে গেছে। সে কারণেই এলাকায় বিদ্যুৎ নেই।এলাকায় দ্রুত বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা চেষ্টা চালাচ্ছেন বলেও জানিয়েছেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিম এলাকায় বিদ্যুতের যন্ত্রণায় মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।এসব বিষয়ে বারবার অভিযোগ জানানোর পরও বিদ্যুৎ নিয়োগ কোন ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ।অবিলম্বে এলাকার বিদ্যুৎ সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

যুবক

● **প্রথম পাতার পর**

চালান। অভিযান চালিয়ে এক যুবকের কাছ থেকে দুই প্যাকেটে ২৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করতে সক্ষম হন। সাথে আটক করা হয় বজরুল হক (৪০) পিতা আব্দুল মজিদ নামের এক যুবককে। তার বাড়ির পার্শবর্তী রাজ্য অসমের করিমগঞ্জ জেলার বারইগ্রামে। উদ্ধারকৃত হেরোইনের বাজার মূল্য আড়াই লক্ষাধিক টাকা। বর্তমানে হেরোইনসহ ধৃত নেশা কারবারি চুরাইবাড়ি থানার হেফাজতে রয়েছে।পাশাপাশি চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ একটি এনডিপিএস মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

এদিকে উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভখনুপদ চক্রবর্তী জানান, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার যে ডাক দিয়েছিলেন তা বাস্তবায়ন করতে পুলিশ প্রশাসনকে সাধারন জনগন যথেষ্ট সাহায্য করে যাচ্ছেন। আজও উনার কাছে খবর ছিল আসাম থেকে একটি যুবক পায়ে হেঁটে ত্রিপুরা আসম সীমান্তের গভীর জঙ্গল দিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করবে। সে খবরের উপর ভিত্তি করে চুরাইবারি থানাধীন এস টি পাড়া সংলগ্ন এলাকায় উৎপেতে বসে থাকেন। যখন ওই যুবক গভীর জঙ্গল থেকে পায়ে হেঁটে ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে প্রবেশ করে,তখন পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানরা ওই যুবককে ধরতে গেলে সে পালাতে চেষ্টা চালায়। যদিও পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানরা সেই যুবককে আটক করতে সক্ষম হয়। এমনকি স্থানীয় জনগণও পুলিশ প্রশাসনকে যথেষ্ট সাহায্য করেন বলেও পুলিশ সুপার জানান।ধৃত যুবককে তল্লাশি চালিয়ে একটি ব্যাগের ভেতর থেকে দুই প্যাকেট হেরোইন উদ্ধার করা হয়। দুই প্যাকেটে ২৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে পুলিশ।যার বাজারমূল্য আড়াই লক্ষাধিক টাকা বলেও জানান পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী। সাথে আটক করা হয় নেশা কারবারি অসময়ে করিমগঞ্জ জেলার বারইগ্রামের বাসিন্দা বজরুলকে। পুলিশ সুপার জানান, বর্তমানে নেশা কারবারিরা অসম থেকে রাজ্যে গভীর জঙ্গল দিয়ে পায়ে হেঁটে নেশা সামগ্রী পাচারের পন্থা অবলম্বন করছে। তবে আগামী দিনেও নেশা বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান পুলিশ সুপার।

অপরদিকে নেশা কারবারি বজরুল হককে আগামীকাল ধর্মনগর জেলা আদালতে প্রেরণ করবে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ।

গৃহীত রাষ্ট্রপতি ভবন

ছয়ের পাতায় দেখুন

কোবিন্দ। শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রধামন্ত্রীর পরামর্শ মতো কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে হরসিমরত কউর বাদলের ইস্তফা গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই, কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমারকে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্ব সামলাতে নির্দেশ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি।

অকালি দল এনডিএ-তে বিজেপির সবথেকে পুরনো শরিক। নরেন্দ্র মোদী সরকারের জমানায় এই প্রথম কোনও শরিক দলের মন্ত্রী সরাসরি সরকারি নীতির বিরোধিতা করে পদত্যাগ করলেন। যা এ কথাও বিরল! বৃহস্পতিবারই লোকসভায় পাশ হয়ে যায় ‘কৃষি পণ্য লেনদেন ও বাণিজ্য উন্নয়ন’ অধ্যাদেশ ও ‘কৃষিপণ্যের দাম নিশ্চিত করতে কৃষকদের সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন চুক্তি’ সংক্রান্ত বিল। বিরোধীরা অভিযোগ করেন, শিল্পপতিদের সুবিধা দিতেই সরকার এই সব পদক্ষেপ করেছে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বা এমএসপি-র ব্যবস্থাও তুলে দেওয়া হয়েছে।

পোদ্দারের জীবনাবসান

ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রেসক্লাবের সম্পাদক সহ আরও অনেকে তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্লেস ক্লাবে প্রয়াত বরিষ্ঠ সাংবাদিক পবন পোদ্দারকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সাংবাদিকরা শেষ শ্রদ্ধা জানান। এদিন মহকুমা শাসক ভাস্বর ভট্টাচার্য্য, তেলিয়ামুড়া থানার ওসি স্বপন দেববর্মাও পুষ্পস্তবক দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান। পরে তেলিয়ামুড়া শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে শোকাহত খোয়াই জেলার সাংবাদিক মহল। শোকাহত সমগ্র তেলিয়ামুড়াবাসী। এদিকে প্রয়াত সাংবাদিক পবন কুমার পোদ্দারের প্রয়াণে শোক জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, বিধানসভা মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় সহ অনেকে। এদিকে, ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের তরফ থেকেও সাংবাদিক পবন পোদ্দারের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

বিতরণ প্রমোদনগরে

ছয়ের পাতায় দেখুন

পর লোকসভা নির্বাচন পঞ্চায়েত নির্বাচনসহ অন্যান্য সংস্থার নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়েছে। আসন্ন এডিসি নির্বাচনেবিজিবি মনোনীত প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য সকলের প্রতি আবেদন করেন তিনি।ভারতীয় জনতা পার্টি কোন নির্দিষ্ট কোন জাতির দল নয়। এই পার্টি হিন্দু, মুসলিম, উপজাতি সকল অংশের মানুষের পার্টি। তাই এই পার্টিকে আগামী দিনে সার্বিকভাবে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে আরো বেশি শক্তিশালী করার জন্য জনতার প্রতি আবেদন করেন তিনি। রাজ্য সরকার এডিসিকে সার্বিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন। পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি। একদিনের সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে কার্যকর তাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিতর্কে নেইমার, দু'ম্যাচের জন্য নির্বাসিত ব্রাজিলীয় তারকা

বিপাকে ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার । করোনা থেকে ফিরেই এবার নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়লেন তিনি। মার্সেইয়ের বিরুদ্ধে ফরাসি লিগ ওয়ানের ম্যাচে অখেলোয়াড়সুলভ আচরণের জন্য সাত ম্যাচ নির্বাসনের খাঁড়া ঝুললেও আপাতত দু'ম্যাচের জন্য নেইমারকে সাসপেন্ড করেছে ফরাসি ফুটবল সংস্থা। ওই ম্যাচে বিপক্ষের এক খেলোয়াড়কে চড় মেরে লাল কার্ড দেখেছিলেন নেইমার।

ফুটবল খেলার মাঠ না কুস্তি? গত রবিবার রাতে ঞ্ছও বনাম মার্সেইয়ের লিগ ওয়ানের ম্যাচ দেখলে এই প্রশ্ন সবার মনেই উঠত! কারণ একটি ম্যাচে রেফারিকে দেখাতে হয়েছিল পাঁচটি লাল কার্ড এবং ১৩টি হলুদ কার্ড। ওই ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধের অতিরিক্ত সময়ে লাল কার্ড দেখে বিতর্কে জড়ান নেইমার। ঝামেলার সূত্রপাত পিএসজির লিও প্যারাডেস এবং মার্সেইয়ের দারিও বেনেদেত্তোর মধ্যে সংঘর্ষ থেকে। এরপরে একে একে ঝামেলায় জড়ান নেইমার---সহ আরও অনেকে। সেসময় মার্সেইয়ের স্প্যানিশ সেন্টারব্যাক আলভারো গঞ্জালেজের মাথায় পেছনে চড় মেরে বসেন নেইমার (ঞ্জুব্রাদ্বখন)। প্রাথমিকভাবে মোট চারজনকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। গঞ্জালেজের অভিযোগ পেয়ে এরপর ঝঞ্জু দেখেন রেফারি। তারপরই নেইমারকে সরাসরি লালকার্ড দেখান তিনি।

এরপরই অবশ্য সোশ্যাল সাইটে টুইট করে গঞ্জালেসের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগ তোলেন নেইমার।

তবে গঞ্জালেস সেই অভিযোগ অস্বীকার করলেও বিষয়টি নিয়ে তদন্তে নেমেছে ফরাসি ফুটবল সংস্থা। এর মধ্যেই অবশ্য ওই ঘটনার জন্য নেইমারকে দু'ম্যাচের নির্বাসনের সাজা শোনানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, লিও প্যারাডেসও একই শাস্তি পেয়েছেন। তবে আরেক পিএসজি খেলোয়াড় কুরুজোয়ার উপর ছ'ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয়েছে। মার্সেইয়ের এক খেলোয়াড়কে লাথি মেরেছিলেন তিনি।

এদিকে, একাধিক তারকা অনুপস্থিত থাকলেও ফরাসি লিগে অবশেষে জয়ে ফিরেছে পিএসজি। জুলিয়ান ড্রেক্সলারের শেষমুহূর্তের গোলে মেৎজকে হারিয়েছে তারা। এর আগে পরপর দু'ম্যাচে হারতে হয়েছে থমাস টুচেলের ছেলেদের। এই ম্যাচে করোনামুক্ত হয়ে পিএসজির হয়ে মাঠে নেমেছিলেন গোলরক্ষর কেলর নাভাস, ডিফেন্ডার মারকুইনহোস এবং ফরোয়ার্ড ইকার্ডি।

আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচ থেকে ছিটকে গেলেন চেন্নাইয়ের ঋতুরাজ

আইপিএল শুরু হতে বাকি আর কয়েকটা দিন। কিন্তু টুর্নামেন্ট শুরুর আগে ধাক্কা খেল চেন্নাই সুপার কিংস শিবির। করোনা থেকে এখনও সুস্থ না হওয়ায় ১৯ সেপ্টেম্বর চেন্নাইয়ের প্রথম ম্যাচ থেকে ছিটকে গেলেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড। তাঁকে ছাড়াই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে দল সাজাতে হবে মহেন্দ্র সিং ধোনিদের । এমনটাই এক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন ঙ্খছঞ্জ—র সিইও কাশী বিশ্বনাথন।

তিনি জানান, "এখনও পুরোপুরি সুস্থ নন ঋতুরাজ। বোর্ডের ছাড়পত্র আসা বাকি। তারপর তাঁকে ফিটনেস টেস্ট দিতে হবে। তারপরই খেলানোর সুযোগ আসবে।" যদিও আরেক আক্রান্ত ক্রিকেটার দীপক চাহার পুরোপুরি সুস্থ। তাঁর খেলায় কোনও বাধা নেই। এর আগে একসঙ্গে দুই ক্রিকেটার এবং একাধিক সাপোর্ট স্টাফ করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় রীতিমতো বিপদে পড়েছিল চেন্নাই সুপার কিংস। এমনকী আইপিএল থেকে নাম তুলে নিয়েছেন দুই তারকা সুরেশ রায়না এবং হরভজন সিংও। যদিও বিশেষজ্ঞদের ধারণা, চেন্নাই দলে যা ভারসাম্য তাতে ঋতুরাজের অভাব টের পাবেন না ধোনিরা।

আইপিএলের সঙ্গে অতীতে দুর্নীতি শব্দটা বহুবার জড়িয়েছে। তার মধ্যে এবার পুরো টুর্নামেন্টই আরব আমিরশাহীতে, ক্রিকেট দুর্নীতি সংক্রান্ত ইতিহাস যে দেশের একেবারেই ভাল নয়। অতএব, এবার যাতে কোনওরকম ক্রিকেট কলঙ্কের ছায়া আইপিএলের উপর না পড়ে, সে দিকে খেয়াল রাখতে অতিরিক্ত কঠোর হচ্ছে ভারতীয় বোর্ডের দুর্নীতিদমন শাখা। এজন্য ইতিমধ্যে 'স্পোর্টসরাডার' নামে ব্রিটেনের এক সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে বোর্ড। উদ্দেশ্য— আসন্ন আইপিএলে দুর্নীতিকে কোনও ভাবে ঘেঁষতে না দেওয়া। বোর্ডের দুর্নীতিদমন শাখা এই সংস্থার সঙ্গে যৌথ ভাবে কাজ করবে দুর্নীতিদমনে।

অতীতে ফিফা, উয়েফার মতো বিশ্বখ্যাত সংস্থার সঙ্গে কাজ করেছে 'স্পোর্টসরাডার'। সম্প্রতি গোয়া ফুটবল লিগের বেশ কয়েকটা ম্যাচকে গড়াপেটা সন্দেহের আওতায় এনে ফেলা হয়েছিল। বোর্ডও হালফিলে ক্রিকেট বেটিংয়ের কিছু নতুন প্যাটার্ন আবিষ্কার করেছে ঘরোয়া লিগে। বিলেতের সংস্থার 'ফ্রড ডিটেকশন সার্ভিস'-এর মাধ্যমে খতিয়ে দেখা হবে আইপিএলে সন্দেহজনক কিছু ঘটছে কি না?

ট্রফির খরা কাটাতে এবছর শক্তিশালী দল RCB'র

আইপিএল শুরু হতে আর দু'দিন।ক্রিকেট মহলে চড়ছে উত্তেজনার পারদ। কার দল কতটা শক্তিশালী? কোন দলে কারা কারা সুযোগ পেতে পারেন প্রথম একাদশে। সেসব নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে বহু কৌতূহল। সেই কৌতূহল খানিকটা নিরসন ঘটানোর চেষ্টা করছি আমরা। আইপিএলের আগে প্রতিটি দলের শক্তি, দুর্বলতা এবং সম্ভাব্য প্রথম একাদশ নিয়ে শুরু হচ্ছে বিশ্লেষণ। আজ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর।

পুরো দল:

বিরাট কোহলি, এ বি ডি'ভিলিয়ার্স, অ্যারন ফিঞ্চ, গুরকিরাত সিং মান, দেবদত্ত পাডলিকল, শিবম দুবে, মইন আলি, ইসুরু উদানা, পবণ দেশপাণ্ডে, পার্থিব প্যাটেল, জশ ফিলিপস, যুজবেন্দ্র চাহাল, ওয়াশিংটন সুন্দর, পবন নেগী, শাহবাজ আহমেদ, অ্যাডাম জাম্পা, উমেশ যাদব, নবদীপ সাইনি, মহম্মদ সিরাজ, ক্রিস মরিস, ডেল স্টেইন

কোচিং স্টাফ:

সাইমন ক্যাটিচ (হেডকোচ), অ্যাডাম গ্রিফিথ (বোলিং কোচ), সিদ্ধার্থ শ্রীরাম (ব্যাটিং এবং স্পিন বোলিং কোচ)

সম্ভাব্য প্রথম একাদশ

১. অ্যারন ফিঞ্চ
২। পার্থিব প্যাটেল/দেবদত্ত পাডলিকল
৩। বিরাট কোহলি
৪। এ বি ডি'ভিলিয়ার্স
৫। গুরকিরাত সিং মান
৬। ক্রিস মরিস/মইন আলি
৭। শিবম দুবে
৮। ওয়াশিংটন সুন্দর
৯। ডেল স্টেইন/অ্যাডাম জাম্পা
১০। যুজবেন্দ্র চাহাল
১১। নবদীপ সাইনি

অধিনায়ক বিরাট কোহলির ক্রিকেট জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা সম্ভবত একবারও আইপিএল না জেতা। তাঁর ফ্রাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর প্রতিবছরই খাতায় কলমে শক্তিশালী দল তৈরি করে। বিশেষ করে ব্যাটিং বিভাগে। কিন্তু বোলিং বিভাগের দুর্বলতা এবং টিম কেমিস্ট্রির অভাব বারেবারে ডুবিয়ে দেয় আরসিবিকে (ট্রঙ্খঙ্ক)। তবে, এবছর টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই হুঙ্কার ছেড়ে রেখেছেন ক্যাপ্টেন কোহলি। সদর্পে ঘোষণা করেছেন, গত ৪ বছরের মধ্যে এবারেই সবচেয়ে শক্তিশালী দল গঠন করেছে আরসিবি। এখন দেখার বিরাটের সেই শক্তিশালী দল আইপিএলে কেমন পারফরম্যান্স দেয়। যদিও খাতায় কলমে এবারেও কোহলির দলে একাধিক দুর্বলতা আছে। পেস বোলিং বিভাগে বৃদ্ধ স্টেইনের উপর নির্ভর করতে হবে কোহলিকে। স্পিন বোলিংয়েও চাহাল ছাড়া বড় নাম নেই। তবে এবারে আরসিবির ব্যাটিং বিভাগ সত্যিই শক্তিশালী।

বুমরাই সম্ভবত সেরা টি-২০ পেসার, বললেন প্যাটিনসন

দুবাই:যশপ্রীত বুমরা এই মুহূর্তে বিশ্বে টি-২০ ধারার ক্রিকেটের সেরা বোলার। এমনটাই মনে করছেন অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার জেমস প্যাটিনসন। অস্ট্রেলিয়ান পেসার জানিয়েছেন যে তিনি বুমরা এবং নিউজিল্যান্ডের পেসার ট্রেন্ট বোল্টের সঙ্গে আগামীদিনে কাজ করতে উৎসাহী। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলা ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) মুম্বই ইন্ডিয়ান টিমের বোলিং ইউনিটের কথা মাথায় রেখেই প্যাটিনসন কথাগুলি বলেছেন। প্যাটিনসন বলেন ,বিশ্বের কয়েকজন সেরা বোলারের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করাটা সবসময়ই একটা দারুন অভিজ্ঞতা। ভারতের বুমরা তো টি-২০ ক্রিকেটের সেরা পেসার বিশ্বে। ট্রেন্ট বোল্টও ভীষণই ভালো। তাই এঁদের পাশে দাঁড়িয়ে বোলিং করতে খুব ভালো লাগবে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে তিনি এর আগে বেশ কিছু ম্যাচ খেলেছেন বলে জানান প্যাটিনসন। সেইসঙ্গে বলেন, যেহেতু ইউএই-তে আমার বেশ কিছু ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাই স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। প্রসঙ্গত, মুম্বই ইন্ডিয়ান টিমে প্রবীণ শ্রীলঙ্কান বোলার লাসিথ মালিঙ্গার স্থানে খেলার সুযোগ পেয়েছেন প্যাটিনসন। ইউএই-তে খেলার পরিবেশ সম্পর্কে নিজের ধারণা জানাতে গিয়ে প্যাটিনসন জানাচ্ছেন, মনে হচ্ছে ওখানে স্লোয়ার ডেলিভারি খুব বেশি করে ব্যবহৃত হবে। আর ম্যাচ যত গড়াবে পিচও ক্রমেই স্লো হবে, বলও নিচু হয়ে আসতে থাকবে।এটা আমার ধারণা। বাকিটা ওখানকার মাঠে খেলতে খেলতে বুঝতে পারব নিশ্চয়ই।

অশ্বিনকে টপকে নয়া নজির গড়ার মুখে ব্র্যাভো

দুবাই: শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে টি-২০ ধামাকা। আবু ধাবিতে প্রথম ম্যাচে মহেন্দ্র সিংহ ধোনির চেন্নাইয়ের মুখোমুখি হতে চলেছে রোহিত শর্মার মুম্বই। এই ম্যাচেই নয়া রেকর্ড গড়তে পারেন ধোনির সতীর্থ ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার ডোয়েন ব্র্যাভো। তিনি প্রাক্তন সতীর্থ রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে টপকে দলের হয়ে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড গড়ার মুখে। অশ্বিন এবার খেলবেন দিল্লির হয়ে। আর তিনটি উইকেট নিলেই তাঁকে টপকে চেন্নাইয়ের হয়ে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড ব্র্যাভোর দখলে চলে যাবে।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে পৌঁছে আপাতত কোয়ারেন্টিনে আছেন ব্র্যাভো। তিনি এবারও চেন্নাইয়ের হয়ে ভাল পারফরম্যান্স দেখাতে তৈরি। এখনও পর্যন্ত ১০৩ ম্যাচে ১১৮ উইকেট নিয়েছেন এই ক্যারিবিয়ান তারকা। অশ্বিন ১২১ ম্যাচে ১২০ উইকেট নেন। তাঁকে টপকে যাওয়ার পাশাপাশি এই প্রতিযোগিতায় সবমিলিয়ে ১৫০ উইকেট নেওয়া থেকেও আর ৩ উইকেট দূরে ব্র্যাভো। তিনি এখনও পর্যন্ত ১৪৭টি উইকেট নিয়েছেন। ২০১৩ মরসুমে তিনি ৩২টি উইকেট নিয়েছিলেন, যা এই প্রতিযোগিতার কোনও একটি মরসুমে যে কোনও দলের হয়েই সর্বোচ্চ। সম্প্রতি টি-২০ ফর্ম্যাটে প্রথম বোলার হিসেবে ৫০০ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড গড়েছেন ব্র্যাভো। মুম্বইয়ের হয়ে তাঁর রেকর্ড দারুণ। রোহিতের দলের বিরুদ্ধে তিনি এখনও পর্যন্ত ১৯ ম্যাচে ২৮ উইকেট নিয়েছেন। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে অন্য কোনও বোলার এত উইকেট নিতে পারেননি। গত মরসুমে একটি ম্যাচে একাই মুম্বইকে হারিয়ে দেন ব্র্যাভো। এবারও তিনি ভাল পারফরম্যান্স দেখাতে তৈরি।

করোনা আবহেই শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় ডিভিশনের আই লিগ

: করোনা আবহেই শুরু হতে চলেছে আই লিগ-২ বা আই লিগ কোয়ালিফায়ার। আগামী ৮ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে প্রতিযোগিতা। চলবে ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত। কল্যানী (জ্ঞখনাখঞ্জ্র) স্টেডিয়াম এবং সল্টলেক (ছখনন্ঠ জ্রখঞ্জ্র) স্টেডিয়ামে হবে ম্যাচগুলো। সেই সূচিই এবার প্রকাশ করা হল এআইএফএফের তরফে। মোট পাঁচদলের টুর্নামেন্টে খেলা হবে রাউন্ড রবিন ফর্ম্যাটে। শেষপর্যন্ত যে দল সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হবে, তাঁরাই আসন্ন আই লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। টুর্নামেন্টে কলকাতা থেকে অংশ নিচ্ছে মহামেডান স্পোর্টিং এবং ভবানীপুর ফুটবল ক্লাব। সূচি অনুযায়ী, ৮, ১১, ১৪, ১৬ এবং ১৯ অক্টোবর— এই পাঁচদিন খেলা হবে। প্রত্যেকদিন দু'টি করে ম্যাচ। একটি শুরু হবে দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে। আরেকটি শুরু হবে বিকেল সাড়ে ৪টে থেকে। এর মধ্যে ১৬ অক্টোবর মুখোমুখি হবে মহামেডান স্পোর্টিং এবং ভবানীপুর। কল্যানী স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু বিকেল সাড়ে ৪টে থেকে। এদিকে, করোনা আবহে প্রথমবার আয়োজিত হতে চলেছে কোনও ফুটবল টুর্নামেন্ট। প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখছে না অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন এবং আইএফএ। জানা গিয়েছে, করোনা সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ম মেনেই আয়োজন করা হচ্ছে টুর্নামেন্টের। দলগুলোকে নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, টুর্নামেন্ট শুরুর আগে দু'দফা করোনা পরীক্ষা করাতে হবে খেলোয়াড়দের। ইতিমধ্যে সমস্ত টিম এবং তাঁদের সাপোর্ট স্টাফদের পাঁচতারা হোটেলে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া থাকবে জৈব সুরক্ষা বলয়ও। ভাগ করে দেওয়া হয়েছে জিম করার সময়সীমাও। এমনকী গোটা টুর্নামেন্ট জুড়ে তিনবার (৪, ৯ এবং ১৯ অক্টোবর) খেলোয়াড়দের আরটি—পিসিআর টেস্ট হবে। এর মধ্যে কোনও খেলোয়াড়ের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসলেই তাঁকে তখনই আইসোলেশনে পাঠানো হবে। যদিও তাঁর বদলে নতুন কোনও খেলোয়াড় নিতে পারবে না ক্লাবগুলো। কারণ ঞ্জজচ্চ—এর নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী মরশুমের জন্য ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নতুন খেলোয়াড়দের সই করাতে পারবে ক্লাবগুলো। এককথায়, টুর্নামেন্ট আয়োজনে পুরোপুরি প্রস্তুত সংগঠকরা। অন্যদিকে, আবার সুখবর জ্জচঞ্চ—র জন্যে। অ্যাকর্ড স্পোর্টস ভিডির সঙ্গে চার বছরের চুক্তি করল রাজ্য ফুটবল সংস্থা। এই চার বছরে আইএফএ—র কমার্শিয়াল পার্টনার হিসেবে কাজ করবে অ্যাকর্ড। এর জন্য আইএফএ—কে ১৪ কোটি টাকা দেবে সংস্থাটি।

ইস্টবেঙ্গলের কোচ হওয়ার দৌড়ে দুই হেভিওয়েটের নাম

জল্পনার অবসান আগেই ঘটেছিল। ইনভেস্টর এসে যাওয়ায় ইস্টবেঙ্গলের জ্জছজ্র খেলা প্রায় পাকা। ইতিমধ্যে জমা পড়ে গিয়েছে বিড পেপারও। আগামী সপ্তাহেই হয়তো সরকারিভাবে একাদশতম দল হিসেবে ইস্টবেঙ্গলের নাম ঘোষণা করবে চ্ছঙ্গঞ্জ্র কর্তৃপক্ষ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আইএসএল খেললে ইস্টবেঙ্গলের কোচের চেয়ারে কে বসবেন? জল্পনা দুই বিশ্বকাপার কোচের পর এবার লাল—হলুদের নজরে রয়েছে প্রাক্তন লিভারপুল তারকা রবি ফাউলার এবং বার্সেলোনায় পেপ গোয়ার্দিওয়ালার সহকারী হিসেবে কাজ করা ইউসেবিও সাকরিস্টানের নাম। এছাড়াও ক্লাবকে নাকি মেল পাঠিয়ে কোচ হওয়ার ইচ্ছেপ্রকাশ করেছেন প্রাক্তন কোচ মারিও রিভেরাও। কয়েকদিন আগেই ইনভেস্টর আনার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। নবান্ন থেকে সেই ঘোষণা করেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এরপর কে বসবেন লাল—হলুদ কোচের হটসিটে? জল্পনা শুরু হয়ে যায়। এর মধ্যেই ভেসে ওঠে ২০১৪ বিশ্বকাপে কলম্বিয়াকে কোচিং করানো হোসে পেকেরম্যান এবং ২০১০ বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের কোচ থাকা ৬৮ বছরের বার্ট ভান মারউইকের নাম। এরপরই সামনে এসেছে ইউসেবিও এবং রবি ফাউলারের নাম। দু'জনের মধ্যে ইউসেবিও—র তরুণদের নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। জোহান ক্রুয়েফের কোচিংয়ে বার্সায় দীর্ঘদিন খেলা ইউসেবিও আবার পেপ গোয়ার্দিওয়ালার সময় ন্যু ক্যাম্পে সহকারী কোচের দায়িত্ব সামলেছেন। এছাড়া লুই এনরিকের আগে মেসিদের কোচ হওয়ার দৌড়ে উঠে এসেছিল তাঁর নামও। অন্যদিকে, প্রাক্তন ইংল্যান্ড জাতীয় দলের খেলোয়াড় এবং লিভারপুল তারকা রবি ফাউলার গত মরশুমে অস্ট্রেলিয়ান লিগে ব্রিসবেন রোরস—এর কোচ ছিলেন। করোনা সংক্রমণের জেরে মার্চ মাসে দেশে ফিরে যান তিনি। লাল—হলুদের কোচ হওয়ার দৌড়ে উঠে এসেছে তাঁরও নাম।

এদিকে, ক্লাবকে নাকি মেল পাঠিয়ে কোচ হওয়ার ইচ্ছেপ্রকাশ করেছেন প্রাক্তন কোচ মারিও রিভেরাও। তবে এই পুরো বিষয়টিই নির্ভর করছে এফএসডিএল—এর ঘোষণার ওপরেই। আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পরই ইনভেস্টর 'শ্রী সিমেন্ট'—এর সঙ্গে আলোচনা করে নতু কোচ খুঁজে নেবে ইস্টবেঙ্গল, মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

হোক ব্যাটসম্যানদের জরিমানা, নয়া নিয়মের প্রস্তাব মুরলীধরনের

আর হাতেগোনা মাত্র কয়েক দিনের অপেক্ষা। তারপরই দুবাইয়ে শুরু হচ্ছে এবারের । টুর্নামেন্টে নামার প্রস্তুতিতে মগ্ন আট ফ্র্যাঞ্চাইজি। ধীরে ধীরে বাড়ছে উত্তাপ। এই পরিস্থিতিতে এবার 'মানকড়িং' প্রসঙ্গে মুখ খুললেন প্রাক্তন শ্রীলঙ্কান স্পিনার মুথাইয়া মুরলীধরন। ভারতীয় স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিনের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, বোলারদের মানকড়িং করাটা যদি ক্রিকেটের মতো জেন্টলম্যানস গেমের পক্ষে ভাল না হয়, তাহলে ব্যাটসম্যানদের ক্রিজ থেকে বেরিয়ে দাঁড়ানোটাও তাই। এক্ষেত্রেও ব্যাটসম্যানদের ওই বাড়তি সুবিধা নেওয়া উচিত নয়। নিয়ম করে দেওয়া উচিত, যদি কোনও দলের ব্যাটসম্যান ক্রিজ থেকে বাইরে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে অতিরিক্ত সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে মানকাডিংয়ের পরিবর্তে তাঁদের স্কোর থেকে যেন পাঁচ রান কেটে নেওয়া হয়। গত বছর রাজস্থান রয়্যালস বনাম কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব ম্যাচ থেকেই মানকড়িং বিতর্কের সূত্রপাত। জস বাটলারকে মানকড়িং করে আউট করেন অশ্বিন। এরপরই বিষয়টি নিয়ে জলঘোলা শুরু হয়। অনেকেই অশ্বিনের এই কাজের প্রকাশ্যেই সমালোচনা করতে থাকেন। যদিও নিজের সিদ্ধান্তে বরাবরই অবিচল ছিলেন এই ভারতীয় স্পিনার। এবার পাশে পেলেন মুরলীকেও। কিংবদন্তি এই স্পিনার এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "যদি কোনও বোলারের মানকড়িং করে আউট করার সুবিধা না পান, তাহলে ব্যাটসম্যানদেরও ওরকমভাবে রান নেওয়ার জন্য ক্রিজ থেকে এগিয়ে দাঁড়ানোটা উচিত নয়। এক্ষেত্রে সাবধান করা উচিত। এছাড়া মানকড়িংয়ে কাউকে সরাসরি আউট করার বদলে যে দলের ব্যাটসম্যান অতিরিক্ত সুবিধা নিতে যাবে, সেই দলের রান থেকে পাঁচ রান কেটে নেওয়া উচিত। বোলারদের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম থাকুক। যাতে কেউ বাড়তি সুবিধা না নিতে পারে।" এদিকে, ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিকে নিজের দেখা সেরা পাঁচ ভারতীয় ক্রিকেটারের তালিকায় রাখলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার ডিন জোন্স। পাশাপাশি ধোনির অধিনায়কত্বেরও ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর কথায়, "অধিনায়ক হিসেবে ধোনি কিছুটা পুরনো ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী। আসলে কিন্তু ধোনি নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীর ভুলের জন্য অপেক্ষা করে। তারপর অনেকটা গোখরোর মতো শত্রুর উপর আক্রমণ চালায়। ধোনি দেশের জন্য কী করেছে, তা সারাজীবন লোকে মনে রাখবে। আমার কাছে ও দেশের সেরা পাঁচ ক্রিকেটারদের মধ্যে একজন।"

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
Suryamaninagar
Tripura West - 799022

F. No. TU/FIN(411)/(P)/2019-20 Date:11/9/2020

Sealed Quotations are invited from manufacturers/ authorized dealers or bonafide suppliers of repute for supply of laboratory equipment (CO2 Incubator with accessories) for the Department of Microbiology, Tripura University. Quotations must reach to the Principal Investigator on or before **30.9.2020** during office hours. Details of requirements can be seen on website: www.tripurauniv.ac.in

(Dr. P.C.Acharya)
Incharge, R&I Cell

মহালয়ার পূণ্যলগ্নে মাতাবাড়ির দীঘিতে আরতি করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব

রাজ্যের মানুষের মধ্যে রক্তদানের মতো মহৎ দানের মানসিকতা রয়েছেঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর।। রক্তদানের চাইতে বড় আর কোনও কিছু হয় না। কারণ রক্তদান হচ্ছে মহৎ দান। রাজ্যের মানুষের মধ্যে রক্তদানের মতো মহৎ দানের মানসিকতা রয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী সেবা সপ্তাহ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত এক রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, শুধুমাত্র ক্ষমতার পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই নয়, সমাজে সেবামূলক কাজে নিয়োজিতদের মাধ্যমেই সমাজের পরিবর্তন ঘটে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সেবা এবং দায়িত্বের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। নির্দিষ্ট দায়িত্বের বাইরে গিয়ে মানুষের জন্য কাজ করলে তবেই তাকে সেবা বলা হয়। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি নিরলসভাবে দেশবাসীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী যেপথে দেশবাসীকে সেবা করে চলেছেন সেই পথে পূর্বে দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মতো মহান ব্যক্তিত্বরাও জনগণের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। দীনদয়াল উপাধ্যায় সমগ্র বিশ্বের সামনে এক নতুন মতবাদ রেখে গেছেন। সেটা হচ্ছে একাত্ম মানববাদ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পঁজিবাদ, সমাজবাদ থেকে মানুষ যখন ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছেন তখনই পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় বিশ্ববাসীকে এক নতুন পথ দেখান। এই পথই হচ্ছে একাত্ম মানববাদের পথ। এই একাত্ম মানববাদকে সঠিক ভাবে প্রয়োগ করছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। তিনি দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেশবাসীর সেবাও করে চলেছেন। সমাজের সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থানকারী ব্যক্তির কাছেও পৌঁছে যাচ্ছেন যা একাত্ম মানববাদের মূল লক্ষ্য ছিল।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভ-াচার্য বলেন, শুধুমাত্র ক্ষমতা পরিবর্তন নয় সমাজ পরিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গী রেখেই কাজ করছে বর্তমান সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর জনধন অ্যাকাউন্ট চালু করেছিল যা বর্তমান এই করোনা অতিমারির সময়ে সুবিধাভোগীরা এই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সুবিধা পাচ্ছেন। বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে সমাজের দু:স্থ পরিবারদের পাশে দাঁড়িয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা বলেন, বর্তমান এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও মানুষের জীবনকে থেমে থাকতে দেয়নি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার। নতুন নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজ করছে সরকার। উদ্বোধন পর্ব শেষে মুখ্যমন্ত্রী রক্তদান শিবির ঘুরে দেখেন। শিবিরে ২৯ জন রক্তদান করেছেন।

রামঠাকুর কলেজ এনইপি ২০২০ তে ওয়েবিনার

আগরতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর।। রামঠাকুর কলেজ আজ জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০ নিয়ে ভার্চুয়াল প্যানেল আলোচনার আয়োজন করেছে। ত্রিপুরায় এই প্রথমবারের মতো শিক্ষার্থীদের বোঝাপড়া সহজ করতে বাংলা মাধ্যমের মাধ্যমে এনইপি ২০২০-এর আলোচনাটি অনুসরণ করা হয়েছিল।

প্যানেল আলোচনার উদ্দেশ্য হাইলাইটিং ইস্যুগুলি ছড়িয়ে দেওয়া এবং এনইপি ২০২০ বাস্তবায়নের জন্য মতামত সংগ্রহ করা ছিল। কর্মসূচির সমন্বয়ক ছিলেন ডঃ অর্জুন গোপ, বাণিজ্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং প্যানেলবিদ ছিলেন পল্লী ব্যবস্থাপনার এইচওডি ডঃ অরবিন্দ মাহাতো। আলোচনাটি পরিচালনা করেছিলেন রামঠাকুর কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডঃ অর্জুন গোপ এবং সাবিতা দাস। মোট, ১৯৩৩ জন অংশগ্রহণকারী 'গুগল মিটিং' এর মাধ্যমে প্যানেল আলোচনায় অংশ নেয়।

শান্তনুর মৃত্যু দিবস ২১ শে

আগরতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর।। এসেম্বলি অফ জার্নালিস্টস আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর আগরতলায় রবীন্দ্র ভবনের সামনে সাংবাদি শান্তনুনর মৃত্যু দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওইদিন বিকাল সাড়ে পাঁচটায় প্রয়াত সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিকের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হবে। সাংবাদিক, সংবাদপত্র কর্মী, বুদ্ধিজীবী সহ সকল অংশের জনগণকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছে এসেম্বলি অফ জার্নালিস্টস।

নাগরিকদের পরিষেবা বিলম্বিত হলে আধিকারীকদের দন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর।। সময়মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবা সরবরাহের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার রাজ্য বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশন অর্থাৎ আগামী ২১ শে সেপ্টেম্বর একটি নতুন বিল 'দ্য ত্রিপুরার গ্যারান্টেড সার্ভিসেস টু সিটিজেন ২০২০' পেশ করবে। আজ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে মন্ত্রিপরিষদের মুখপাত্র ও শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেছেন যে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বৈঠকে মন্ত্রিপরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ত্রিপুরার সাধারণ জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে পিআরটিসির মতো বিভিন্ন ২৪ টি শংসাপত্র সরবরাহের মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি বিভিন্ন বিভাগের এসসি, এসটি, ওবিসি, জমির রেকর্ড, স্কুল শংসাপত্র ইত্যাদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিশ্চিত করা হবে। তিনি বলেন, বিভিন্ন বিভাগে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সমস্যায় পড়ছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে বিজেপি-আইপিএফটি সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বাস্তবায়নের বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দেখায়।

মুখ্যমন্ত্রীর অসাংবিধানিক হুমকি প্রত্যাহারের দাবিতে অনড় এসেম্বলি অফ জার্নালিস্টস

আগরতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রীর অসাংবিধানিক হুমকি প্রত্যাহারের দাবিতে এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকদের সার্বিক নিরাপত্তা সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ চাওয়া হবে। প্রয়োজনে, বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ সংশ্লিষ্ট সকলের গোচরে নেওয়া হবে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং অনুষ্ঠিত ত্রিপুরা এসেম্বলি অফ জার্নালিস্টস এর কার্যকরী কমিটির বৈঠকে সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সংগঠনের তরফ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ১৩ সেপ্টেম্বর সাধারণ সভা থেকে দাবি করা হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব যেন তিন দিনের মধ্যে তার হুমকি প্রত্যাহার করেন। কিন্তু এই সভা গভীর অসন্তোষের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, মুখ্যমন্ত্রী হুমকি প্রত্যাহার করা তো দুরের কথা, এরপর থেকে সংবাদ মাধ্যমের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র আরও তীব্র হয়েছে। এই সভা আনুসঙ্গিক ঘটনাবলীতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবীতে প্রতিবাদ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সভা উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, মুখ্যমন্ত্রীর হুমকির পর পর আক্রান্ত রাজ্যের দুই সাংবাদিকের সম্পর্কে সরকার নিশ্চুপ। মুখ্যমন্ত্রী বা সরকার এই জাতীয় ঘটনার নিন্দা পর্যন্ত জানায়নি এবং দোষীদের গ্রেপ্তারের কোন উদ্যোগ নেই। এতে, এই ঘটনাগুলিতে সরকারের ভুমিকা ও বর্তমান অবস্থান নিয়ে সন্দেহ আরও স্পষ্ট হয়েছে।

জিবি কোভিড কেয়ার সেন্টারে রোগীদের সাথে কথা বললেন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতা জিবি হাসপাতাল। কিন্তু এ হাসপাতালের কোভিড ট্রিটমেন্ট সেন্টারের চিকিৎসা পরিষেবা থেকে শুরু করে বিভিন্ন পরিষেবা নিয়ে প্রতিনিয়ত সংবাদ মাধ্যমে শিরোনাম দখল করে আছে।

অবশেষে অভিযোগ সরজমিনে খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার জিবি হাসপাতালের কোভিড ট্রিটমেন্ট সেন্টারের যান হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক। তিনি এদিন কোভিড ট্রিটমেন্ট সেন্টার ঘুরে দেখেন এবং রোগীদের খোঁজ খবর নেন। রোগীদের সাথে কথা বলে তাদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন। সঙ্কটজনক রোগীদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছ থেকে। রোগীদের সঠিক পরিষেবা মিলছে বলে জানান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। এবং রোগীদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। এদিন সাংসদের পাশে ছিলেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক শৈলেশ কুমার যাদব।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গন্ডাছড়ায় প্রবীণ ব্যক্তির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৮ সেপ্টেম্বর।। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বৃন্দাবন দাস নামের এক প্রবীন ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় গোটা গন্ডাছড়া মহকুমা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। জানা যায় শুক্রবার দুপুর সাড়ে বারটা নাগাদ যাট কার্ড এলাকায় ওনার নিজ বাড়িতে হৃদ রোগে আক্রান্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে ওনাকে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ওনার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই মুহূর্তের মধ্যে ওনার বাড়িতে এলাকার জাতি উপজাতি সর্বস্তরের মানুষ ওনাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ভিড় করে। উল্লেখ্য বৃন্দাবন দাস ছিলেন গন্ডাছড়া রাইমাভ্যালি এলাকার সর্বস্তরের মানুষের অভিভাবক ছিলেন। তিনি বামপন্থী নেতা হিসেবে জীবনের অধিকাংশ সময় পরিচিত থাকলেও তিনি ছিলেন এলাকার জাতি উপজাতি সর্বস্তরের মানুষের অভিভাবক। তাই তো তিনি গোটা রাইমাভ্যালি এলাকার মানুষের নয়নমণি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। এমন একজন ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যুতে গন্ডাছড়া প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকেও শোক প্রকাশ করা হয় এবং মরদেহে ফুল মালা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এছাড়াও গন্ডাছড়া মার্চেন্ট এসোসিয়েশন, বিভিন্ন ক্লাব, সামাজিক সংস্থা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিত্বরা এলাকার প্রবীন ব্যক্তিকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। তাছাড়া বৃন্দাবন দাস ছিলেন গন্ডাছড়া বাজারের একজন প্রবীন ব্যবসায়ীও। তাই ওনার আকস্মিক মৃত্যুতে বাজার ব্যবসায়ীরা গভীর ভাবে শোকাহত এবং ওনার প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে শনিবার সকাল ছয়টা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত বাজারের সমস্ত দোকান বন্ধ থাকবে। উল্লেখ্য মৃত্যু কালে বৃন্দাবন দাসের বয়স ছিল ৮২ বছর। তিন ছেলে, ছেলে বৌ, চার মেয়ে, মেয়ের জামাই, নাতি ,নাতনী, স্ত্রী সহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব রেখে গেছেন। ওনার মৃত্যুতে গোটা মহকুমা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

এসটি মোর্চার উদ্যোগে সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে খাদ্যসাগ্রী বিতরণ প্রমোদনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ সেপ্টেম্বর।। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন কে কেন্দ্র করে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে সেবা সপ্তাহ কর্মসূচি চলছে সারা রাজ্য জুড়ে।

জন্মদিন উপলক্ষে সেবা সপ্তাহ হিসেবে পালন করছে ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন মোর্চা। তারই অংশ হিসেবে গোলাঘাটি বিধানসভার প্রমোদনগর কমিউনিটি হলে বিজেপি এসটি মোর্চার উদ্যোগে ৭০জন অসহায় গরীব মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা, ত্রিপুরা প্রদেশ সংখ্যালঘু মোর্চার প্রভারি তথা ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান জনাব জসীমউদ্দীন, এসটি মোর্চার সিপাহীজলা জেলা কমিটির সভাপতি কানুরাজ দেববর্মা, বিজেপির জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রীরাম দেববর্মা, মন্ডল সভাপতি নিতাই চন্দ্র শীল, জনজাতি মোর্চার জেলার সাধারণ সম্পাদক রাজেশ দেববর্মা এসটি মোর্চার সভাপতি গোবিন্দমাণিক দেববর্মা, মাইনরিটি মোর্চার মন্ডল সভাপতি রফিকুল ইসলাম, প্রমূখ। সভায় আলোচনাকালে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা বলেন বিশিষ্টজনদের জন্মদিন কেক কাটার মধ্য দিয়ে পালিত হয় কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উনার ব্যক্তিত্বের জানান দিতে গিয়ে শুভ জন্মদিন কে সামাজিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করছেন যেমন বৃক্ষরোপণ স্বচ্ছ ভারত অভিযান রক্তদান শিবির খাদ্য সামগ্রী বিতরণ শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ ইত্যাদি কাজের মধ্য দিয়ে ব্যতিক্রমী ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। উনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে দলে দলে যোগদান করে মজবুত করার জন্য উপস্থিত কার্যকর্তাদের প্রতি আবেদন করেন তিনি।

রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন বলেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার

ছয়ের পাতায় দেখুন

চড়িলাম মন্ডলের যুব মোর্চার উদ্যোগে সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে আশা কর্মীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ সেপ্টেম্বর।। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন কে কেন্দ্র করে ভারতীয় জনতা পার্টির চড়িলাম মন্ডলের যুব মোর্চার উদ্যোগে সেবা সপ্তাহ কর্মসূচি অনুষ্ঠানে প্রথম সারির যোদ্ধা হিসাবে আশাকর্মিদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় শুক্রবার সকালে।

জন্মদিন উপলক্ষে সেবা সপ্তাহ পালন করছে ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন মোর্চা। তারই অংশ হিসেবে চড়িলাম মন্ডল কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আশা কর্মীদের সংবর্ধনা করল যুব মোর্চার সভাপতি তথা গোপাল শর্মা। এই করোণা মহামারীর মধ্যে আশা কর্মীরা তাদের নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে জীবনের যুকি নিয়েও নিষ্ঠার সাথে কাজ জরে চলছে তাই শুক্রবার সকালে চড়িলাম মন্ডল অফিসে চড়িলাম মন্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে তাদেরকে সংবর্ধনা দেয়া হয় উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার সভাপতি গোপাল শর্মা এবং বিজেপি মন্ডল সভাপতি রাজকুমার দেবনাথ এবং মন্ডল সম্পাদক রঞ্জিত দাস সহ অন্যান্যরা।

হরসিমরত কউর বাদলের ইস্তফা গৃহীত রাষ্ট্রপতি ভবন

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কৃষি-সংস্কারে তীব্র আপত্তি ও তিনটি কৃষক-বিরোধী অধ্যাদেশের বিরোধিতা করে বৃহস্পতিবারই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন অকালি দলের নেত্রী হরসিমরত কউর বাদল। নরেন্দ্র মোদী মন্ত্রিসভায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী ছিলেন হরসিমরত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরামর্শ মতো, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে হরসিমরত কউর বাদলের ইস্তফা গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ

ছয়ের পাতায় দেখুন

সিধাইয়ের বিভিন্ন স্থানে গাঁজা বাগিচা ধ্বংস করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর।। সিধাই থানার পুলিশ এবং হেজামারা ক্যাম্পের ১২৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের সিআরপিএফ জওয়ানরা যৌথ অভিযান চালিয়ে পাঁচটি গাজাবাগান ধ্বংস করে দিয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় সিধাই থানার পুলিশ এবং সিআরপিএফ জওয়ানরা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নেতৃত্বে মোহনপুরের ঈশানপুর এবং উরাবাড়ি এলাকায় বিরোধী অভিযানে যায়।গাজা বিরোধী অভিযান চালিয়ে পাঁচটি গাজা বাগান ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ ও সিআরপিএফ জওয়ানরা।মোট কুড়ি হাজারের বেশি গাজার ছাড়া ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছে বলে জানা গেছে।মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কমল বিকাশ মজুমদার জানিয়েছেন তার কাছে সুনির্দিষ্ট খবর ছিল মোহনপুরের উড়াবাড়ি এবং ঈশানপুর এলাকায় অবৈধভাবে গাঁজার বাগান গড়ে উঠছে।গাঁজা চাষ নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও একাংশের অতি মুনাফালোভী লোকজন আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে গাঁজা চাষে মনোযোগী হয়। সে কারণেই অবৈধ গাঁজা চাষ বন্ধ করার জন্য পুলিশ এবং সিআরপিএফ যৌথ তল্লাশি অভিযানে নামে। অভিযানে নেমে যথারীতি বড় ধরনের সাফল্য মিলেছে।এ ধরনের গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান আগামীতেও অব্যাহত থাকবে বলে মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন। তিনি আরো জানান সিঁথি থানা এলাকার বিভিন্ন এলাকায় গাঁজা চাষ হচ্ছে বলে পুলিশের কাছে খবর আসছে।সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী বিভিন্ন থানা এলাকায় গাজা বিরোধী অভিযান আরও জোরদার করবে বলে জানিয়েছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। গাঁজা চাষ পুরোপুরি বন্ধ করার লক্ষ্যেই এ ধরনের অভিযান চালানো হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।সরকারি নির্দেশ অমান্য করে যাঁরা এখনো গাঁজা চাষের যুক্ত রয়েছে তাদেরকে গাঁজা চাষ থেকে দূরে সরে আসতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।অন্যথায় প্রশাসনের তরফে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে স্পষ্ট ভাবে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।উল্লেখ্য ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় উৎপাদিত গাজা বাংলাদেশ সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিনিয়ত পাচার হচ্ছে। বর্তমান সরকার গাঁজা চাষ পুরোপুরি বন্ধ করার নির্দেশ জারি করেছে। এ ধরনের নেশাজাতীয় সামগ্রী কোনোভাবেই বিক্রি করা যাবে না বলেও জানানো হয়।গাঁজা চাষ এবং গাঁজা পাচার এর বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার জন্য পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা জোরদার করেছে।

কুমারঘাট শিল্প নগরীতে রাজ্যের প্রথম ব্যাম্ব ডিপোর শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর।। আজ কুমারঘাট শিল্প নগরীতে রাজ্যের প্রথম ব্যাম্ব ডিপোর শিলান্যাস হয়েছে। শিলান্যাস করেন ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম (টি আই ডি সি)-এর চেয়ারম্যান টিঙ্কু রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ভগবান দাস, কুমারঘাট বি এ সি'র চেয়ারম্যান, পেঁচারথল বি এ সি'র চেয়ারম্যান, কুমারঘাট প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান এবং আম্বেদকার নগর গ্রাম প'ায়েতের প্রধান। একই সাথে আজ এই শিল্প নগরীতে ব্যাঙ্গালুরুর মেসার্স এ কে এস স্টিফ ব্যাম্বরও উদ্বোধন করেন অতিথিরগণ। কুমারঘাট শিল্প নগরীতে ইতিমধ্যেই ছয়টি বাঁশভিত্তিক ইউনিট চালু রয়েছে। সেখানে ৫০০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। এই ইউনিটগুলিতে বাঁশের গোলাক'তির শলা, ধূপকাঠির শলা, বিকেট, চারকোল ইত্যাদি উৎপাদিত হচ্ছে।

প্রস্তাবিত এই বাঁশ ডিপোটি বাঁশ ক্ষেত্রের বিকাশে একটি সুসংহত পরিকাঠামো রূপে গড়ে উঠবে। বাঁশ ডিপোটি এই শিল্প নগরীতে যতগুলি বাঁশভিত্তিক ইউনিট রয়েছে সেগুলির জন্য নিয়মিত কাঁচামাল সরবরাহ সুনিশ্চিত করবে। এতে বাঁশভিত্তিক শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী বিশেষ করে বহিঃরাজ্যের উদ্যোগীদের রাজ্যের কাঁচামাল ব্যবহার করে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। এই বাঁশ ডিপো বাঁশভিত্তিক শিল্পের জন্য ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ সুনিশ্চিত করবে ও আমাদের রাজ্যের প্রত্যন্ত অ'লের বাঁশ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা নেবে।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে রাজ্যে বাঁশ চাষের আওতায় রয়েছে ২ লক্ষ হেক্টর এলাকা যার উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১.৮৮ লক্ষ মেট্রিকটন। তারমধ্যে শিল্পে ব্যবহৃত বাঁশ (ব্যাম্বসা টুলদা)-এর আওতায় রয়েছে প্রায় ১৭,০০০ হেক্টর এলাকা যার বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে ৩৪,০০০ মেট্রিকটন। তাছাড়া বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আওতায় ব্যাম্বসা টুলদা চাষের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছে সরকার। ফলে রাজ্যে বাঁশভিত্তিক শিল্প স্থাপনে আগ্রহী উদ্যোগীদের জন্য কাঁচামালের যোগান সুনিশ্চিত হবে। চলতি অর্থ বছরে ইতিমধ্যে ২,২০০ হেক্টর এলাকায় বাঁশ চাষ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ৩,০০০ হেক্টর এলাকায় বাঁশ চাষ করা।

সাংবাদিক পবন পোদ্দারের জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ সেপ্টেম্বর।। না ফেরার দেশে চলে গেলেন তেলিয়ামুড়ার প্রাক্তন শিক্ষক তথা খোয়াই জেলার বরিষ্ঠ সাংবাদিক এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তথা ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের খোয়াই জেলার সম্পাদক পবন পোদ্দার। শুক্রবার সকাল ৯ টা ২০ মিনিট নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাড়িতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তার স্ত্রী ও এক পুত্র সন্তান সহ বহু গুণমুগ্ধ আত্মীয় পরিজন রেখে গেছেন।

জানা যায়, তিনি প্রায় ১৭ থেকে ১৮ দিন ধরে সর্দি, জ্বর , কাশিতে ভুগছিলেন। সেইমতো চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নিজ বাড়িতে ছিলেন তিনি। কিন্তু অবস্থার তেমন উন্নতি ঘটেনি চিকিৎসায়। শুক্রবার সকালে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরা তার নিজ বাড়িতে গিয়ে অ্যান্টিজেন টেস্ট করেন। রিপোর্ট আসে নেগেটিভ। এতে তেলিয়ামুড়া মহকুমা এবং খোয়াই জেলার সংবাদ জগতের কর্মীরা গভীরভাবে শোকাহত। উল্লেখ্য রাজ্যের একটি প্রভাতী দৈনিকে প্রয়াত সাংবাদিক দীর্ঘ প্রায় ৪২ বছর ধরে জড়িত ছিলেন। কোন কোন সময় খোয়াই জেলার বিভিন্ন সংবাদকর্মীদের অভিভাবক হিসেবেও কাজ করতেন সংবাদের স্বার্থে।

পরবর্তী সময়ে তার মৃতদেহ তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রেসক্লাবের সামনে আনা হলে প্রেসক্লাবের সম্পাদক, ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের খোয়াই জেলার অন্যান্য সদস্যরা পুষ্পস্তবক দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান প্রয়াত সাংবাদিক পবন পোদ্দারকে। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের পৌর পিতা নীতিন কুমার সাহা,

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।